

সূরা ৭ : আ'রাফ, মাক্কী ۷ - سورة الأعراف، مَكِّيَّة

(আয়াত : ২০৬, রুকু' : ২৪)

(آيَاتُهَا : ২০৬, رُكُوعَاتُهَا : ২৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম-মিম-সাদ।	۱. اَلْمَصّ
২। এ একটি কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্ত রে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে। আর মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।	۲. كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.
৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	۳. اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

حُرُوفٌ مُّقْطَعَاتٌ এবং এগুলির অর্থ ও এগুলি সম্পর্কে যেসব মতবিরোধ

রয়েছে এ সবকিছু সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। اَنَا اللَّهُ أَفْصَلُ অর্থاً الصم এর অর্থ হচ্ছে আমি (আল্লাহ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (হে নাবী!) এই কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন এর প্রচার এবং এর দ্বারা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে তোমার মনে

যেন কোন সংকীর্ণতা না আসে এবং এমন ধৈর্য অবলম্বন কর যেমন দুঃসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাবীরা অবলম্বন করেছিল। যেমন বলা হয়েছে :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৫)

এটা অবতরণের উদ্দেশ্য এই যে, وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ তুমি এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। আর মু'মিনদের জন্যতো এ কুরআন উপদেশবাণী। এই মু'মিনরা কুরআনে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং উম্মী নাবী যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করেছেন তার তারা পদাংক অনুসরণ করেছে। এখন একে ছেড়ে অন্যের পিছনে লেগে থেকনা এবং আল্লাহর হুকুমের সীমা ছাড়িয়ে অপরের হুকুমের উপর পরিচালিত হয়োনা। কিন্তু উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে। হে নাবী! তুমি যতই বাসনা, কামনা, লোভ ও চেষ্টা করনা কেন এদের সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করাতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩)

وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৬)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৬)

৪। কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন

۴. وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ

<p>তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে।</p>	<p>قَابِلُونَ</p>
<p>৫। আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসে পড়েছিল তখন তাদের মুখে 'বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম' এ কথা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।</p>	<p>۵. فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ</p>
<p>৬। অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব।</p>	<p>۶. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ</p>
<p>৭। তখন আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমি তো কোন কালে বেখবর ছিলামনা।</p>	<p>۷. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ</p>

বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আমি কত লোকালয়কেই না ধ্বংস করেছি!
আর দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও অপমান তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি।
যেমন তিনি বলেন :

وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রোপ করা হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ বিদ্রোপের পরিণাম ফল বিদ্রোপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল। (সূরা আন'আম, ৬ : ১০) যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْنَؤُ
مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৫) অন্য জায়গায় বলেন :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ
مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দস্ত করত। এগুলিইতো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমিতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَجَاءَهَا بِأُسْنًا بَيَّاتًا أَوْ هُمْ قَانُلُونَ
অবস্থায় অথবা ভরা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে। আর এ দু'টোই হচ্ছে উদাসীন থাকার সময়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَّتًا ۖ وَهُمْ نَائِمُونَ. أَوْ أَمِّنَ أَهْلُ
الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحَىٰ ۖ وَهُمْ يُلْعَبُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমন্ত থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৯৭-৯৮) তিনি আরও বলেন :

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ
بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

যারা দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ : ৪৫-৪৭) যেমন তিনি আরও বলেন :

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ যখন তাদের উপর শাস্তি এসেই পড়ে তখন 'বাস্তবিকই আমরা অপরাধী ছিলাম' এ কথা বলা ছাড়া তাদের আর কিছুই বলার থাকেনা। তিনি অন্যত্র বলেন :

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأُسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا
أُتِرْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ. قَالُوا يَنْوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا
زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। তাদেরকে বলা হল : পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। তারা বলল : হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম যালিম। তাদের এই আত্ননাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ করি। (সূরা আশিয়া, ২১ : ১১-১৫)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন : তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬৫)

يَوْمَ تَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّمُ الْغُيُوبِ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন : তোমরা (উস্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে : (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১০৯) উপরোক্ত আয়াতগুলি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীসের স্পষ্ট দলীল : বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তাদের কাছে যে সমস্ত রাসূল পাঠিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি এবং তাঁরা যে বাণী প্রচার করেছেন তার প্রতি তারা কি ধরনের সাড়া দিয়েছিল। তিনি তাঁর নাবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করবেন যে, তাঁরা কি তাঁর বাণী লোকদের কাছ পৌঁছে দিয়েছিলেন? আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ বিষয়ের উল্লেখ করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব) (তাবারী ১২/৩০৬) মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমিতো বে-খবর ছিলামনা। কিয়ামাতের দিন তাদের আমলনামা খুলে দেয়া হবে এবং তাদের আমল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখতে রয়েছেন। তিনিতো গোপন দৃষ্টিপাত সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত। তিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন। যদি গাছের কোন পাতা পড়ে যায় বা অন্ধকারে কোন বীজ পড়ে থাকে তাহলে সেটাও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকেনা।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্ককারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯)

৮। আর সেদিন (কিয়ামাতের দিন) ন্যায় ও সঠিকভাবে (প্রত্যেকের 'আমল) ওযন করা হবে, সুতরাং যাদের (সং আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য ও সফলকাম।

৮. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৯। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াত) প্রত্যাখ্যান করত।

৯. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

আমল ওযন করার অর্থ

ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন আমলসমূহ ওযন করা হবে, এটা সত্য কথা, যেন কারও উপর যুলুম না হতে পারে। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন :

وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبًا

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০) অন্যত্র তিনি বলেন :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّة. نَارُ حَامِيَةٍ

তখন যার পাল্লা ভারী হবে সেতো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন। এবং যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হা'বিয়াহ। ওটা কি, তা কি তুমি জান? ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (সূরা কারি'আ, ১০১ : ৬-১১) আর এক স্থানে তিনি বলেন :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০১-১০৩) দাঁড়িপাল্লায় যা ওয়ন করা হবে তা হচ্ছে কারও কারও মতে স্বয়ং আমল। যদিও ওর কোন আকার নেই অর্থাৎ যদিও ওটা কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ নয়, তবুও সেই দিন আল্লাহ তা'আলা ওকে পদার্থের আকার দান করবেন। (বাগাভী ২/১৪৯) এ বিষয়েরই হাদীস ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা 'বাকারাহ' এবং সূরা 'আলে-ইমরান' কিয়ামাতের দিন দু'টি মেঘখণ্ডের আকারে সামনে আসবে। অথবা দু'টি সামিয়ানার আকারে কিংবা আকাশে ছড়িয়ে পড়া পাখীদের ঝাঁকের আকারে আসবে। (মুসলিম ১/৫৫৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন পাঠকের কাছে কুরআন মাজীদ একজন নব

যুবকের আকারে হাযির হবে। কুরআনের পাঠক তাকে জিজ্ঞেস করবে : ‘তুমি কে?’ সে উত্তরে বলবে : ‘আমি কুরআন। আমি তোমাকে রাতে জাগিয়ে রাখতাম এবং সারাদিন সিয়াম পালন করার হুকুম পালনার্থে পিপাসার্ত রাখতাম।’ (ইব্ন মাজাহ ২/১২৪২) কাবরের প্রশ্নের ঘটনায় রয়েছে যে, কাবরে মু'মিনের কাছে একজন সুগন্ধময় সুন্দর যুবক আগমন করবে। কাবরবাসী তাকে জিজ্ঞেস করবে : ‘তুমি কে?’ সে বলবে : ‘আমি তোমার সৎ আমল।’ (আহমাদ ৪/২৮৭)

হাদীসে রয়েছে যে, একজন লোককে একটি কাগজের টুকরা দেয়া হবে এবং ওটা এক পাল্লায় রাখা হবে। আর অপর পাল্লায় রাখা হবে কাগজের নিরানব্বইটি দফতর। এক একটি দফতর এত বড় হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে। ঐ কাগজের টুকরায় **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** লিখা থাকবে। লোকটি বলবে : ‘কোথায় এই কাগজের টুকরাটি এবং কোথায় ঐ বড় বড় দফতরগুলো।’ তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে বলবেন : ‘আজ কিন্তু তোমার উপর অত্যাচার করা হবেনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তার পাপরাশির বড় বড় দফতরের পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে এবং ঐ কাগজখণ্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৭/৩৯৫)

আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, আমল বা আমলনামা ওয়ন করা হবেনা, বরং আমলকারীকে ওয়ন করা হবে। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন একজন মোটা লোককে আনা হবে, কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ওয়নের সমানও হবেনা। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

فَلَا نُقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا

সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওয়নের ব্যবস্থা রাখবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১০৫) (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন : ‘তোমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) সরু সরু পা দেখে কেন বিস্ময় বোধ করছ? আল্লাহর শপথ! এটা দাঁড়িপাল্লায় ওয়ন করলে এর ওয়ন উল্হদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে।’ (আহমাদ ১/৪২০) এই তিনটি বর্ণনাকে এভাবে জমা করা যেতে পারে যে, কখনও ওয়ন করা হবে আমল, কখনও আমলনামা এবং কখনও আমলকারীকে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

<p>১০। আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য ওতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।</p>	<p>১০. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ</p>
--	--

আসমান ও যমীনের সমস্ত নি'আমাতই মানুষের জন্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন : আমি তোমাদেরকে এত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছি যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে শাসন কয়েম করেছ এবং দুনিয়ায় নিজেদের মূল শক্ত করে নিয়েছ। সেখানে তোমরা নদী-নালা প্রবাহিত করেছ, ঘর ও চাকচিক্যময় অট্টালিকা বানিয়েছ এবং নিজেদের জন্য সমুদয় উপকারী জিনিস উৎপাদন করেছ। আমি আমার বান্দাদের জন্য মেঘমালাকে কাজে লাগিয়ে রেখেছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করা। যমীনে আমি তাদের জীবিকা লাভের বিভিন্ন মাধ্যম রেখেছি। সেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং নিজেদের জন্য নানা প্রকারের সুখের সামগ্রী তৈরী করছে। তথাপি তারা এসব নি'আমাতের গুরুত্ব আদায় করছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৪)

<p>১১। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি মালাইকাকে নির্দেশ দিয়েছি : তোমরা আদমকে সাজদাহ কর। তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল, যারা</p>	<p>১১. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا</p>
---	--

সাজদাহ করল সে তাদের অন্ত ভুক্ত হলনা ।	إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
--	---

আদমকে (আঃ) মালাইকার সাজদাহ করা ও ইবলীসের অহংকার প্রদর্শন

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

এখানে আল্লাহ সুবহানাছু ওয়া তা'আলা মানব-পিতা আদমের (আঃ) মর্যাদা এবং তাঁর শত্রু ইবলীসের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের সাথে ইবলীস শত্রুতা রাখে। যেন মানুষ তাদের শত্রু ইবলীস থেকে বেঁচে থাকে এবং তার পথে না চলে। তাই তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন : আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর আমি মালাইকাকে বলেছি : আদমকে সাজদাহ কর। আমার এ নির্দেশ পালনার্থে সবাই সাজদাহ করল। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন : আমি ছাঁচে ঢালা গুচ্ছ ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সূঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হও। (সূরা হিজর, ১৫ : ২৮-২৯)

আর এর প্রয়োজনীয়তা এ জন্যই ছিল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) নিজের হাতে মস্নূন চটচটে মাটি দ্বারা তৈরী করলেন এবং তাকে একটা সোজা দেহবিশিষ্ট মানবীয় রূপ দান করলেন আর তাঁর মধ্যে রুহ ফুঁকে দিলেন, তখন তিনি মালাইকাকে নির্দেশ দিলেন : আমার হাতে বানানো আদমকে সাজদাহ কর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল কুদরাতে ইলাহীকে সাজদাহ করা এবং তাঁর শান শওকতের সম্মান করা। এই নির্দেশ দেয়া মাত্রই সমস্ত মালাইকা নির্দেশ পালনার্থে সাজদাহ করলেন। কিন্তু একমাত্র ইবলীস সাজদাহ করলনা। প্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারায় এর উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

فَلَنَّا لِّلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ এর দ্বারা আদমকেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে।

আর এখানে বহুবচনের সাথে যে বলা হয়েছে, এর কারণ এই যে, আদম (আঃ) হচ্ছেন মানব জাতির পিতা। যেমন আল্লাহ তা'আলাতো সম্বোধন করছেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বানী ইসরাঈলদেরকে।

وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ

এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৫৭) অর্থাৎ 'গামাম', 'মান' ও 'সালওয়াহ' এসেছিল বর্তমান যুগের বানী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের উপর। তাহলে এর দ্বারাতো ঐ লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা মুসার (আঃ) যুগে ছিল। কিন্তু বাপ-দাদাদের উপর অনুগ্রহ করাও প্রকৃতপক্ষে তাদের বংশধরদের উপরও অনুগ্রহ করা হয়ে থাকে। তাই এই অনুগ্রহ যেন সন্তানদের উপরও করা হয়েছিল। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির বিপরীত :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ :

১২) এখানে إِنْسَانَ শব্দ দ্বারা আদমের (আঃ) সত্তা উদ্দেশ্য, যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত সন্তানকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, বরং 'নুৎফা' বা বীৰ্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যে বলা হয়—'মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে' তা শুধু এ কারণে যে, মানুষের পিতা আদমকে (আঃ) মানুষের মত বীৰ্য থেকে নয়, বরং মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করলেন : আমি যখন তোকে সাজদাহ (আদমকে) করতে আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোকে নতশির হতে নিবৃত্ত করল? সে উত্তরে বলল : আমি তার চেয়ে

۱۲. قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ

শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা
সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি
করেছেন কাদামাটি দ্বারা।

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ যার অর্থ হবে, ‘কোন জিনিসটি তোকে বাধ্য করেছিল যে, তুই সাজদাহ করবিনা, অথচ আমার নির্দেশ বিদ্যমান ছিল?’ এ উক্তিটি সবল ও উত্তম। আল্লাহ তা‘আলাই এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন।

অভিশপ্ত ইবলীস উত্তরে বলেছিল, ‘আমি আদমের (আঃ) চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যে শ্রেষ্ঠ সে এমন কেহকে সাজদাহ করতে পারেনা যার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি আদমের (আঃ) সাজদাহ করার হুকুম হল কেন?’ সে দলীল পেশ করেছিল যে, তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন হচ্ছে মাটি হতে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন যা দ্বারা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে উপাদানের প্রতি, কিন্তু ঐ আদমের (আঃ) প্রতি লক্ষ্য করেনি যাকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ ভরে দিয়েছেন! সে একটা বিকৃত তুলনা কায়ম করেছে যা মহান আল্লাহর প্রকাশ্য হুকুমের বিরোধী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৭২)

মোট কথা, সমস্ত মালাক/ফেরেশতা সাজদায় পড়ে গেলেন। ইবলীস সাজদাহ না করার কারণে মালাইকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে গেল। এই নৈরাশ্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার নিজের ভুলেরই প্রতিফল এবং সে কিয়াস বা অনুমানেও ভুল করেছিল। তার দাবী ছিল এই যে, আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মাটির শান হচ্ছে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং কাজে স্থিরতা। তা ছাড়া মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মানোর স্থান। আগুনের শান হচ্ছে পুড়িয়ে দেয়া, ইন্দ্রিয়াবেগ এবং দ্রুততা। ইবলীসের উপাদান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আদমের (আঃ) উপাদান রুজু, অপারগতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর উপকার সাধন করেছিল। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা দ্বারা, আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে যে বিষয়ে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।’ (মুসলিম ৪/২২৯৪)

কিয়াসের প্রথম আবিষ্কারক হল ইবলীস

ইবলীস কিয়াস বা অনুমান কায়মকারী। আর সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাতও কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়। (তাবারী ১২/৩২৮)

ইবন জারীর (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) হতে শাইতান বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন : ইবলীস শাইতান 'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে'ই ছিল প্রথম যে, 'কিয়াস' প্রচলন করেছিল। (তাবারী ১২/৩২৮) ইবন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বক্তব্যে সহীহ শুদ্ধতার প্রমাণ রয়েছে। ইবন সীরীন (রহঃ) বলেন, ইবলীস হল কিয়াসকারী এবং এই কিয়াসের উপর নির্ভর করেই সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করা হয়।

১৩। আল্লাহ বললেন : এই স্থান থেকে নেমে যা, এখানে থেকে অহংকার করা যেতে পারেনা; সুতরাং বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই ইতরদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

১৪। সে বলল : আমাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন!

১৪. قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

১৫। আল্লাহ বললেন : তোকে অবকাশ দেয়া হল।

১৫. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা আদেশ করলেন : আমার আদেশ অমান্য করা এবং আমার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার ছিলনা।

অধিকাংশ মুফাস্সির مِنْهَا এর সর্বনামটিকে جَنَّات এর দিকে ফিরিয়ে থাকেন। আবার ইবলীসের مَلَكُوتٍ أَعْلَى -তে যে মর্যাদা ছিল সেইদিকে هَا সর্বনামটির ফিরারও সম্ভাবনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ তুই বেরিয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই লাক্ষিত ও ঘৃণিত। এটা ছিল অভিশপ্ত ইবলীসের হঠকারিতারই প্রতিফল। এখানে অভিশপ্ত ইবলীস একটা কথা চিন্তা করল এবং কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ চাইল। সে আরয করল :

رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

(ইবলীস বলল) হে আমার রাব্ব! পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন : তোকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা হিজর, ১৫ : ৩৬-৩৭) এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা লুকায়িত ছিল এবং তাঁর ইচ্ছাই কাজ করছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারেনা। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারেনা। তিনি সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

১৬। (ইবলীস) বলল : আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি : আমি আপনার সরল পথে অবশ্যই ওৎ পেতে বসে থাকব।

۱۶. قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

১৭। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেননা।

۱۷. ثُمَّ لَا تَبْقَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

যখন ইবলীস কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তখন সে বিদ্রোহ ও একগুঁয়েমী শুরু করে দিল। সে বলল : فِيمَا أُغْوَيْتَنِي হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি

আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, তেমনিভাবেই আমিও আপনার বান্দাদেরকে সরল সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **أَغْوَيْتَنِي** এর অনুবাদ **أَضَلَّتْنِي** করেছেন, আমাকে বিপদগামী করেছেন। (তাবারী ১২/৩৩২) আর অন্যেরা **أَهْلَكْتَنِي** করেছেন অর্থাৎ ধ্বংস করেছেন। সে বলল : ‘আমি আদমের (আঃ) প্রতিশোধ তাঁর বংশধর হতে গ্রহণ করব। কেননা তাঁরই কারণে আমি আপনার দরবার হতে বহিস্কৃত হয়েছি।’ সিরাতে মুসতাকীম দ্বারা সত্যপথ ও মুক্তির পথ বুঝানো হয়েছে। (ইবলীস বলল :) ‘আমি আপনার বান্দাদেরকে এভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করব যে, তারা আপনার ইবাদাত করবেনা এবং আপনার একাত্মবাদ থেকে দূরে থাকবে।’

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ‘সোজা পথ’ হল সত্যের পথ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাবুরাহ ইব্ন আবী ফাকিহ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : শাইতান বিভিন্ন পথে বানী আদমের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে এবং বলে : ‘তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে?’ কিন্তু ঐ লোকটি শাইতানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে লোকটির হিজরাতের পথে এসে বসে যায় এবং বলে : ‘তুমি স্বীয় দেশ ছেড়ে কেন হিজরাত করছ? মুহাজিরদের মর্যাদা একটা ঘোড়ার চেয়ে বেশি হয়না।’ কিন্তু সে তার কথা অমান্য করে ও হিজরাতের পথ অবলম্বন করে। এরপর শাইতান তার জিহাদে গমন বন্ধ করার জন্য পথে বসে পড়ে। জিহাদ জীবন দিয়েও হতে পারে এবং মালধন দিয়েও হতে পারে। সে তাকে বলে : ‘তুমি কি যুদ্ধ করার জন্য বের হচ্ছ? সাবধান! তুমি জিহাদে নিহত হবে এবং তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিতা হয়ে যাবে এবং তোমার মালধন লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বণ্টন করে নিবে।’ কিন্তু তবুও সে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং মারা যায়, তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, হয় সে নিহতই হোক কিংবা পথে ডুবেই মারা যাক অথবা পৃথিমধ্যে কোন জীব-জন্তু দ্বারা পদদলিতই হোক।’ (আহমাদ ৩/৪৮৩)

শাইতান বলল : **ثُمَّ لَا تَنِيَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ** আমি বানী আদমের সামনের দিক থেকেও আসব এবং পিছনের **وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ**

দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিব এবং দুনিয়ার আসক্তির প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব। আর ডান দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ 'আমরে দীন' তাদের উপর সন্দেহপূর্ণ করে তুলব। তাদের বাম দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ তাদের জন্য যোগ্য ও গ্রহণীয় বানিয়ে দিব।

আবার বিভিন্ন লোক এর বিভিন্ন ভাবার্থ নিয়ে থাকেন, যেগুলি প্রায় কাছাকাছি। শাইতান 'আমি উপরের দিক থেকেও আসব' এ কথা বলেনি। কেননা উপর থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর রাহমাতই আসতে পারে। (তাবারী ১২/৩৪১)

সে বলল : **وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ** হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ একাত্মবাদী রূপে পাবেননা। (তাবারী ১২/৩৪২) এ কথাটা শাইতান স্বীয় খেয়াল ও ধারণার ভিত্তিতেই বলেছিল বটে, কিন্তু সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২০-২১)

এ জন্যই একটি হাদীসে সকলকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে যে. তারা যেন আল্লাহর কাছে শাইতানের প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যে শাইতান সর্বদিক থেকে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সকালে এবং রাতে সাধারণতঃ নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي السَّنْيَةِ وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي
وَأَمِنْ رُوعَاتِي. اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي
وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي. وَأَعُوذُ بِعِظَمِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দান কর।
হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দাও আমার দীনের ক্ষেত্রে এবং
দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমার সমস্ত
গোপন দোষসমূহ (পাপ) ঢেকে রেখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও।
হে আল্লাহ! আমাকে হিফাযাত কর সম্মুখ হতে ও পিছন হতে, ডান হতে ও বাম
হতে এবং উপর হতে। তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে আরও চাচ্ছি যে, আমাকে
ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বসের হাত হতে রক্ষা কর। ওয়াকির (রহঃ) বলেছেন যে,
'আর নীচ দিক থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া' এর অর্থ হল ভূমিকম্প। (আহমাদ
২/২৫) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন মাজাহ
(রহঃ), ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি
সংগ্রহ করেছেন। (হাদীস নং ৫/৩১৫, ৮/২৮২, ২/১২৭৩, ২/১৫৫ এবং
১/৫১৭) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ।

১৮। তিনি (আল্লাহ) বললেন :
তুই এখান থেকে অপমানিত ও
লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা,
তাদের (বানী আদমের) মধ্যে
যারা তোর অনুসরণ করবে,
নিশ্চয়ই আমি তাদের সকলের
দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

۱۸. قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْءُومًا
مَذْحُورًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মালায়ে আ'লার প্রাসাদ হতে বের হয়ে
যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইবলীসকে বলেন : তুই লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায়
এখান থেকে বেরিয়ে যা। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, مَذْءُومٌ শব্দের অর্থ
হচ্ছে দোষী ও অপমানিত। দোষের স্থলে ذَم্ম শব্দ ব্যবহার করা অপেক্ষা

শব্দের ব্যবহারই বেশি অলংকারপূর্ণ। **مَذْهُورٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিতাড়িত ও বহিস্কৃত। প্রকৃতপক্ষে **مَذْمُومٌ** ও **مَذْذُومٌ** এর অর্থ একই।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : আমরা একজন (ইবলীস) ছাড়া আর কেহকে জানিনা যাকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৪৪) সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি তামীমী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **اُخْرِجَ مِنْهَا مَذْذُومًا**

مَذْذُورًا সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হচ্ছে তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ১২/৩৪৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে হেয় করা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। সুদী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা ও বহিস্কার করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, অভিশাপ দেয়া এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ১২/৩৪৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, বহিস্কার ও নির্বাসিত করা। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, **مَذْذُومٌ** 'মাযলুম' অর্থ হচ্ছে নির্বাসিত এবং **مَذْذُورًا** 'মাযলুরা' অর্থ হচ্ছে মর্যাদাহানী করা। (তাবারী ১২/৩৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন : **لَمَنْ تَبِعَكَ**

مِنْهُمْ **لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ** তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। এটি নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ :

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ يُخِيلُكَ وَرَجَلَكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

(আল্লাহ) বললেন : যা, জাহান্নামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা তোর অনুসরণ করবে। তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচূত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং

তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৩-৬৫)

১৯। আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হবে।

১৯. وَيَتَكَادَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

২০। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শাইতান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল : তোমাদের রাব্ব এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও, অথবা এখানে (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার।

২০. فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

২১। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের

২১. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا

হিতাকাংখীদের অন্যতম ।

لَمِنَ النَّاصِحِينَ

আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) প্রতারণার মাধ্যমে শাইতান নিষিদ্ধ গাছের ফল আহার করিয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে, আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার (আঃ) জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা জান্নাতের একটি গাছের ফল ছাড়া সমস্ত গাছের ফল খেতে পার। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ ব্যাপার দেখে শাইতানের তাঁদের দু'জনের উপর হিংসা হল। সুতরাং সে প্রতারণার মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগল যেন যে নি'আমাত ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ তাঁরা লাভ করেছেন তা থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করে। তাই ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) বলল :

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে যৌক্তিকতা এই রয়েছে যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও এবং এখানে চিরকাল বসবাস করার অধিকারী হয়ে না পড়। সুতরাং যদি তোমরা এই গাছের ফল খাও তাহলে তোমরা এই সুযোগ লাভ করতে পারবে। যেমন সে বলেছিল :

قَالَ يَتَكَاذِبُ هَلْ أَذْنُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّا يَبْلَى

অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল : হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (সূরা তা-হা, ২০ : ১২০) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضْلُوا

আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। (সূরা নিসা, ৪ : ১৭৬) এখানে تَضْلُوا أَنْ এর অর্থ হচ্ছে تَضْلُوا অর্থাৎ যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। অন্যত্র তিনি বলেন :

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়। (সূরা নাহল, ১৬ : ১৫) এখানেও **أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ** এর ভাবার্থ হচ্ছে **لَا تَمِيدَ بِكُمْ** যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে।

وَقَاسَمَهُمَا আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে ইবলীস বলল : **إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ** আমি তোমাদের শুভাকাংখী। তোমাদের পূর্বে আমি এখানে অবস্থান করতাম এবং আমি এই জান্নাতের জায়গাগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন : অভিশপ্ত শাইতান আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমি তো তোমার আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার চেয়ে আমার অধিক জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করব।

২২। অতঃপর সে (শাইতান) তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করল। যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তাদের রাব্ব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

۲۲. فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

২৩। তারা বলল : হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

۲۳. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) খেজুরবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল ঘন ও লম্বা। যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাঁর দেহাবরণ খুলে গেল। এর পূর্বে তিনি স্বীয় গুণ্ডাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতেননা। এখন তিনি ব্যাকুল হয়ে জান্নাতের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলেন। জান্নাতের এক গাছের সঙ্গে তাঁর মাথার চুল জড়িয়ে পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন : হে গাছ! আমাকে ছেড়ে দাও! গাছ বলে উঠল : 'আমি আপনাকে ছাড়বনা।' তখন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন : 'তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?' আদম (আঃ) উত্তরে বললেন : হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে লজ্জা বোধ করছি। (তাবারী ১২/৩৫৪) এ ঘটনাটি ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন মারদুআই (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) থেকে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৫২) তবে উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটিই অধিক সঠিক।

وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) গুণ্ডাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাঁরা ডুমুরের পাতা দ্বারা তাদের গুণ্ডাঙ্গ ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) ওটা খেয়ে ফেলেন তখন তাঁদের গুণ্ডাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করতে থাকেন এবং একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দিয়ে শরীরের উপর লাগাতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৩)

আহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) পোশাক ছিল নূরের তৈরী, ফলে একে অপরকে উলঙ্গরূপে দেখতে পেতেননা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার রাব্ব! আমার তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন উপায় আছে কি?' উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : 'হ্যাঁ, আছে। ঐ অবস্থায় আমি তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করাব।' কিন্তু ইবলীস তাওবাহর অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে কিয়ামাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অনুমতি চাইল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'জনকেই তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করা হল। (আবদুর রায্যাক ২/৩৭)

আদম (আঃ) তাঁর রবের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলি শিখেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' (তাবারী ১২/৩৫৭)

২৪। তিনি (আল্লাহ) বললেন : তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

۲۴. قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ

২৫। তিনি বললেন : সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে পুনরুৎখিত করা হবে।

۲۵. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে দুনিয়ায় পাঠানো হল

জান্নাত হতে নীচে নেমে যাওয়ার এ সম্বোধন আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে করা হয়েছে। আবার কেহ কেহ সাপকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রাথমিকভাবে আদম (আঃ) ও ইবলীসের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়েছিল এবং হাওয়াও (আঃ) এ বিষয়ে আদমকে (আঃ) অনুসরণ করেছিলেন। এ জন্যই সূরা তা'হায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। (সূরা তা-হা, ২০ : ১২৩) হাওয়াতো (আঃ) আদমের (আঃ) বাধ্যই ছিলেন। আর সাপকেও যদি এদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তাহলে সে ছিল ইবলীসের অনুগত। মুফাস্সিরগণ ঐ স্থানগুলির উল্লেখ করেছেন যেগুলিতে তারা নিষ্কিণ্ড হয়েছিল। এসব খবর ইসরাঈলিয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবহিত রয়েছেন। যেসব স্থানে তারা পতিত হয়েছিল সেগুলির নির্দিষ্ট করণে যদি কোন উপকারিতা থাকত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেগুলি উল্লেখ করতেন অথবা হাদীসে কোন জায়গায় বর্ণিত হত। ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ পৃথিবীই হবে তোমাদের বাসস্থান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটা ভাগ্যেও লিখা ছিল এবং লাওহে মাহ্‌ফুযেও তা লিপিবদ্ধ ছিল। ঘোষিত হচ্ছে :

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ এখন তোমাদেরকে পৃথিবীতেই জীবন-যাপন করতে হবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরায় উত্থিত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বীর বের করব। (সূরা তা-হা, ২০ : ৫৫) আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য তার মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীকে বাসস্থান বানানো হয়েছে। জীবিতাবস্থায় সে এখানেই থাকবে, এখানেই মৃত্যুবরণ

করবে, এখানেই তার কাবর হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাকে এখান থেকেই উঠানো হবে। অতঃপর স্বীয় আমলের হিসাব দিতে হবে।

২৬। হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।

۲۶. يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

মানব জাতিকে পরিচ্ছদ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বান্দাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন : আমি তোমাদেরকে পোশাকে ভূষিত করেছি। পোশাক পরিচ্ছদতো দেহ ও গুণস্থান আবৃত করার কাজে লাগে। আর رِيشٌ হচ্ছে ঐ পোশাক যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পরিধান করা হয়। প্রথমটা প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টা পরিপূর্ণতা ও অতিরিক্ততার অন্তর্ভুক্ত। ইবন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবী ভাষায় বাড়ীর আসবাবপত্র ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাককে رِيشٌ বলা হয়ে থাকে। (তাবারী ১২/৩৬৪) আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) وَلِبَاسُ التَّقْوٰى সম্পর্কে বলেন, যখন কেহ আল্লাহকে ভয় করতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ ত্রুটিসমূহকে ঢেকে রাখেন। (তাবারী ১২/৩৬৮)

২৭। হে আদম সন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে

۲۷. يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ

যে রূপ তোমাদের মাতা-
পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত
হতে বহিস্কার করেছিল এবং
তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান
দেখানোর জন্য বিবস্ত্র
করেছিল। সে (শাইতান)
নিজে এবং তার দল
তোমাদেরকে দেখতে পায়,
অথচ তোমরা তাদেরকে
দেখতে পাওনা। নিঃসন্দেহে
আমি অবিশ্বাসীদের জন্য
শাইতানকে বন্ধু ও অভিভাবক
বানিয়ে দিয়েছি।

الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم
مِّنَ الْجَنَّةِ يَتَرَفُّ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَمِيمًا ۖ إِنَّهُ يُرِنُكُمْ
هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ
لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

শাইতানের কু-প্ররোচনার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা এখানে আদম সন্তানদেরকে ইবলীস ও তার সন্তানদের
থেকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন, মানব-পিতা আদমের (আঃ) প্রতি ইবলীসের
পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। এ কারণেই সে তাঁকে সুখময় স্থান জান্নাত থেকে বের
করিয়ে কষ্টের জায়গা নশ্বর জগতে বসতি স্থাপন করিয়েছে। আদম (আঃ) ও
হাওয়ার (আঃ) আবৃত দেহ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এসব ছিল আদম সন্তানের প্রতি
ইবলীসের চরম শত্রুতারই পরিচায়ক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

أَفْتَحْذُونَهُ ۖ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۖ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ
لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলীস) ও তার বংশধরকে
অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের
জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৫০)

২৮। যখন তারা কোন লজ্জাস্কর
ও অশ্লীল আচরণ করে তখন

۲۸. وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا

তারা বলে : আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এসব কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বল : না আল্লাহ কখনও অশ্লীল ও লজ্জাস্কর আচরণের নির্দেশ দেননা, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?

২৯। তুমি বল : আমার রাব্ব ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনঃযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক; তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে।

৩০। আল্লাহ এক দলকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে সৎ পথগামী মনে করত।

وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ
أَمَرْنَا بِهَا ۖ قُلْ إِنِّ اللَّهَ لَا
يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

২৯. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا
بَدَأُكُمْ تَعُودُونَ

৩০. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ
عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

কাফিরেরা পাপ করে আর বলে, আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : আরাবের মুশরিকরা উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করত এবং বলত : 'জন্মের সময় আমরা যেমন ছিলাম তেমনিভাবেই আমরা তাওয়াফ করব।' মহিলারা কাপড়ের পরিবর্তে কোন বস্ত্র লজ্জাস্থানে বেঁধে নিত এবং দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি উলঙ্গই থাকত। তারা বলত : আজ দেহের কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ খোলা রাখা হবে। কিন্তু যে অংশই খোলা থাকুকনা কেন তা যৌন সম্বোধনের জন্য কিংবা তাকিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত (৭ : ২৮) অবতীর্ণ করেন : 'এই লোকগুলো যখন কোন লজ্জাজনক কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহর নির্দেশ এটাই।' কুরাইশরা ছাড়া সারা আরাববাসী তাদের দিন ও রাতের পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতনা এবং এর কারণ বর্ণনা করত যে, যে কাপড় পরিধান করে তারা পাপকাজ করেছে, সেই কাপড় পরে কি করে তারা তাওয়াফ করতে পারে? কিন্তু কুরাইশ গোত্র কাপড় পরেই কা'বায় প্রদক্ষিণ করত। কুরাইশরা, যাদেরকে 'আল হামস' বলা হত, তারা পরিধেয় সাধারণ পোশাক পরিধান করেই তাওয়াফ করত। (তাবারী ১২/৩৭৭) আরাবের অন্যান্য গোত্রদের কেহ তাওয়াফ করতে চাইলে তারা 'আল হামস' এর কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করত। আর কেহ নতুন কাপড় পড়ে তাওয়াফ করলে, তাওয়াফ শেষে ঐ কাপড় পুনরায় তাওয়াফসহ অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতনা। যাদের পক্ষে নতুন কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব হতনা, অথবা 'আল হামস' এর কাছ থেকেও পেতনা, তারা উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত, এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘরের চারদিক প্রদক্ষিণ করত। শুধু তাদের গোপনাঙ্গ কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখত, আর বলত : আজকে এ অংশটুকু এবং যা দেখা যাচ্ছে তা সবই আমি কারও জন্য (ব্যবহারের) অনুমতি দিবনা। মহিলারা প্রায় উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত এবং তারা তাওয়াফ করত রাতে। এগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই আবিক্কার করে নিয়েছিল এবং পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, তাদের পূর্বপুরুষদের এই কাজগুলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ভিত্তিতেই ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বেহায়াপনা পছন্দ করেননা, তিনি চান নির্ভা ও ন্যায়ানুগততা

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ : মহান আল্লাহ তাদের এ দাবী খণ্ডন করে বলেন :
بِالْفَحْشَاءِ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও : তোমরা যে বেহায়াপনা, অশ্লীল ও
অশোভনীয় কাজে লিপ্ত রয়েছ, আল্লাহ এ ধরনের কাজের কখনও হুকুম দেননা।
তোমরা এমন বিষয়ে আল্লাহকে সম্বন্ধযুক্ত করছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান
নেই। قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও : আমার প্রভু ন্যায়
প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং তিনি এই নির্দেশও দেন :

وَأَقِمْوْا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ তোমরা
তাঁর ইবাদাতের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখবে; তোমরা রাসূলদের
আনুগত্য করবে যাদেরকে মু'জিয়া এবং আল্লাহর শায়ীয়াতসহ প্রেরণ করা হয়েছে।
আরও আদেশ করা হয়েছে মনের বিশুদ্ধতা সহকারে ইবাদাতে মশগুল হতে। যে
পর্যন্ত এ দু'টি বিষয় অর্থাৎ শায়ীয়াতের অনুসরণ ও ইবাদাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ না
হবে এবং শিরকমুক্ত না হবে সেই পর্যন্ত তোমাদের ইবাদাত গৃহীত হবেনা।'

অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ : আল্লাহ তা'আলার
الضَّلَالَةُ এই উক্তির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
ইবন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন : এর অর্থ হচ্ছে
মৃত্যুর পরে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ
হচ্ছে : তিনি দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং পরকালে উঠাবেন। কাতাদাহ (রহঃ)
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা তখন তিনি
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা মরে যাবে, এরপর তোমাদেরকে
তিনি পুনর্জীবিত করবেন। আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ)
বলেন : আল্লাহ যেমনভাবে শুরুতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে
তিনি শেষেও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (তাবারী ১২/৩৮৫) আবু

জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি এর সমর্থনে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্য পেশ করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ায-নাসীহাত করার জন্য দাঁড়ালেন এবং জনগণকে সম্বোধন করে বললেন : 'হে লোকসকল! তোমরা (কিয়ামাতের দিন) উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ

যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৪) (তাবারী ১২/৩৮৬, ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, মুসলিম ৪/২১৯৪)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কেহকে মু'মিন করে এবং কেহকে কাফির করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ২)

... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ... যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি-রই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ইব্ন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীর নিম্নের হাদীসটি :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এমন কি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থেকে যায়। এমতাবস্থায় তাকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করতে শুরু করে এবং ওর উপরই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে কোন লোক সারা জীবন ধরে জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে এবং জাহান্নাম হতে মাত্র এক গজ দূরে অবস্থান করে। এমন সময় আল্লাহর লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জান্নাতীদের আমল শুরু করে দেয় এবং ঐ অবস্থায়ই মারা যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬)

সনদ বা দলীলতো হবে ঐ আমল যা শেষ সময়ে প্রকাশ পাবে এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর প্রাণবায়ু নির্গত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন : 'মৃত্যুর সময় যেমন ছিল তেমনিভাবেই উত্থিত হবে।' এখন এই উক্তি ও **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ...** (সূরা রুম, ৩০ : ৩০) এই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া যরুরী।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী স্বভাবের উপর (ফিতরাত) জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আমি আমার বান্দাদেরকেতো সৎ স্বভাবের উপরই সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু শাইতানরাই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দীন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।' (মুসলিম ৪/২১৯৭)

মোট কথা, সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হচ্ছে এইরূপ : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমতঃ তারা মু'মিনই হবে। কারণ তাদের স্বভাবের মধ্যেই ঈমান রয়েছে। কিন্তু পরে তারা কিছু মু'মিন থাকবে এবং কিছু কাফির হয়ে যাবে। যদিও সমস্ত মাখলূকের নিকট থেকে এরূপ অঙ্গীকারও নেয়া হয়েছিল এবং ওটাকে তাদের স্বাভাবিক জিনিস বানানো হয়েছিল, তথাপি তাদের তাকদীরে এটা লিখিত ছিল যে, তারা পাপিষ্ঠ হবে অথবা সৎ আমলকারী হবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁকে ভালভাবে চেনে ও জানে, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে এবং তারাও জানে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তাদের প্রতি যে ওয়াদাবদ্ধতা বিধিবদ্ধ করেছিলেন তা তারা পূরণ করবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের কেহ হবে হতভাগা এবং কেহ হবে সৌভাগ্যশালী।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মানুষ সকালে উঠে হয়তো বা স্বীয় প্রাণকে মুক্তির হাতে সোপর্দ করে, নয়তো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।' (মুসলিম ১/২০৩) তার মুক্তিতে আল্লাহরই হুকুম প্রকাশ পায়। তিনিই আল্লাহ :

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

যিনি এই মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সূরা 'আলা, ৮৭ : ৩)

الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ : ৫০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি সৎ ও ভাগ্যবান হবে তার কাছে ভাগ্যবানদের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য তার কাছে হতভাগ্যদের আমল সহজ হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/২৬৭, মুসলিম ৪/২০৩৯) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাল্হ ওয়া তা'আলা বলেন :

এক দলকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাল্হ ওয়া তা'আলা এর কারণ বর্ণনায় বলেন :

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল। এটা ঐ লোকদের ভুলের উপর স্পষ্ট দলীল যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ কেহকেও নাফরমানীর কারণে বা ভুল বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দিবেননা, যখন তার আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, যদি কেহ জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে না মানে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। কেননা যদি তাদের এ ধারণা ঠিক হয় তাহলে সেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যে হিদায়াতের উপর আছে বলে বিশ্বাস রাখে এবং সেই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত পথের উপর নেই, বরং হিদায়াতের উপর রয়েছে, এ দু'জনের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। (তাবারী ১২/৩৮৮)

৩১। হে আদম সন্তান!
প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর
পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর,

۳۱. يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ

আর খাও এবং পান কর।
তবে অপব্যয় ও অমিতাচার
করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ
অপব্যয়কারীদের
ভালবাসেননা।

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

মাসজিদে যাওয়ার সময় শালীন হওয়ার নির্দেশ

এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। এটাকেই শারীয়াতের বিধান বলে বিশ্বাস করত। ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শুবাহ (রহঃ) বলেন, সালামাহ ইব্ন কুহাইল (রহঃ) মুসলিম আল বাতিন (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাতে মহিলারা কাপড় খুলে তাওয়াফ করত। মহিলারা বলত : আজকে একটি অংশ অথবা সম্পূর্ণটাই উন্মুক্ত করা হবে। কিন্তু যা'ই দেখতে পাওয়া যাক না কেন আমি তা কারও জন্য অনুমোদন দিবনা। (মুসলিম, ৪/২৩২০, নাসাঈ ৬/৩৪৫, তাবারী ১২/৩৯০) আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন যে, তারা যেন পরিষ্কার ও উত্তম পোষাক পরিধান করে গোপনাঙ্গ ঢেকে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তাওয়াফ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সালাত আদায় করার সময় উত্তম পোষাক পরিধান করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৯১) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখও যুহরী (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯২-৩৯৪) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ বলেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, সালাতের সময় সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়া মুসতাহাব, বিশেষ করে জুমু'আ ও ঈদের দিন সুগন্ধি ব্যবহার করাও উত্তম। কেননা এটাও সৌন্দর্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা পোশাক। ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর, কেননা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে

উত্তম পোশাক। নিজেদের মৃতদেরকেও এই কাপড়ের কাফন পরাও। তোমরা চোখে সুরমা ব্যবহার কর। কেননা এটা দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে এবং ভ্রু গজিয়ে থাকে।' (আহমাদ ১/২৪৭) এ হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/৩৩২, ৭/৭২ এবং ১/৪৭৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অমিতব্যয়ী না হওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন : **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** 'তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় ও অমিতাচার করনা' এ আয়াতে সুরাটি সম্পন্ন ও পবিত্র সমুদয় জিনিসই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন শাওর (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন তাউস (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত খুশি খেতে ও পান করতে অনুমতি দিয়েছেন, যদি না তাতে অপচয় কিংবা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আদম সন্তানের ঐ পাত্র অপেক্ষা জঘন্য পাত্র আর নেই যে পাত্রের আহাৰ্য পোট পূর্ণ করে ভক্ষণ করা হয়। মানুষের জন্যতো এমন কয়েক গ্রাস খাদ্যই যথেষ্ট যা তাকে স্বীয় অবস্থায় কায়ম রাখতে সক্ষম হয়। আর যদি সে আরও কিছু খেতে চায় তাহলে যেন পোটের এক তৃতীয়াংশে খাবার দেয়, এক তৃতীয়াংশে পানি রাখে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ সহজভাবে শ্বাস লওয়ার জন্য ফাঁকা রেখে দেয়।' (আহমাদ ৪/১৩২, তিরমিযী ৭/৫১, নাসাঈ ৪/১৭৮) ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে : তোমরা খাও পান কর, কিন্তু অতিরিক্ত পানাহার করনা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি ঐ সকল লোকদেরকে পছন্দ করেননা, তিনি যে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন অথবা নিষেধ করেছেন তদ্বিষয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে। অথবা তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকেনা এবং যা করতে বলেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে। তিনিতো শুধু এটাই চান যে, যে বিষয়ে তিনি যতটুকু বলেছেন ততটুকু পালন করা হোক। ইহাই হল ন্যায়ানুগততা, যা তিনি আদেশ করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯৫)

৩২। তুমি জিজ্ঞেস কর : আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও - এই সমস্ততো তাদের জন্যই যারা পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি।

৩২. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

এই আয়াতে ঐ ব্যক্তির দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে পানাহার বা পরিধানের কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে থাকে, অথচ শারীয়াতে তা হারাম নয়। মহান আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : হে নাবী! যেসব মুশরিক বাতিল মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উপর এক একটা জিনিস হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহর দেয়া এই শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা কে হারাম করেছে? আল্লাহ এগুলিতো স্বীয় মু’মিন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই পার্থিব নি‘আমাতে কাফিরেরাও শরীক রয়েছে, কিন্তু এই নি‘আমাতগুলির হক মু’মিনরাই আদায় করে থাকে এবং বিশেষ করে এ নি‘আমাতগুলি কিয়ামাতের দিন তারাই লাভ করবে। সেখানে কাফিরেরা শরীক হবেনা। কেননা জান্নাতের নি‘আমাতসমূহ কাফিরদের জন্য হারাম।

৩৩। তুমি বল : আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করাকে, যার

৩৩. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ

আল্লাহর ব্যাপারে অশালীন বাক্য, শিরুক, মিথ্যা কথন হতে বিরত থাকার আদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা অপেক্ষা বেশি লজ্জাশীল আর কেহ নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় পাপের কাজই তিনি হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রশংসাও আর কেহ ভালবাসেননা। (আহমাদ ১/৩৮১, ফাতহুল বারী ৯/২৩০, মুসলিম ৪/২১১৪) সূরা আন‘আমের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, ‘ফাহিশাহ’ হল উহা যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে হোক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (এবং অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি) সুদী (রহঃ) বলেন, ‘আল ইশম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা। ইহা ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য যখন কারও প্রতি অন্যায়ভাবে নিপীড়ন করার মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে ভুলুষ্ঠিত করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ‘আল ইশম’ শব্দের অর্থ হল সব ধরনের অবাধ্যতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যুল্মকারী আসলে নিজের উপরই নিজে যুল্ম করে। (তাবারী ১২/৪০৩) আল্লাহ বলেন :

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا আল্লাহর সাথে শিরুক করা হারাম, যা করার কোন সনদ নেই। আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক বানানোরও অধিকারই নেই। আল্লাহ এটাও হারাম করেছেন যে, তোমরা এমন কথা বলবেনা যা তোমাদের জানা নেই। যেমন তোমরা বলবে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর এই প্রকারের কথা বলা যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও বিশ্বাসই

নেই। যেমন তিনি বলেন : 'তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক।' এ ধরনের মন্তব্য একটি আয়াতে পাওয়া যায় :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩০)

৩৪। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় সুমুপস্থিত হবে তখন তা এক মুহূর্তকালও আগে কিংবা পরে হবেনা।

۳۴. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

৩৫। হে আদম সন্তান! তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন কোন রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করে এবং আমার বাণী ও নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করে; তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে এবং সং কাজ করবে, তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা।

۳۵. يَبْنَىٰٓءَآدَمَ ۖ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي ۖ فَمَنْ أَتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৩৬। আর যারা আমার নিদর্শন ও বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার করে ওটা হতে দূরে সরে থাকে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল

۳۶. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ

অবস্থান করবে।

فِيهَا خَالِدُونَ

ইরশাদ হচ্ছে : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا : ইরশাদ হচ্ছে : প্রত্যেক দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। যখনই সেই সময় এসে যাবে তখন মুহূর্তকালও আগ-পিছ হবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন : তোমাদের কাছে আমার রাসূলগণ এসেছেন। তারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন, শুভ সংবাদও দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনও করেছেন।

سُورَاتٍ يَارَاقَاتٍ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ : সুতরাং যারা ভয় করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে, নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ করবে এবং আনুগত্যের কাজ করবে, তাদের কোন ভয়ও থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ : কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলি অবিশ্বাস করবে, মিথ্যা জানবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সে অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে? তাদের 'আমলনামায় লিখিত নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌছবেই, পরিশেষে যখন আমার প্রেরিত মালাক (ফেরেশতা) তাদের প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট

۳۷. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَازِلُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ قَالُوا

পৌছবে, তখন তারা (মালাইকা)
জিজ্ঞেস করবে : আল্লাহকে বাদ
দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে
তারা কোথায়? তখন তারা
উত্তরে বলবে : আমাদের হতে
তারা উধাও হয়ে গেছে। আর
নিজেরাই স্বীকারোক্তি করবে যে,
তারা কাফির বা সত্য
প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।

أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا كَافِرِينَ

**মূর্তি পূজকরা দুনিয়ায় তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়,
পরকালে তাদের কোন অংশ নেই**

ইরশাদ হচ্ছে : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কেহই নেই যে আল্লাহর উপর মিথ্যা
আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে এবং মু'জিয়াগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন
করে। এই লোকগুলো তাদের তাকদীরে লিখিত অংশ অবশ্যই পেয়ে যাবে। রাবী
ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ)
অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/৪১৩-৪১৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا
ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা
দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে
আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ
গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৯-৭০)

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ثُمَّ نَتَّعُهُمْ قَلِيلًا

কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অস্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৩-২৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

الله মুশরিকদের রুহ কব্জ করার সময় মালাইকা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং রুহ কব্জ করে জাহান্নামের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং বলবে : যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক স্থাপন করত তা'রা আজ কোথায়? তোমরা তো তাদের কাছে প্রার্থনা করত এবং তাদেরই ইবাদাত করত! আজ তাদেরকে ডাক। তা'রা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করুক। তখন তা'রা বলবে : صَلُّوا عَلَّانَا وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ তাদেরকে আজ কোথায় পাব? তা'রা তো আজ পালিয়ে গেছে। আজ আমরা তাদের কোন খবরেরও আশা করছি না।

أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ তা'রা সেদিন স্বীকারোক্তি করবে যে, তা'রা কুফরী করত।

৩৮। আল্লাহ বলেন :

তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তা'রা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত

۳۸. قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

করেছে, সুতরাং আপনি এদের
দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ
বলবেন : প্রত্যেকের জন্যই
দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা
জাননা।

أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا
مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ
وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ

৩৯। অতঃপর পূর্ববর্তী
লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে
বলবে : আমাদের উপর
তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই,
তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের
ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে
থাক।

۳۹. وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمۡ لِأَخَرِهِمۡ
فَمَا كَانَ لَكُمۡ عَلَيْنَا مِن
فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে একে অপরকে অভিশাপ দিবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর মিথ্যা আরোপকারী মুশরিকদের
সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে বলা হবে :

ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ
তোমরা ঐ দলগুলোর সাথে মিলিত হয়ে যাও যাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলী
বিদ্যমান ছিল এবং যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছিল, তারা
মানবের অন্তর্ভুক্তই হোক অথবা দানবেরই অন্তর্ভুক্ত হোক এবং সবাই জাহান্নামে
প্রবেশ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّنَا لَعْنَتْ أُخْتَهَا
করা হবে তখন একদল অপর দলকে গাল-মন্দ করতে শুরু করবে। ইবরাহীম
খলীল (আঃ) বলেছেন যে, কিয়ামাতের দিন এক কাফির অন্য কাফিরের বিরোধী
হয়ে যাবে এবং একে অপরকে মন্দ বলবে। বলা হবে :

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। (২৯ : ২৫)

ইরশাদ হচ্ছে :

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا
كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে
তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
অনুসরণকারীরা বলবে : যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যে রূপ
আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম।
এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং
তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৬-১৬৭)

قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ
জাহান্নামে প্রবেশ করার পর অনুসারীরা অনুসৃতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট অভিযোগ করবে। কারণ তাদের তুলনায়
অনুসৃতদের অপরাধ বেশি ছিল এবং তারা তাদের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবেশ
করেছিল। তারা বলবে :

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا
الرَّسُولَ. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا. رَبَّنَا
ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ

যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা করে হবে সেদিন তারা
বলবে : হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরও
বলবে : হে আমাদের রাক্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য

করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাক্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৬-৬৮) আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন :

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৮)

وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৩)

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে! (সূরা নাহল, ১৬ : ২৫)

যা হোক, অনুসৃতরা অনুসারীদেরকে বলবে, আজকে আমাদের উপর তোমাদের কি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? আমরা যেমন নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তোমরাও তদ্রূপ আপনা আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (তাবারী ১২/৪২০) তাদের অবস্থা ঐ রূপই যার সংবাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দিয়েছেন :

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اُخْنُ صَدَدْتَكُمْ عَنْ اِهْدَىٰ
بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ ۚ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
اٰنْدَادًا ۚ وَاَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلَ فِيْ اَعْنَاقِ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে

লিগু ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩২-৩৩)

৪০। নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার বশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে, এমনিভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

٤٠. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

৪১। তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুন) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনি-ভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

٤١. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য
কখনও জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা) অর্থাৎ তাদের ভাল কাজসমূহ এবং দু'আ উপরে উঠিয়ে নেয়া হবেনা। আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা

(রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ অর্থ করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২-৪২৩)। শাউরী (রহঃ) লাইস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আতা (রহঃ) ইহা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২) যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, অবিশ্বাসীদের রুহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। সুদী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, অবিশ্বাসী পাপীদের রুহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মালাইকা ঐ রুহকে নিয়ে আকাশে উঠবেন এবং মালায়ে আ'লার যে মালাইকার পাশ দিয়ে গমন করবেন তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন এই অপবিত্র রুহ কার? তখন তার জঘন্যতম নাম নিয়ে বলা হবে, অমুকের। শেষ পর্যন্ত আকাশে পৌঁছে বলবেন, দরজা খুলে দাও। কিন্তু দরজা খোলা হবেনা।' যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবেনা। (তাবারী ১২/৪২২, আবু দাউদ ৫/১১৪ নাসাঈ ৪/৮৭ ইব্ন মাজাহ ১/৪৯৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ যদি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট বের হতে পারে তাহলেই কাফির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (কিন্তু এটা সম্ভব নয়!)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জামাল শব্দটিকে জুম্মাল অর্থাৎ ج কে ضمة দিয়ে ও مিম কে تشديد দিয়ে পড়তেন। জুম্মাল মোটা রজ্জুকে বলা হয় যার দ্বারা নৌকা বাঁধা হয়।

৪২। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতিত দায়িত্ব অর্পণ করিনা। তারা ই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

٤٢. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

৪৩। আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দিব, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; তখন তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে : তোমরা যে (ভাল) 'আমল করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে।

٤٣. وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ غِلٍّ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

সৎ আমলকারীদের গন্তব্য স্থল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হতভাগা ও পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন ভাগ্যবান ও সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারা ঐ লোকদের থেকে পৃথক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। এখানে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে যে, ঈমান ও আমল কোন কঠিন ব্যাপার নয়; বরং খুবই সহজ ব্যাপার। তাই ইরশাদ হচ্ছে, আমি যে শরঈ বিধান জারি করেছি এবং ঈমান ও সৎ আমল ফারয করেছি তা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। আমি কখনও কেহকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেইনা। এই লোকগুলিই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী। মু'মিনদের অন্তরে পারস্পরিক যা কিছু হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে তা আমি বের করে দিব। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)

থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মু’মিনরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী পুলের উপর আটক করা হবে। অতঃপর তাদের ঐসব অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা দুনিয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ অত্যাচার ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে যখন তাদের অন্তরকে পাক সাফ করা হবে তখন তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহর শপথ! তাদের কাছে তাদের জান্নাতের ঘর তাদের পার্শ্ব ঘর থেকে বেশি পরিচিত হবে। (ফাতহুল বারী ৫/১১৫) সুদী (রহঃ) বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীকে যখন জান্নাতের দিকে প্রেরণ করা হবে তখন তারা জান্নাতের পাশে একটা গাছ পাবে যার নিম্নদেশ দিয়ে দু’টি নির্বারিণী প্রবাহিত হতে থাকবে। একটা থেকে যখন তারা পানি পান করবে তখন তাদের অন্তরে যা কিছু হিংসা বিদ্বেষ ছিল সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে শরাবে তহুর বা পবিত্র মদ। আর অন্য বারণায় তারা গোসল করবে। তখন জান্নাতের সজীবতা ও প্রফুল্লতা তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। এরপর না তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে, না চোখে সুরমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।’ (তাবারী ১২/৪৩৯)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক জান্নাতী জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমার ঠিকানা এটাই হত। এ জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর প্রত্যেক জাহান্নামী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, হায়! যদি আল্লাহ আমাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন তাহলে এটাই আমার ঠিকানা হত। এভাবে দুঃখ ও আফসোস তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। (নাসাঈ ৬/৪৪৭) ঐ মু’মিনদেরকে যখন জান্নাতের জায়গাগুলি, যা জাহান্নামীদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা দেখিয়ে দিয়ে বলা হবে : এই জান্নাত হচ্ছে তোমাদের সৎকর্মের ফল স্বরূপ তোমাদের পুরস্কার। তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এটা সত্যি আল্লাহর রাহমাতই বটে। নিজেদের আমল অনুযায়ী আপন আপন ঠিকানা বানিয়ে নাও। আর এ সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর রাহমাতেরই কারণ।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের প্রত্যেকেই এ কথা জেনে রেখ যে, তার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে।’ তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি নয়?’

উত্তরে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, আমার আমলও নয়, যদি না আল্লাহর রাহমাত আমার উপর বর্ষিত হয়।' (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০)

৪৪। আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে : আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছ? তখন তারা বলবে : হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

۴۴. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۖ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

৪৫। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা পরকালকেও অস্বীকার করত।

۴۵. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ

জাহান্নামবাসীরা অনুতপ্তের পর অনুতপ্ত হতে থাকবে

জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে যাওয়ার পর উপহাসমূলকভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসী জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করে বলবে :

قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا

نَعَمْ আমাদের রাব্ব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তিনি সত্যরূপে

দেখিয়েছেন। তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ কি?' তারা বলবে, হ্যাঁ। যেমন মহান আল্লাহ সূরা সাফফাতে বলেন এবং তিনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন কাফিরের বন্ধু ছিল। ঐ মু'মিন ব্যক্তি যখন তার কাফির বন্ধুকে জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখবে তখন বলবে :

فَاطْلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ. قَالَ تَأَلَّهَ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. أَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

অতঃপর সে ঝুকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে : আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। আমাদেরতো আর মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা! (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৫৫-৫৯) মালাক তখন তাদেরকে বলবে :

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ : ১৪-১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহতদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'হে আবু জাহল ইব্ন হিশাম, হে উৎবা ইব্ন রাবীআ, হে শাইবা ইব্ন রাবীআ এবং অন্যান্য মৃত কুরাইশ নেতৃবর্গের নাম ধরে ধরে বলেছিলেন! আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে কি? আমার প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়ে গেছে।' ঐ সময় উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অথচ

তারাতো শুনতেই পায়না)?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন : 'আল্লাহর শপথ! তারা তোমাদের চেয়ে কম শুনতে পাচ্ছেনা, কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।' (মুসলিম ৩/২২০৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

فَإِذْ نَفُودٌ مُّؤَذَّنٌ مُّبِينٌ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে : যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ
এরা হচ্ছে এসব লোক যারা লোকদেরকে সরল সোজা পথে আসতে বাধা প্রদান করত। তারা জনগণকে নাবীগণের শারীয়াতের পথ থেকে ফিরিয়ে দিত, যাতে তারা বক্র পথে পরিচালিত হয় এবং তারা নাবীগণের অনুসরণ করতে না দেয়ার শপথ করত। তারা পরকালে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করত। এ জন্যই তারা কোন খারাপ কাজকে কিংবা কোন বিষয়ে মন্তব্য করার ব্যাপারে মোটেই পরওয়া করতনা। ফলে তারা কথায় ও কাজে নিকৃষ্টতম লোক। কেননা তাদের হিসাবের দিনের কোন ভয়ই নেই।

৪৬। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের ঊর্ধ্বস্থানে) কিছু লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক; তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা প্রবেশ করার আকাংখা করবে।

٤٦. وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا ۚ بِسِيمَاهُمْ ۖ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

৪৭। পরন্তু জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা)

٤٧. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ

বলবে : হে আমাদের রাক্ব!
আপনি আমাদেরকে যালিম
সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেননা।

تَلَقَّاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

আ'রাফবাসীদের বর্ণনা

জান্নাতবাসী যে জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করবে এটার বর্ণনা দেয়ার পর ইরশাদ হচ্ছে যে, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যভাগে একটা পর্দা থাকবে যা জাহান্নামীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فُضِّرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُدٍ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৩) ওটাই হচ্ছে আ'রাফ। এর সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আ'রাফের উপর কতকগুলো লোক থাকবে। (তাবারী ১২/২৪৯) সুদীর (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'ও দু'টির মাঝে একটি পর্দা রয়েছে অর্থাৎ দেয়াল রয়েছে।' (তাবারী ১২/২৪৯) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, اَعْرَافُ

শব্দটি হচ্ছে عَرَفُ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক উঁচু স্থানকেই عَرَفُ বলা হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'আল আরাফ' হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের প্রতিবন্ধক, যার দেয়াল রয়েছে এবং দরজাও রয়েছে। (তাবারী ১২/৪৫১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের সাওয়াব ও পাপ সমান সমান ছিল। পাপগুলো তাদের জান্নাতে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং সাওয়াবগুলি জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছে। এখন লোকগুলি সেই প্রাচীরের পাশেই অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার ফাইসালা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে।

সুদী (রহঃ) বলেন, 'আল-আরাফ' নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এর বাসিন্দাদের দেখে চেনা যাবে। হুজাইফা (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং সালফে সালিহীনদের অনেকে বলেছেন যে, আরাফের

অধিবাসী হচ্ছে তারা যাদের পাপ ও সাওয়াবের পাল্লা হবে সমান সমান। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজাইফাকে (রাঃ) আরাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আরাফবাসী হল ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা পাপের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বঞ্চিত হয়েছে, আবার কিছু সাওয়াব প্রাপ্তির কারণে জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পেয়েছে। ফলে তাদেরকে ঐ দেয়ালের মাঝে আটকে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারটি ফাইসালা করেন। (তাবারী ১২/৪৫৩)

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : 'আল্লাহর শপথ! এই লোভ ও আশা তাদের অন্তরে শুধু সেই দয়া ও অনুগ্রহের কারণে রয়েছে যা আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর যুক্ত রেখেছেন। (আবদুর রায়্যাক ২/২৩০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা যে আশা রাখবে তা আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞাত করেও দিয়েছেন। (তাবারী ১২/৪৬৫) তিনি বলেন :

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ তারা জাহান্নামবাসীদেরকে দেখে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অবস্থা থেকে রক্ষা করুন! যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আ'রাফবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের দিকে যখন তাকাবে তখন তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আ'রাফবাসীরা সাজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং বলবে : হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ওখানে স্থান দিওনা যেখানে তোমার অবাধ্যদের বাসিন্দা করেছে। (তাবারী ১২/৪৬৩)

৪৮।

আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে : তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে এলোনা।

٤٨. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ
رَجُلًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا
مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

৪৯। এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা।

٤٩. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই তিরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যা আ'রাফবাসীরা কিয়ামাতের দিন মুশরিক নেতৃবর্গকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দেখে করবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে :

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ আজকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে এলোনা এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার ও দুষ্টামি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনই উপকার করলনা। তোমরা আজ শাস্তির শিকার হয়ে গেলে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন : এই মুশরিকরাই আ'রাফবাসীদের সম্বন্ধে শপথ করে বলত যে, তারা কখনও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবেনা। আল্লাহ তা'আলা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন : যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিতও হবেনা। (তাবারী ১২/৪৬৯)

৫০। জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে : আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে : আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে

٥٠. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا

<p>দিয়েছেন।</p>	<p>رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ</p>
<p>৫১। তারা নিজেদের দীনকে কীড়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনভাবে ভুলে থাকব যেমনভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমনভাবে তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।</p>	<p>٥١. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَ وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنْسَلُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا مُجْحَدُونَ</p>

জাহান্নামবাসীদের জন্য জান্নাতের দরজা চিরতরে বন্ধ

জাহান্নামীদের লাঞ্ছনা এবং কিভাবে তারা জান্নাতবাসীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাইবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, জান্নাতীরা তাদেরকে কিছই দিবেনা। ইরশাদ হচ্ছে :

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنِ افْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ
 جাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে বলবে, তোমাদের খাদ্য ও পানীয়
 আমাদেরকেও কিছু প্রদান কর। সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) বলেন, পুত্র পিতার
 নিকট এবং ভাই ভাইয়ের নিকট চাইবে এবং বলবে, আমি জ্বলে পুড়ে পিপাসায়
 কাতর হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে অল্প কিছু পানি দাও। কিন্তু তারা এই
 জবাবই দিবে :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 'এ দু'টি জিনিস' বলতে পানি ও খাদ্যকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : কাফিরেরা দুনিয়ায় দীনকে খেল-তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ায় ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে! তারা আখিরাতের পণ্য ক্রয় করা থেকে উদাসীন রয়েছে! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا তেমনভাবে ভুলে থাকব যেমনভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলে যাওয়া শব্দটি পরস্পর আদান প্রদান ও বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা কখনও কেহকেও ভুলে থাকতে পারেননা। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন :

فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমার রাব্ব ভুল করেননা এবং বিস্মৃত হননা। (সূরা তা-হা, ২০ : ৫২) এখানে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাঁচটা ভাবের কথা বলা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৬৭) তিনি আরও বলেন :

كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

এ রূপেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমিতো ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (সূরা তা-হা, ২০ : ১২৬) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

আর বলা হবে : আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ৩৪) অন্যত্র তিনি বলেন :

فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করা ভুলে গেছেন, কিন্তু তাদেরকে শাস্তি দিতে ভুলেননি। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : আমিও তাদের ব্যাপারে বিস্মৃত হব যেমনভাবে তারা তাদের এ দিনের (বিচার দিবসের) কথা ভুলে গিয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আজকে আমি তাদেরকে আগুনের মধ্যে রেখে দিব। সুদী (রহঃ) বলেন, তারা তাদের বিচার দিবসের কথা ভুলে গিয়ে যেমন সৎ আমল করা পরিত্যাগ করেছিল, আমিও আজ তাদের ব্যাপারে আমার রাহমাতের বিষয়টি ভুলে গেলাম।

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বান্দাদেরকে বলবেন : 'আমি কি তোমাদেরকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দান করিনি এবং তোমাদেরকে কি সম্মানিত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি উট, ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করিনি? তোমরা কি দুনিয়ায় নেতৃত্ব পেয়েছিলেন?' বান্দা উত্তরে বলবে : 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সবকিছুই প্রদান করেছিলেন।' আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন : 'আমার সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এটা কি তোমাদের বিশ্বাস ছিল?' তারা বলবে : 'হে আল্লাহ! আমাদের এটার প্রতি বিশ্বাস ছিলনা।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন : 'তোমরা যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনি আজ আমি তোমাদেরকেও ভুলে গেলাম।' (মুসলিম ৪/২২৭৯)

৫২। আর আমি তাদের নিকট
এমন একটি কিতাব
পৌছিয়েছিলাম যাকে আমি স্বীয়
জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা
করেছিলাম এবং যা ছিল
মু'মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও
রাহমাতের প্রতীক।

৫২. وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ
فَصَّلَّنَّاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

৫৩। তারা কি এই অপেক্ষায়ই
আছে যে, এর বিষয় বস্তু প্রকাশ

৫৩. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

করা হোক? যেদিন এর বিষয় বস্তু প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে : বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, আর তারা যেসব মিথ্যা (মা'বুদ ও রসম রেওয়াজ) রচনা করেছিল, তাও তাদের হতে উধাও হয়ে যাবে।

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ
الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ
فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর দলীল পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ পাঠিয়েছিলেন। যেগুলির মধ্যে স্পষ্ট দলীলসমূহ বিদ্যমান ছিল। যেমন তিনি বলেন :

كَتَبَ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদী দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ : ১) আর তার উক্তি عَلِمَ عَلَى فَصَّلْنَاهُ অর্থাৎ যে যে

বিষয়গুলির উপর আমি আলোকপাত করেছি সেগুলি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ

তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১৬৬)

তারা আখিরাতে বিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই খবর দেয়ার পর এটা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়ে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তাদের সমুদয় ওয়রের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৫) এ জন্যই উপরোক্ত আয়াতে তিনি বলেছেন :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ অর্থাৎ তারাতো শুধু ঐ শাস্তির এবং জান্নাত বা জাহান্নামের অপেক্ষায় রয়েছে যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, تَأْوِيلٍ দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের শাস্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৪৭৯) ঐ সময় বিনিময় আদান প্রদান শেষ হয়ে যাবে। যখন কিয়ামাতের এই অবস্থা হবে তখন যেসব লোক দুনিয়ায় আমল পরিত্যাগ করেছিল তারা বলবে, আল্লাহর রাসূলগণতো সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন অথবা অন্ততঃ পক্ষে আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হবে? তাহলে আমরা আর আমাদের পূর্বের ঐ খারাপ আমল করবনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْتَوَّابِينَ. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে : হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের

রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তাই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৭-২৮) যেমন এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

নিঃসন্দেহে তারা **قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ** নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। এখনতো তাদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাসের সময় এসেছে। তাদের মূর্তি তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম নয়।

৫৪। নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্চেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়।

٥٤. **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ**

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলসমূহ আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও যমীনকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যার বর্ণনা কুরআন কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। ঐ ছয়দিন হচ্ছে রবিবার সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবারেই সমস্ত মাখলুক একত্রিত হয়। ঐ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলি এই দিনের মতই ছিল কি এক হাজার বছর বিশিষ্ট দিন ছিল এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা মতে দিনগুলি ছিল হাজার বছর বিশিষ্ট দিন। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি যাহ্যাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এখন থাকল শনিবার। ঐ দিন কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। ঐ দিন সৃষ্টিকাজ বন্ধ ছিল। এ কারণেই ঐ সপ্তম দিন অর্থাৎ শনিবারকে

يَوْمَ السَّبْتِ বলা হয়। আর سَبْت শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা' বা কর্তন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ তা'আলা শনিবার সৃষ্টি করেন যমীন, রবিবার সৃষ্টি করেন পাহাড়-পর্বত, সোমবার সৃষ্টি করেন বৃক্ষরাজী, মন্দ ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলি সৃষ্টি করেন মঙ্গলবার, বুধবার সৃষ্টি করেন আলো, সমস্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার এবং আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন শুক্রবারের শেষভাগে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।' (আহমাদ ২/৩২৭, মুসলিম ২১৪৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী এ হাদীসের সঠিকতার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্ভবতঃ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এটা কা'ব আহবার (রহঃ) থেকে শুনেই বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

'সমাসীন' হওয়ার অর্থ

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এই ছয় দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হন। এ বিষয়ে বহু মতামত পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সহীহ আমলকারী বিজ্ঞজ্ঞদের মতামত অবলম্বন করেছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক (রহঃ), আওয়ামী (রহঃ), শাউরী (রহঃ), লায়স ইব্ন সা'দ (রহঃ), শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ (রহঃ), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (রহঃ) এবং ইসলামের নবীন ও প্রবীণ গ্রহণযোগ্য মুসলিম ইমামগণ। আর ঐ

মতামত হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ওটাকে কোন খেয়াল বা সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে এবং কোন চুল-চেরা বিশ্লেষণ করা চলবেনা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরা, ৪২ : ১১) যেমন মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এদের মধ্যে নাজিম ইব্ন হাম্মাদ আল খুযায়ী ও (রহঃ) রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারীর (রহঃ) উস্তাদ। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোন মাখলূকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে কুফরীর দোষে দোষী হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ঐ সব গুণ সাব্যস্ত করে যা স্পষ্টরূপে তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং যদ্বারা তাঁর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে ও তাঁর সত্তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছে, সেই ব্যক্তিই সঠিক সিদ্ধান্তের উপর রয়েছে।

দিন ও রাত্রি আল্লাহরই নিদর্শন

ইরশাদ হচ্ছে : يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُا তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা এবং দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই দিন রাতের একটি অপরটিকে খুবই ত্বরিত গতিতে পেয়ে যায়। অর্থাৎ একটি শেষ হতে শুরু করলে অপরটি ত্বরিত গতিতে এসে পড়ে এবং একটি বিদায় নিলে অপরটি তৎক্ষণাৎ এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَيَّاهُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে,

এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সত্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৭-৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

سُورَ، چَآءِ يَطْلُبُهُ حَيْثَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
 لَا لَهُ الْخَلْقُ
 নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। এ জন্যই তিনি বলেন :
 জেনে রেখ যে, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই এবং হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনিই। رَبُّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ বিশ্বজাহানের রাব্ব আল্লাহ হচ্ছেন বারাকাতময়। যেমন তিনি বলেন :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬১) আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দু'আ করার সময় সবাই বলতেন :
 اللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
 أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

‘হে আল্লাহ! সমুদয় রাজ্য ও রাজত্ব আপনারই। সমুদয় প্রশংসা আপনারই জন্য। সমস্ত বিষয় আপনারই কাছে প্রত্যাভর্তন করে। আমি আপনার কাছে সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং সমুদয় অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।’

<p>৫৫। তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের রাব্বকে ডাকবে, তিনি সীমা লংঘন-কারীদেরকে ভালবাসেননা।</p>	<p>٥٥. اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ</p>
<p>৫৬। দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও</p>	<p>٥٦. وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ</p>

বিশৃংখলা সৃষ্টি করনা,
আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও
আশা আকাংখার সাথে ডাক,
নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাহমাত
সং কর্মশীলদের অতি
সন্নিহিতে।

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দীন ও দুনিয়ায় মুক্তি লাভের কারণ। তিনি বলেন :

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিন্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সঙ্কায় স্মরণ করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৫) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত : জনগণ উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের নাফসের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছনা। তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছ তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু শুনছেন।' (ফাতহুল বারী ১১/১৯১, মুসলিম ৪/২০৭৬) অত্যন্ত কাকুতি মিনতি এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দু'আ করতে হবে। খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা জানাতে হবে এবং আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা উচিত নয়। (তাবারী ১২/৪৮৫)

দু'আ করার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করা

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ আল খুরাসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রার্থনায় ও দু'আয় সীমালংঘনকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। (তাবারী ১২/৪৮৬) আবু

মুজলিয় (রহঃ) বলেন : 'নাবীগণের সমান মর্যাদা লাভ করার জন্য দু'আ করা, তোমাদের এ ধরনের দু'আ চাওয়া হল ধৃষ্টতা।' (তাবারী ১২/৪৮৬)

আবু নিআমাহ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে দেখেন যে, সে দু'আ করছে : 'হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকের সাদা প্রাসাদটি যাপ্ণ করছি।' তখন তিনি পুত্রকে বলেন : 'হে বৎস! আল্লাহর কাছে শুধু জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর এবং শুধু জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাও। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা পবিত্রতা অর্জন এবং দু'আ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে। (আহমাদ ৫/৫, ইব্ন মাজাহ ২/২১৭১, আবু দাউদ ১/৭৩) তারা এ হাদীসটিতে কোন ত্রুটি নেই বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম।

আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি : **وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ** দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার পরে ফাসাদ বিশৃংখলা অত্যন্ত খারাপ। কাজ-কারবার যখন শান্ত পরিবেশে চলতে থাকে তখন যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয় তাহলে বান্দা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ বিনয়ের সাথে দু'আ করতে বলেছেন। তিনি বলেন : **وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا** শান্তির ভয় করে এবং নি'আমাত ও সাওয়াবের আশা রেখে তোমরা প্রার্থনা কর। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহর রাহমাত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিগটে। অর্থাৎ তাঁর রাহমাত সৎ লোকদের জন্য রয়েছে। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে। যেমন তিনি বলেন :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬) মাতার আল ওয়াররাক (রহঃ) বলেন : আল্লাহর ওয়াদাকৃত

প্রতিদান পেতে হলে তিনি যা বলেছেন তা মেনে চল। তিনিতো বলেছেন যে, তাঁর দয়া/সাহায্য উত্তম আমলকারীর খুবই নিকটে। (ইবন আবী হাতিম ৫/১৫০১)

৫৭। সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি এই মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

৫৭. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ
الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

৫৮। আর উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব উৎকৃষ্ট ফসল ফলায়, আর যা নিকৃষ্ট ভূমি তাতে খুব কমই ফসল ফলে থাকে। এমনিভাবেই আমি কৃতজ্ঞ পরায়ণদের জন্য আমার আয়াত-সমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।

৫৮. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ
نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي
خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ
كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

বৃষ্টি বর্ষণ এবং গাছপালা সৃষ্টিও আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহই যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হুকুমের মালিক একমাত্র তিনিই এবং সবকিছুর পরিচালক শুধুমাত্র তিনিই, এগুলির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন আহারদাতা এবং মৃতকে কিয়ামাতের দিন তিনিই উত্থিত করবেন। বায়ুকে তিনিই প্রেরণ করেন যা বৃষ্টিপূর্ণ মেঘকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন :

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য, এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা রুম, ৩০ : ৪৬) তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥٓ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিইতো অভিভাবক, প্রশংসাহ। (সূরা শুরা, ৪২ : ২৮) অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

فَإَنْظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ تَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتِٓ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা রুম, ৩০ : ৫০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

يَحْيَىٰ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا নিয়ে আসে। অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা যমীনের নিকটবর্তী হয়। ইরশাদ হচ্ছে سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ এ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি এবং ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করে ওকে পরিতৃপ্ত করি। যেমন তিনি বলেন :

وَأَيُّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৩) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে :

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى

আমি যেমন যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর সঞ্জীবিত করি ও বিভিন্ন ফল-ফলাদী উৎপন্ন করি, তদ্রূপ দেহকেও মাটি হয়ে যাওয়ার পর কিয়ামাতের দিন জীবিত করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ হতেই থাকবে এবং মানবদেহ কাবর থেকে এমনভাবে উঠতে থাকবে যেমনভাবে ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে বহু রয়েছে যে, তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করবেন। এগুলি তিনি কিয়ামাত সংঘটনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ভাল ও উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব ভাল ফসল ফলায়। অর্থাৎ উত্তম ভূমিতে অতি সত্ত্বর ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন :

وَأَنْبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا

এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৭) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِي خَبَتْ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا

যা খারাপ ভূমি, তাতে কঠিনতা ছাড়া, ফাযল খুব কমই বয়ে আনে। মুজাহিদ (রহঃ), সিবাক (রহঃ) প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৪৯৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্ম সহকারে পাঠিয়েছেন ওর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুষলধারার বৃষ্টি, যা কোন যমীনে পড়েছে। সেই যমীনের এক অংশ উৎকৃষ্ট ছিল যা সেই বৃষ্টি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাজি জন্মিয়েছে। আর অপর একাংশ কঠিন (ও গভীর) ছিল যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকে রেখেছে, যদ্বারা আল্লাহ লোকের উপকার সাধন করেছেন। তারা তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তা দ্বারা কৃষিকাজ করেছে। আর কতক বৃষ্টি যমীনের এমন অংশে পড়েছে যা সমতল (ও কঠিন); ওটা পানি আটকিয়ে রাখেনা। অথবা (শোষণ করে) ঘাস পাতাও জন্মায়না। প্রথম যমীনের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যেটা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ওটা তার উপকার সাধন করেছে-সে শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে। শেষের যমীনের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে ব্যক্তি ওর (অর্থাৎ যা সহ আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন) দিকে মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহর যে হিদায়াত আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে তা কবুল করেনি।' (ফাতহুল বারী ১/২১১)

৫৯। আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

৫৯. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

৬০। তার সম্প্রদায়ের প্রধান ও নেতারা বলল : আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।

৬০. قَالَ أَلَمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৬১। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আমি কোন ভুল ভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই, বরং আমি সারা জাহানের রবের (প্রেরিত) একজন রাসূল।

৬১. قَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْٓ اَمْرٌ لَّكُمْ فَاَنْصَحْ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

৬২। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। তোমরা যা জাননা আমি তা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি।

৬২. اٰۤاٰلِیُّكُمْ رَسَلْتُ نَبِیِّ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারম্ভে আদম (আঃ) এবং তাঁর সম্পর্কীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এখন তিনি নাবীগণের ঘটনা বর্ণনা করছেন। নূহের (আঃ) ঘটনাই তিনি প্রথম শুরু করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম রাসূল যাকে আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন নূহ ইব্ন লামুক ইব্ন মাতুশালাখ ইব্ন খানুখ। খানুখের নামই ইদরীস। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লিখন রীতি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন বারাদ ইব্ন মাহলীল ইব্ন কানীন ইব্ন ইয়ানিশ ইব্ন শীস ইব্ন আদম (আঃ)। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য রিজাল শাস্ত্রবিদগণ এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও তাফসীরের পণ্ডিতগণ বলেন : মূর্তি পূজার সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, সৎ আমলকারী লোকগণ যখন মারা গেলেন তখন তাদের অনুসারীরা তাদের কাবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাদের ছবি তৈরী করে মাসজিদের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে ঐগুলি দেখে তাদের অবস্থা ও ইবাদাতকে স্মরণ করতে পারে। আর এর ফলে যেন নিজেদেরকে তাদের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল তখন ঐ ছবিগুলোর পরিবর্তে তাঁদের মূর্তি তৈরী করা হল। কিছুদিন পর তারা ঐ মূর্তিগুলোকে সম্মান দেখাতে লাগল এবং ওগুলোর ইবাদাত শুরু করে দিল। ঐ

সৎ আমলকারী লোকদের নামে তারা ঐ মূর্তিগুলোর নাম রাখল। যেমন ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। যখন এই মূর্তি পূজা বেড়ে চলল তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল নূহকে (আঃ) প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার হুকুম করেন। তিনি বলেন :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ হে আমার কাওম! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

তখন তাঁর কাওমের মধ্যকার প্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল : 'নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।' অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে এসব মূর্তির ইবাদাত করতে নিষেধ করছেন, অথচ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এর উপরই পেয়েছি। এ ব্যাপারেতো আমরা আপনাকে বড়ই পথভ্রষ্ট মনে করছি। বর্তমানের ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা সৎকর্মশীলদের উপর পথভ্রষ্টতার অপবাদ দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত : এরাইতো পথভ্রষ্ট। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ৩২)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ

لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ

মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে : এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে : এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১১) এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ

نُحُومَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমার জাতি! আমি কোন ভুলভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত নই। বরং আমি সারা জাহানের রবের প্রেরিত একজন রাসূল। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জাননা তা আমি আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি। রাসূলদের শান বা মাহাত্ম্য এটাই হয় যে, বাক্যালাপে নিপুণতা, বাগ্মী, উপদেষ্টা এবং প্রচারক হয়ে থাকেন। আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে অন্য কেহ এসব গুণে গুণাবিত হয়না। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আরাফার দিন (৯ যিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন : ‘হে লোকসকল! আমার ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে (অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছি কি-না তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে)। তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?’ তাঁরা সম্মুখে উত্তর করলেন : ‘আমরা সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি যে, আপনি যথাযথভাবে প্রচার কাজ চালিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।’ তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন। অতঃপর তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ‘হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।’ (মুসলিম ২/৮৯০)

৬৩। তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক ও হুশিয়ার করতে পারে, যেন তোমরা সাবধান হও এবং যেন আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে পার, হয়ত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে?

৬৩. أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৬৪। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফলে তাকে এবং তার

৬৪. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ

সাথে নৌকায় যারা ছিল
তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা
করলাম, আর যারা আমার
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন
করে অমান্য করেছিল,
তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম।
বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল
এক অন্ধ সম্প্রদায়।

وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
عَمِينَ

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে সম্বোধন করে বললেন : 'তোমরা কেন এতে বিব্রত হচ্ছ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই একজন লোকের উপর অহী প্রেরণ করেছেন। এটা তো তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ। সে তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছে, যেন তোমরা তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং শিরক করা থেকে বিরত থাক। এর ফলে হয়তো তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে।' কিন্তু নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ
নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আমার শাস্তি হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী। (সূরা নূহ, ৭১ : ২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা কেমন শাস্তি পেল, এই ঘটনায়

আল্লাহ এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, রাসূল ও মু'মিনগণ মুক্তি পেল। যেমন তিনি বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব। (সূরা গাফির, ৪০ : ৫১) বিজয় ও সফলতা সৎ লোকেরাই লাভ করবে, দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। যেমন তিনি নূহের (আঃ) কাওমকে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন এবং নূহ (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিলেন। ইব্ন অহাব (রহঃ) বলেন : 'ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, নূহের (আঃ) সাথে যারা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের মধ্যে 'জুরহুম' নামক একজন লোক ছিলেন যার ভাষা ছিল আরাবী।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন।

৬৫। 'আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে (নাবী রূপে) পাঠিয়েছিলাম। সে বলল : হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, তোমরা কি সাবধান হবেনা?

٦٥. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ

৬৬। তার জাতির নেতারা বলল : আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং আমরা তো তোমাকে নিশ্চিত রূপে মিথ্যাবাদী মনে করি।

٦٦. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرُوكَ
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ
مِنَ الْكَٰذِبِينَ

৬৭। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই,

٦٧. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي

<p>বরং আমি হলাম সারা জাহানের রবের মনোনীত রাসূল।</p>	<p>سَفَاهَةً وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ</p>
<p>৬৮। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংক্ষী</p>	<p>٦٨. أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ</p>
<p>৬৯। তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশসহ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশে তোমাদের কাছে এসেছে? তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের জ্বলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।</p>	<p>٦٩. أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَادْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p>

হুদ (আঃ) এবং 'আদ জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যেভাবে আমি নূহের কাওমের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম তেমনিভাবে হুদকে 'আদ সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। মুহাম্মাদ ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তারা 'আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন

আউস ইব্ন শাম ইব্ন নূহের বংশধর ছিল। আমি বলছি, এরা হল পূর্ব যুগের আদ জাতি যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা 'বানী আদ' বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বড় বড় অট্টালিকায় বসবাস করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (সূরা ফাজর, ৮৯ : ৬-৮) এটা ছিল তাদের ভীষণ দৈহিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত : আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৫)

‘আদ জাতির বাসস্থান

তাদের বাসভূমি ছিল ইয়ামান দেশের আহ্কাফ নামক জায়গায়। তারা ছিল মরণ্যচরী ও পাহাড়ী লোক। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু তুফাইল আমীর ইব্ন ওয়াসীলা (রহঃ) বলেন যে, আলী (রাঃ) হাযরা মাউতের একজন অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তুমি কি হাযরা মাউতের সরযমীনে এমন কোন পাহাড় দেখেছ যার মাটি লাল বর্ণের? সেই পাহাড়ের অমুক অমুক ধারে কুল (বরই) ও বহু পীলু গাছ রয়েছে?’ লোকটি উত্তরে বলল : ‘হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি এমনভাবে বললেন, যেন আপনি স্বচক্ষে

দেখেছেন।' তিনি বললেন : 'আমি স্বচক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু এরূপ হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে।' লোকটি বলল : 'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে শুনেছেন?' তিনি উত্তরে বললেন : 'সেখানে হুদের (আঃ) সমাধি রয়েছে।' (তাবারী ১২/৫০৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা এটা জানা গেল যে, 'আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ইয়ামানেই ছিল। হুদ (আঃ) সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। হুদ (আঃ) তাঁর কাওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। সমস্ত রাসূলই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। হুদের (আঃ) কাওম দৈহিক ও অবয়বের দিক দিয়ে যেমন ছিল কঠিন তেমনই তাদের অন্তরও ছিল অত্যন্ত কঠিন। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে তারা অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের অগ্রগামী ছিল। এ কারণেই হুদ (আঃ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান।

হুদ (আঃ) এবং তাঁর জাতির সাথে তর্ক-বিতর্ক

কিন্তু তাঁর সেই কাফির দলটি তাঁকে বলে : **إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا** হে হুদ! আমরা তোমাকে বড়ই নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট দেখছি, তুমি আমাদেরকে মূর্তি/প্রতিমা পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের পরামর্শ দিচ্ছ! যেমন কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরূপ দা'ওয়াতের উপর বিস্ময় বোধ করে বলেছিল :

أَجَعَلَ آلِهَةَ إِلَهِهَا وَاحِدًا

সে কি অনেক মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? (সূরা সা'দ, ৩৮ : ৫) মোট কথা, হুদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

হে **قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ** লোকসকল! আমার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সারা জাহানের রাসূল আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহর **أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ** আমি আল্লাহর নিকট হতে সত্য বাণী নিয়ে এসেছি। সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁরই বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সঠিক অর্থে আমি তোমাদের

হিতাকাজী। এটা হচ্ছে ঐ গুণ যে গুণে রাসূলগণ ভূষিত থাকেন। অর্থাৎ সদুপদেশদাতা ও আমানাতদার। তিনি আরও বলেন :

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এসেছে? অর্থাৎ তোমাদের এতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, বরং তোমাদের এ জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি সেই কাওমকেই ধ্বংস করেছেন যারা তাদের রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তোমাদের এ জন্যও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি দৈহিক শক্তি প্রদান করেছেন।

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৭) ইরশাদ হচ্ছে :

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

স্মরণ কর। অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর যে নি'আমাত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সেগুলির কথা স্মরণ করে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হবে।

৭০। তারা বলল : তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যাদের পূজা করত তাদেরকে বর্জন করি? তুমি তোমার কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শান্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।

۷۰. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ

وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

ءِ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ

৭১। সে বলল : তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে আছে। তোমরা কি আমার সাথে এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে বিতর্ক করছ যার নামকরণ করেছে তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা, আর যে বিষয়ে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা (শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

۷۱. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ

৭২। অতঃপর আমি তাকে (হুদকে) এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিলনা তাদের মূলোৎপাটন করলাম।

۷۲. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ

কাফিরেরা হুদের (আঃ) সাথে কিরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল তারই বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলেছিল : هَذَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ : হে হুদ! আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে ছেড়ে আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এ জন্যই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ! কাফির কুরাইশরা বলেছিল :

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا فَاهْبِطْ عَلَيْنَا
حِجَابَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল : হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, হুদের (আঃ) কাওম মূর্তিসমূহের পূজা করত। একটি মূর্তির নাম ছিল 'সুদা', একটির নাম ছিল 'ছামূদ' এবং একটির নাম ছিল 'হাবা'! এ জন্যই হুদ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন :

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ তোমাদের এ কথা বলার কারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর গযব ওয়াজিব হয়ে গেছে। হুদ (আঃ) বলেন :
أَتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ তোমরা কি আমার সাথে এমন সব মূর্তির ব্যাপার নিয়ে বাগড়ায় লিপ্ত হচ্ছ যেগুলোর নাম তোমরা নিজেরা রেখেছ অথবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এসব মূর্তিতো তোমাদের কোন লাভও করাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতিও করতে পারেনা। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলোর ইবাদাত করার কোন সনদও দেননি এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। যদি কথা এটাই হয় তাহলে ঠিক আছে, তোমরা শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।'

‘আদ জাতির পরিসমাপ্তি

এর পরই ইরশাদ হচ্ছে : فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ আমি হুদকে এবং তার অনুসারী সঙ্গী সাথীদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু যারা তার উপর ঈমান আনেনি এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল আমি তাদের মূলোৎপাটন করলাম। ‘আদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা কুরআন মাজীদে অন্য জায়গায় এরূপ বর্ণিত আছে : ‘তাদের উপর আমি এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করলাম এবং যাদের উপর দিয়ে ওটা বয়ে গেল তাদের সবাইকেই তখনই ধ্বংস করে দিল।’ যেমন অন্য একটি আয়াতে আছে :

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
وَتَمْنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ خَلٍ خَاوِيَةٍ.
فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ

আর 'আদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ৬-৮) তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের উপর এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবর্তী প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। ঐ বায়ু তাদেরকে আকাশে নিয়ে উড়ছিল এবং পরে মাথার ভরে যমীনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিল। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ خَلٍ خَاوِيَةٍ

তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে পেতে যে, তারা লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ৭) মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো ইয়ামানে আম্মান ও হযরা মাউতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তাছাড়া তারা সারা দুনিয়ায় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা শক্তির দাপটে জনগণের উপর অত্যাচার চালাত। তারা মূর্তিপূজা করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হৃদকে (আঃ) পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সাথে কেহকেও শরীক না করে। আর তারা যেন লোকদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে, 'আমাদের অপেক্ষা বড় শক্তিশালী আর কে আছে?' অন্যান্য লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে। হুদের (আঃ) প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। যখন 'আদ সম্প্রদায় এরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও

বিশংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে, আর বিনা প্রয়োজনে বড় বড় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে, তখন হুদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১২৮-১৩১)
তারা তখন তাঁকে বলল :

يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَاكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوءٍ

হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। আমাদের কথাতো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ : ৫৩-৫৪) অর্থাৎ তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে।

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

সে বলল : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাক্ব এবং তোমাদেরও রাক্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাক্ব সরল পথে অবস্থিত। (সূরা হুদ, ১১ : ৫৪-৫৬)

‘আদ জাতির গুণ্ডচরগিরীর ঘটনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হারস আল বাকরী (রাঃ) বলেছেন : আমি আ'লা ইব্ন হাযরামীর অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম। আমি যখন রাবযাহ কাওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় বানী তামীম গোত্রের এক মহিলা যে তার গোত্র থেকে দলছুট হয়ে একা পড়ে গিয়েছিল, আমাকে বলল : ‘হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর কাছে আমার কিছু চাওয়ার রয়েছে।’ আমি তখন তাকে আমার উটের উপর বসিয়ে নিয়ে মাদীনায় পৌঁছলাম। মাসজিদ লোকে পরিপূর্ণ ছিল এবং একটি কালো পতাকা উত্তোলিত ছিল। বিলাল (রাঃ) স্বীয় তরবারী লটকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকগুলির জমায়েত হওয়ার কারণ কি? উত্তর হল : ‘আমর ইব্ন আসের (রাঃ) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হচ্ছে।’ আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে সালাম জানালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার ও তামীম গোত্রের মধ্যে কি কোন মনোমালিন্য আছে? আমি উত্তরে বললাম : হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে। যখন আমি আপনার নিকট আসছিলাম, এমতাবস্থায় পথে বানী তামীম গোত্রের এক বুড়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে আমাকে বলে, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।’ সে দরজায়ই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে নিলেন। সে এসে পড়লে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ও বানী তামীমের মধ্যে আড়াল করে দিন। এ কথা শুনে বানী তামীম গোত্রের ঐ বুড়ীটি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে এই নিরাশ্রয়া কোথায় আশ্রয় নিবে?’ আমি তখন বললাম, আমার এ দৃষ্টান্ততো হচ্ছে ‘বকরী নিজেই নিজের মৃত্যুকে টেনে আনল’ এই প্রবাদ বাক্যের মতই। আমি এই বুড়ীকে নিজের সোয়ারীর উপর চড়িয়ে আনলাম। আমি কি জানতাম যে, সেই আমার শত্রুরূপে সাব্যস্ত হবে! আমি

‘আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়ে যাই এবং এর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ঘটনাটি কি?” অথচ তিনি এটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন। কিন্তু তিনি এটা আমার নিকট থেকে শুনতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং আমি বলতে লাগলাম, ‘আদ সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিল। তাই তারা একটি প্রতিনিধি দল মাক্কায় প্রেরণ করে। তাদের নেতা ছিল কায়েল নামক একটি লোক। তারা মাক্কায় গিয়ে মুআবিয়া ইব্ন বাকরের নিকট এক মাসকাল অবস্থান করে। মুয়াবিয়া ইব্ন বাকর তাদের জন্য মদ পানের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া তারা দু’টি মহিলা প্রেরণ করে যারা তাদেরকে গান শোনাতে থাকে। অতঃপর তাদের নেতা কায়েল ‘মুহরাহ’ পাহাড়ে গমন করে এবং প্রার্থনা জানিয়ে বলে : ‘হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে আমরা কোন রোগীর রোগ মুক্তির দু‘আর জন্য আসিনি বা কোন বন্দীর মুক্তিপণের জন্য প্রার্থনা করছি। বরং আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি ‘আদ সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।’ তখন আল্লাহর হুকুমে তিন খণ্ড কালো মেঘ প্রকাশিত হল। দৈব বাণী হল : ‘যে কোন একখণ্ড মেঘ গ্রহণ কর।’ সে কোন এক কালো মেঘ খণ্ড পছন্দ করল। পুনরায় শব্দ এলো, ‘তুমিতো ছাই পাবে।’ ‘আদ সম্প্রদায়ের একটি প্রাণীও রক্ষা পাবেনা, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা একটা প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। সেই বায়ু ছিল বায়ু ভাঙারের মধ্যে যেন আমার আংটির বৃত্তের সমপরিমাণ। তাতে সমস্ত ‘আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। এখন আরাবের লোকেরা কোন প্রতিনিধি দল পাঠালে প্রবাদ বাক্য হিসাবে বলে থাকে : আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়োনা। (আহমাদ ৩/৪৮২, তিরমিযী ৯/১৬১, নাসাঈ ৫/১৮১, ইব্ন মাজাহ ২/৯৪১)

৭৩। আর আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের রবের

۷۳. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ

পক্ষ হতে এক স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছে, এটি আল্লাহর উদ্বী - তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ। তোমরা একে ছেড়ে দাও - আল্লাহর যমীনে চরে খাবে, ওকে খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করনা, (কেহ কোন কষ্ট দিলে) এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ
وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابُ أَلِيمٌ

৭৪। তোমরা স্মরণ কর সেই বিষয়টি যখন তিনি 'আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে আবাস গৃহ নির্মাণ করেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিওনা।

٧٤. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

৭৫। তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বলল : তোমরা কি বিশ্বাস কর

٧٥. قَالَ أَلَمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ

যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক
 প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে
 বলল : নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ
 সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা
 বিশ্বাস করি।

لِّلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ
 مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ
 صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ؕ قَالُوا
 اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

৭৬। দাভিকরা বলল :
 তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা
 তা বিশ্বাস করিনা।

৭৬. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 اِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ
 كَفِرُونَ

৭৭। অতঃপর তারা সেই
 উল্লীটিকে মেরে ফেলল এবং
 গর্ব ও দাভিকতার সাথে
 তাদের রবের নির্দেশের
 বিরোদ্ধাচরণ করল এবং বলল
 : হে সালিহ! তুমি সত্য রাসূল
 হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে
 শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা
 আনয়ন কর।

৭৭. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ
 اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَصْلِحُ اٰتِنَا
 بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ
 الْمُرْسَلِينَ

৭৮। সুতরাং ভূমিকম্প
 তাদেরকে গ্রাস করল, ফলে
 তারা নিজেদের গৃহের মধ্যেই
 নতজানু হয়ে পড়ে রইল।

৭৮. فَاخَذَتْهُمْ اَلرَّجْفَةُ
 فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثَمِينَ

ছামূদ জাতির বিবরণ

বিভিন্ন তাফসীরকারক এবং রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মতে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়েছে ছামূদ ইব্ন আসির ইব্ন ইরাম ইব্ন শাম ইব্ন নূহ থেকে এবং তিনি হলেন যাদিস ইব্ন আসিরের ভাই। অনুরূপভাবে 'তাসম' গোত্রেরও উদ্ভব হয়েছে। তারা সবাই প্রাচীন আরাবের অধিবাসী ছিলেন এবং সবারই বসবাস ছিল ইবরাহীমের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে। 'আদ জাতির পরে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়েছিল। হিজরী নবম সনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পথিমধ্যে তাদের আবাসভূমি ও ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ তাঁর সামনে পড়ে যায়। ইব্ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, হিজর নামক একটি জায়গা ছিল তাদের আবাসভূমি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখানে অবস্থান করলে তাঁরা ঐসব ঝর্ণা হতে পানি নেন যে পানি ছামূদ সম্প্রদায় ব্যবহার করত। সাহাবীগণ ঐ পানি দ্বারা আটা মাখেন এবং তা হাঁড়িতে রাখলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাঁড়িগুলি যেন উল্টে ফেলা হয় এবং আটাগুলি উটকে খাইয়ে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে শান্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন : 'আমি ভয় করছি যে, না জানি তোমরাও ঐ শান্তিতে পতিত হও যে শান্তিতে ছামূদ সম্প্রদায় পতিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ করনা।' (আহমাদ ২/১১৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হিজরে' অবস্থানকালে বলেছিলেন : 'তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থায়ই এসব শান্তিপ্রাপ্ত কাওমের পাশ দিয়ে গমন করনা। যদি তোমরা ক্রন্দনকারী না হও তাহলে তাদের এলাকায় প্রবেশ করনা, নতুবা তাদের প্রতি যে শান্তি পৌঁছেছিল তা তোমাদের উপরও পৌঁছে যাবে।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৬/৪৩৬, মুসলিম ৪/২২৮৬)

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতির ঘটনা

ইরশাদ হচ্ছে, আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম। অন্যান্য সমস্ত নাবী-রাসূলগণের মত তিনিও জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন :

هَذَا قَوْمٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هَذَا قَوْمٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ

হে আমার কাওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। সমস্ত রাসূল তাঁরই ইবাদাতের দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৫) তিনি আরও বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬)

হামুদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড় ফেটে উঠের আবির্ভাব

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۚ

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এসে গেছে এবং সেই নিদর্শন হচ্ছে উষ্ট্রীটি।

লোকেরা স্বয়ং সালিহর (আঃ) কাছে এই দাবী জানিয়েছিল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মু'জিয়া প্রদর্শন করেন এবং তারা তাঁর কাছে এই আবেদন পেশ করে যে, তিনি যেন তাদের বাতলানো বিশেষ একটা কংকরময় ভূমি হতে একটি উষ্ট্রী বের করে আনেন। ঐ কংকরময় ভূমি ছিল হিজর নামক স্থানের এক দিকে একটি নির্জন পাথুরে ভূমি। ওটার নাম ছিল 'কাতিবাহ'। উষ্ট্রীটি গর্ভবতীও হতে হবে। সালিহ (আঃ) তাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের আবেদন কবুল করেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর কথার উপর তারা অবশ্যই আমল করবে। এই অঙ্গীকার গ্রহণ ও ভয় প্রদর্শনের পর্ব শেষ হলে সালিহ (আঃ) প্রার্থনার জন্য দাঁড়ালেন। প্রার্থনা করা

মাত্রই সেই কংকরময় ভূমি নড়ে উঠল। তা ফেটে গেলে ওর মধ্য হতে এমন একটি উষ্ট্রী বেরিয়ে পড়ল যা গর্ভবতী হওয়ার কারণে চলার সময় এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে ঐ কাফিরদের নেতা জুনদু ইব্ন আমর এবং তার অধীনস্থ কিছু লোক ঈমান আনল। এরপর ছামূদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করলে যাওয়াব ইব্ন আমর ইব্ন লাবিব, হাব্বাব পূজারী এবং রাব্বাব ইব্ন সুমার ইব্ন যিলহিস তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখল। শিহাব ইব্ন খালিফা ইব্ন মিখলাত ইব্ন লাবিদ ইব্ন যাওয়াস নামক জুনদু ইব্ন আমরের এক চাচাতো ভাই, যে ছামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিল এবং সে ঈমান আনার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঐ লোকদের কথায় ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে।

উষ্ট্রীটির একটি বাচ্চা হল এবং কিছুকাল ওটা ঐ কাওমের মধ্যেই অবস্থান করছিল। একটি ঝর্ণা হতে ওটা একদিন পানি পান করত এবং পরদিন পানি পান করা হতে বিরত থাকত, যাতে অন্যান্য লোক এবং তাদের জীবজন্তুগুলি তা থেকে পানি পান করতে পারে। যেদিন লোকেরা কূপ থেকে পানি পান করতনা সেদিন তারা উষ্ট্রীটির দুধ পান করত এবং ইচ্ছামত ঐ দুধ দ্বারা তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করত। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে। (সূরা কামার, ৫৪ : ২৮)

هَذِهِ نَافَةٌ هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৫৫)

ঐ উপত্যকায় উষ্ট্রীটি চড়ে বেরাবার জন্য এক পথ দিয়ে যেত এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসত। ওকে অত্যন্ত চাকচিক্যময় দেখাত। ওটা অন্যান্য গৃহপালিত পশুগুলির পাশ দিয়ে গমন করলে ওরা ভয়ে পালিয়ে যেত। এভাবে কিছুকাল কেটে গেল এবং ঐ কাওমের ঔদ্ধত্যপনা বৃদ্ধি পেল। এমন কি তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল, যেন তারা প্রতিদিনই পানি পান করতে পারে। সুতরাং ঐ কাফিরের দল সর্বসম্মতিক্রমে ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছিল তার কাছে সবাই গিয়েছিল, এমন কি মহিলারা এবং শিশুরাও। তাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল তার দ্বারা ওকে হত্যা করা। (তাবারী ১২/৫৩৭) তারা সমস্ত দলই যে এতে অংশ নিয়েছিল তা নিম্নের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا

কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর ঐ উষ্ট্রিকে কেটে ফেলল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাব্ব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন। (সূরা শামস, ৯১ : ১৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا

আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামুদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুলুম করেছিল। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৯) মোট কথা, এই উষ্ট্রী হত্যার সম্পর্ক সমস্ত দলের সাথেই লাগানো হয়েছে যে, তারা সবাই এই কাজে শরীক ছিল।

অতঃপর ছামুদরা উটকে হত্যা করল

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক আলেমগণ বর্ণনা করেছেন : উষ্ট্রীটির হত্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে উম্মু গানম উনাইযাহ নামে এক বৃদ্ধা কাফির মহিলা ছিল। সে ছিল গানম ইব্ন মিজলায এর মেয়ে। ছামুদ জাতির সাথে সালিহর (আঃ) সাথে অত্যন্ত শত্রুতা ছিল। তার ছিল কয়েকটি সুন্দরী কন্যা। ধন-দৌলতেরও সে অধিকারিণী ছিল। তার স্বামীর নাম ছিল যাওয়াব ইব্ন আমর। সে ছিল ছামুদ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় লোক। সাদাফ বিন্ত মাহয়িয়া ইব্ন দাহর ইব্ন মুহইয়া নাম্নী আর একজন মহিলা ছিল। সেও ছিল ধন-সম্পদ ও বংশগরিমার অধিকারিণী। সে ছামুদ সম্প্রদায়ের একজন মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রী ছিল এবং স্বামীকে সে পরিত্যাগ করেছিল। উষ্ট্রীর হত্যাকারীর সাথে তারা উভয়ে অঙ্গীকার করেছিল। ঐ সাদাফ হাবাব নামক একটি লোককে বলেছিল যে, যদি সে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে তাহলে সে তারই হয়ে যাবে। হাবাব তা অস্বীকার করে। তখন সে তার চাচাতো ভাই মিসদা ইব্ন মাহ্রাজকে বললে সে তা স্বীকার করে। উনাইযাহ বিন্ত গানাম কাদার ইব্ন সালিফকে আহ্বান করে। সে ছিল লাল-নীলচে বর্ণের বেঁটে গঠনের লোক। জনগণ তাকে যারজ সন্ত

ান বলে ধারণা করত এবং তাকে তার পিতা সালিফের সন্তান মনে করতনা। সে প্রকৃতপক্ষে যার পুত্র ছিল তার নাম ছিল সাহুইয়াদ। অথচ সেই সময় তার মা সালিফের স্ত্রী ছিল। এই মহিলাটি উষ্ট্রীর হস্তাকে বলেছিল, 'তুমি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেল। এর বিনিময়ে তুমি তোমার ইচ্ছামত আমার যে কোন কন্যাকে বিয়ে করতে পার।' সুতরাং মিসদা ইব্ন মাহরাজ ও কাদার ইব্ন সালিফ উভয়ে মিলে ছামূদ সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের সাথে ষড়যন্ত্র করল এবং সাত ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দিল। এভাবে তাদের মোট সংখ্যা হল নয়জন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা। (সূরা নামল, ২৭ : ৪৮)

আর ওরাই ছিল কাওমের নেতৃস্থানীয় লোক। ঐ কাফিরেরা অন্যান্য কাফির গোত্রের লোকদেরকেও তাদের সাথে নিয়ে নিল। তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল এবং উষ্ট্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। উষ্ট্রীটি পানি পান করে ফিরে আসার সময় কাদার ওর পথে একটা কংকরময় ভূমির আড়ালে গুঁৎ পেতে বসে থাকল। আর মিসদা বসল অন্য একটি পাহাড়ের আড়ালে। উষ্ট্রীটি মিসদার পাশ দিয়ে গমন করা মাত্রই সে ওর পায়ের গোছায় একটা তীর মেরে দিল। গানামের কন্যা বেরিয়ে পড়ল এবং তার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে ঐ দলের লোকদের সামনে হাযির করল। এভাবে সে তার পরমা সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য প্রকাশ করল। কাদার তখন তার সাথে মিলনের নেশায় উত্তেজিত হয়ে উষ্ট্রীটিকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। সাথে সাথে উষ্ট্রীটি মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে স্বীয় বাচ্চাকে এক নয়র দেখে নিল এবং ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। ঐ চীৎকার দ্বারা ও যেন স্বীয় বাচ্চাকে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। তারপর ওর হস্তা ওর বক্ষের উপর বর্শা মেরে দিল এবং এরপর ওর গলা কেটে ফেলল। ওর বাচ্চাটি একটি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল এবং চুড়ায় উঠে জোরে একটা চীৎকার ছাড়ল। (তাবারী ১২/৫৩১) আবদুর রায্যাক, মা'মার থেকে বর্ণনা করেন যে, কেহ কেহ বলেন যে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, সে যেন বলল : 'হে আমার রাক্ব! আমার মা কোথায়?' কথিত আছে যে, বাচ্চাটি ঐভাবে তিনবার

চীৎকার করেছিল। তারপর সে ঐ পাথুরে ভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এটাও কথিত আছে যে, লোকেরা ওর পশ্চাদ্ধাবন করে ওকেও হত্যা করে ফেলেছিল। (আবদুর রায্যাক ২/২৩১) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন।

সালিহ (আঃ) এ সংবাদ পেয়ে বধ্যভূমিতে গমন করেন। সেখানে জনগণের সমাগম ঘটেছিল। তিনি উষ্ট্রীটিকে দেখে কাঁদতে শুরু করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও। (সূরা হুদ, ১১ : ৬৫)

ছামূদ সম্প্রদায়ের খারাপ লোকেরা সালিহকে (আঃ) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেন

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনাটি বুধবার সংঘটিত হয়েছিল। রাত হলে ঐ নয় ব্যক্তি সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার সংকল্প করে এবং পরামর্শক্রমে বলে, 'যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তিন দিন পর আমরা ধ্বংস হয়ে যাই তাহলে আমাদের পূর্বে একেই হত্যা করে দিই না কেন? আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে আমরা তার উষ্ট্রীর কাছেই কেন পাঠিয়ে দিবনা?' আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَهُمْ

لَا يَشْعُرُونَ

তারা বলল : তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব : তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল, ২৭ : ৪৯-৫০) যখন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং একমত হয়ে রাতে আল্লাহর নাবীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে এলো তখন আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং ঐ নয় জনের মাথা চুরমার হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার

ছিল অবকাশের প্রথম দিন। ঐ দিন আল্লাহর কুদরাতে তাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করল, যেমন নাবী (আঃ) তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার তাদের মুখমন্ডল লাল বর্ণের হয়ে গেল। তৃতীয় দিন শনিবার ছিল পার্থিব ফাইদা লাভের শেষ দিন। ঐ দিন সকলের চেহারা কালো হয়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার। ঐ লোকগুলো সুগন্ধি মেখে শাস্তির অপেক্ষা করছিল যে, তাদের উপর সেটা কি আকারে আসবে! সূর্য উদিত হল এবং আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ বেরিয়ে এলো। পায়ের নীচ থেকে এক কঠিন ভূমিকম্প শুরু হল। সাথে সাথে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। **فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ** সকলের লাশ নিজ নিজ ঘরে পড়ে থাকল। ছোট, বড়, নারী, পুরুষ কেহই বেঁচে রইলনা। (তাবারী ১২/৫৩৪)

ছামূদ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সালিহ (আঃ) এবং তাঁর উম্মাতগণ ছাড়া আর কেহই রক্ষা পায়নি। ঐ কাওমের মধ্যে আবু রাগাল নামক একটি লোক ছিল। শাস্তির সময় সে মাক্কায় অবস্থান করছিল বলে ঐ সময় সে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। কিন্তু কোন এক প্রয়োজনে যখন সে পবিত্র এলাকার বাইরে বের হল তখন আকাশ থেকে একটা পাথর তার উপর পতিত হল এবং তাতেই সে মারা গেল। কথিত আছে যে, এই আবু রাগাল তায়েফে বসবাসকারী সাকীফ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল। আবদুর রায্যাক (রহঃ), মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল ইবন উমাইয়াহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু রাগালের কাবরের পাশ দিয়ে গমনের সময় বলেন : 'এই কাবরটি কার তা কি তোমরা জান? তারা বললেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে ছামূদ সম্প্রদায়ের আবু রাগাল নামক এক ব্যক্তির কাবর যে হারাম এলাকায় অবস্থান করছিল। হারাম তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিল। হারাম থেকে বের হওয়া মাত্রই সে শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং এখানে সমাধিস্থ হয়। তার সাথে তার সোনার ছড়িটিও এখানে প্রোথিত রয়েছে।' জনগণ তখন তরবারী দ্বারা তার কাবরটি খনন করে ঐ ছড়িটি বের করে নেয়। (আবদুর রায্যাক ২/২৩২)

৭৯। সালিহ এ কথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেল : হে আমার সম্প্রদায়!

۷۹. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي

আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতৈষী বন্ধুদেরকে পছন্দ করনা।

وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ

সালিহর (আঃ) কাওম যে তাঁর বিরোধিতা করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল, তাই তিনি সেই মৃত দেহকে সম্বোধন করে ধমকাচ্ছেন। তারা যেন শুনতে পাচ্ছে। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বদর যুদ্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হলেন তখন তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর শেষ দিন রাতে বিদায়ের প্রাক্কালে কালীবে বদরের (বদরের গর্তের) পাশে দাঁড়িয়ে যান। কুরাইশ কাফিরদেরকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তিনি দাফনকৃত ব্যক্তিদেরকে নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে বলেন : ‘হে আবু জাহল ইবন হিশাম! হে উত্বা! হে শাইবা! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি রবের ওয়াদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছ? আমি আমার রবের ওয়াদা সদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছি।’ এ কথা শুনে উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন মৃতদের সাথে কথা বলছেন যারা মরে পচে গেছে?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘আল্লাহর শপথ! আপনারা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাননা। অবশ্যই তারা শোনে, তবে উত্তর দিতে পারেনা।’ (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১, মুসলিম ৭/২২০৪) অনুরূপভাবে সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে সম্বোধন করে বলেন :

وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা সত্য কথাকে পছন্দই করতেনা। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই উপদেশ তোমাদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় হয়নি।

৮০। আর আমি লুতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার কাওমকে বলেছিল : তোমরা এমন অশ্লীল ও কু-কর্ম করছ

۸۰. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

<p>৮১। তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ। প্রকৃত পক্ষে, তোমরা হচ্ছে সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।</p>	<p>۸۱. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ</p>
---	---

লূত (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়

‘ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য যখন আমি (আল্লাহ) লূতকে নাবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার কাওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল।’ লূত (আঃ) ছিলেন লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযর। তিনি ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তিনিও ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাথে সিরিয়ার দিকে হিজরাত করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে আহলে সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সেই সময় পর্যন্ত তারা ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। (তাবারী ১২/৫৪৮) তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্য আসত। এ কাজের কল্পনা কারও মনে জাগ্রতও হয়নি এবং বানী আদম এ কাজে কখনও জড়িত হয়নি। সুতরাং লূত (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন :

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছ যে কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেহই করেনি। তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষ লোকদের কাছে আসছ এবং তাদের দ্বারা নিজেদের যৌনক্রিয়া নিবারণ করে নিচ্ছ? বাস্তবিকই এটা তোমাদের সীমালংঘন এবং বড় রকমের অজ্ঞতাই বটে! যে জিনিসের যেটা স্থান নয় তোমরা ওকে ওরই স্থান বানিয়ে নিচ্ছ। এরপর অন্য আয়াতে লূত (আঃ) বলেন :

هٰتُوْلَآءِ بَنَاتِيْ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ

একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।
(সূরা হিজর, ১৫ : ৭১) তারা বলল :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِيْ بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَّ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ

তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা ইউনুস, ১১ : ৭৯)

৮২। তার জাতির লোকদের
এটা ছাড়া আর কোন
জবাবই ছিলনা যে, এদের
তোমাদের জনপদ থেকে
বের করে দাও, এরা
নিজেদেরকে বড় পবিত্র
রাখতে চায়।

۸۲. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۙ
اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْۙ اِنَّهُمْ۬مۙ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

লূতের (আঃ) কথার জবাবে তারা পরস্পর বলাবলি করে, **اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ** তোমরা লূতকে (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও। কিন্তু মহান আল্লাহ লূতকে (আঃ) সেখান থেকে নিরাপদে বের করে আনেন এবং কাফিরদেরকে অপমানের মৃত্যু দান করেন।

اِنَّهُمْ۬مۙ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) কাওম তাঁদেরকে দোষ ছাড়াই দোষী করে। (তাবারী ১২/৫৫০) অথবা ভাবার্থ এই যে, (লূতের (আঃ) কাওম তাঁকে এবং তাঁর সাথের মু'মিনদের ব্যাপারে এ উক্তি করেছিল) তারা পুরুষদের গুহ্যদ্বার ও নারীদের গুহ্যদ্বার হতে পবিত্র থাকতে চায়। (তাবারী ১২/৫৫০) এটা মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি।

৮৩। পরিশেষে, আমি তাকে
এবং তার পরিবারের
লোকদেরকে, তার স্ত্রী ছাড়া,

۸۳. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهُۥٓ اِلَّا

<p>শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, তার স্ত্রী তাদের সাথে পিছনেই রয়ে গিয়েছিল।</p>	<p>أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ</p>
<p>৮৪। অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারে বারিপাত ঘটলাম, অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।</p>	<p>۸۴. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ</p>

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম আমি পাইনি। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৩৫-৩৬) কিন্তু তার স্ত্রীকে বাঁচানো হয়নি। কেননা সে ঈমান আনেনি, বরং তার কাওমের ধর্মের উপরই রয়ে গিয়েছিল। সে লূতের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যোগাযোগ রাখত। লূতের (আঃ) কাছে যারা আগমন করতেন তাঁর কাওমের লোকেরা তা অবহিত হত। এ সবকিছুই ঐ মহিলার গুণ্ডচরগিরী করার কারণেই সম্ভব হত। আল্লাহ তা'আলা লূতকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন রাতে স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেন সেটা জানতে না পারে। তাকে যেন সাথে নিয়ে যাওয়া না হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাঁর সেই স্ত্রীও তাঁদের সাথে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে বের হওয়া মাত্রই যখন তাঁর কাওমের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হল তখন ঐ মহিলাটি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের দিকে ফিরে দেখছিল। ফলে সেও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সে গ্রাম থেকে বের হয়নি এবং লূত (আঃ) তাকে গ্রাম হতে বের হওয়ার সংবাদই দেননি। বরং সে কাওমের সাথেই রয়ে গিয়েছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا এই আয়াতটি নিম্নের উক্তিই তাফসীর করছে :

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ. مُّسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল, যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়। (সূরা হুদ, ১১ : ৮২) এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাপকাজ সম্পাদন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করণের ফলে অপরাধীদের উপর কিরূপ শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে অবাধ্যচরণ করছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তা তুমি খেয়াল কর। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা যাকে লুতের (আঃ) লোকদের মত ঘৃণ্য কাজ করতে দেখবে তাকেই হত্যা করবে, যে ঘৃণ্য কাজ করবে এবং যার উপর ঘৃণ্য কাজ করা হবে (উভয়কে)। (আহমাদ ১/৩০০, আবু দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬, ইব্ন মাজাহ ২৫৬১)

৮৫। আর আমি
মাদইয়ানবাসীদের কাছে
তাদেরই ভাই শু'আইবকে
পাঠিয়েছিলাম। সে বলল : হে
আমার সম্প্রদায়! তোমরা
একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত
কর, তিনি ছাড়া তোমাদের
আর কোন মা'বুদ নেই।
তোমাদের রবের পক্ষ হতে
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল
এসেছে। সুতরাং তোমরা
ওষন ও পরিমাণ পূর্ণ মাত্রায়
দিবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য

৮৫. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

বস্তু কম দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা। আর দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ঝগড়া ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবেনা, তোমরা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানদার হলে এই পথই হল তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

শু'আইব (আঃ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : তারা ছিল মাদইয়ান ইব্ন মিদইয়ান ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর। শু'আইব (আঃ) ছিলেন মিকিল ইব্ন ইয়াশযুর এর ছেলে। সিরিয়ান ভাষায় তার নাম ছিল 'ইয়াক্লন' (তাবারী ১২/৫৫৪) আমি (ইবনে কাসীর) বলি, মাদিয়ান হল একটি গোত্রের নাম এবং একটি শহরেরও নাম বটে, যা হিজাজের পথে মা'আন নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করছে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৩) তারা হচ্ছে আসহাবুল আইকাত, যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই দেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে : (শু'আইব আঃ) قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ : বলল : হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। সমস্ত রাসুলেরই দা'ওয়াত এটাই ছিল। قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। শু'আইব (আঃ) লোকদেরকে তাদের ব্যবহারিক জীবনের লেনদেন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন : তোমরা নিজেদের ওয়ন ও পরিমাপ ঠিক রাখবে, লোকদের ক্ষতি করবেনা। অন্যদের সম্পদের তোমরা খিয়ানাত করবেনা। বেচা-কেনার সময় পরিমাপ ও ওয়নে চুরি করে কম দিয়ে কেহকেও প্রতারিত করবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (সূরা মুতাফিফীন, ৮৩ : ১) এটা হচ্ছে কঠিন ধমক ও হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় কাওমকে উপদেশ দিতেন। তাঁকে 'খাতীবুল আমিয়া' বা নাবীগণের ভাষণদাতা বলা হত। কেননা তিনি অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে ভাষণ দিতে পারতেন এবং জনগণকে অতি চমৎকার ভাষায় উপদেশ দিতেন।

৮৬। আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যু হয়ে যেওনা যে, ঈমানদার লোকদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ সরল পথকে বক্র করায় ব্যস্ত থাকবে। ঐ অবস্থানটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিলেন, আর এই জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে তা জ্ঞানচক্ষু খুলে লক্ষ্য কর।

১৬. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۖ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

৮৭। আমার নিকট যা (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তাহলে ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা করে দেন। তিনিই হলেন উত্তম

১৭. وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ ۖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ

ফাইসালাকারী।

خَيْرُ الْحَكَمِينَ

শু'আইব (আঃ) জনগণকে ইন্দ্রিয়গতভাবে এবং মৌলিকভাবে ডাকাতি করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা পথের উপর বসে জনগণকে ভীতিপ্রদর্শন করে কোন কিছু লুটপাট করবেনা এবং তাদের সম্পদ তোমাদেরকে দিতে অস্বীকার করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিওনা। (তাবারী ১২/৫৫৭) হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে যারা শু'আইবের (আঃ) কাছে আসত, লুণ্ঠনকারীরা তাদেরকে বাধা প্রদান করত এবং আসতে দিতনা। এই দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশি স্পষ্ট এবং রচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সিরাতের অর্থ পথ। আর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) যা বুঝেছেন তাতো মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে স্বয়ং বলেছেন : 'যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তাদের পথে বসে যাচ্ছ এবং সৎলোকদেরকে আমার পথে আসতে বাধা প্রদান করে ভুল পথে ফিরিয়ে দিচ্ছ।' (শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন) হে আমার কাওমের লোকেরা! তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে এবং দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের শক্তিশালী করেছেন, এ জন্য তোমাদের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা এটা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ বটে। পূর্বযুগে পাপীদেরকে পাপের কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তোমরা এইরূপ কাজ করলে তোমাদের পরিণতিও ঐরূপই হবে। আমার প্রচারের মাধ্যমে যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যের সাথে কাজ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।

অষ্টম পারা সমাপ্ত।

৮৮। আর তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল : হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী মু'মিনদেরকে আমাদের

٨٨. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ

জনপদ হতে বহিস্কার করব
অথবা তোমরা আমাদের
ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। সে
বলল : আমরা যদি তাতে রাযী
না হই?

يَسْخَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ
مِنْ قَرِينَتَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا
قَالَ أَوْلَوْكُنَّا كَرِهِينَ

৮৯। তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে
আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার
পর আমরা যদি তাতে আবার
ফিরে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা
আরোপকারী হব! আমাদের
রাব্ব আল্লাহ না চাইলে ওতে
আবার ফিরে যাওয়া আমাদের
পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।
সবকিছুই আমাদের রবের
জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর
উপরই নির্ভর করছি। হে
আমাদের রাব্ব! আমাদের ও
আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে
সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিন,
আপনিইতো সর্বোত্তম
ফাইসালাকারী।

৮৯. قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ
نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا
أَنْ نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا
أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

কাফিরেরা তাদের নাবী শুআ'ইবের (আঃ) সাথে এবং তাঁর সময়ের
মুসলিমদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল এবং যেভাবে তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে
বলেছিল যে, হয় তাঁরা তাদের জনপদ ছেড়ে চলে যাবেন, না হয় তাদের ধর্মে
দীক্ষিত হবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে এসব সংবাদই দিচ্ছেন।
বাহ্যতঃ এই সম্বোধন রাসূলের প্রতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর উম্মাতের প্রতিই

বটে। শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের অহংকারী ও দাস্তিক লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল : 'হে শুআ'ইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দিব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে।' শুআ'ইব (আঃ) তখন উত্তরে বললেন : 'যদি আমরা তাতে সম্মত না হই তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই এবং তোমাদের মতাদর্শকে গ্রহণ করি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব। শুআ'ইব (আঃ) আরও বললেন : 'এ কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারেনা যে, আমরা পুনরায় মুশরিক হয়ে যাব। আমরা যা অবলম্বন করি এবং যা অবলম্বন করিনা সবকিছুতেই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কাওমের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করে দিন এবং আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন। আপনি হচ্ছেন উত্তম ফাইসালাকারী।'

৯০। আর তাদের সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল : তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯০. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ

৯১। অতঃপর ভূ-কম্পন তাদেরকে গ্রাস করল, ফলে তারা নিজেদের গৃহেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

৯১. فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ

৯২। অবস্থা দেখে মনে হল, যারা শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেনি, শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৯২. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ

তাদের কুফরী, একগুঁয়েমী ও পথভ্রষ্টতা কত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং সত্যের বিরোধিতা করণ তাদের অন্তরে কি আকার ধারণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই সংবাদই দিচ্ছেন। কাফিরেরা পরস্পর শপথ করে বলেছিল :

لَنْ اتَّبَعُكُمْ شُعْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ দেখ, যদি তোমরা শুআ'ইবের (আঃ) কথা মেনে নাও তাহলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাদের এই দৃঢ় সংকল্পের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ এই সংকল্পের কারণে তাদের প্রতি এমন এক ভূমিকম্প প্রেরিত হয়েছিল যার ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَاثِمِينَ

(আল্লাহ বললেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতে এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন, অতঃপর তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (সূরা হুদ, ১১ : ৯৪)

এই দু'টি আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই যে, যখন ঐ কাফিরেরা أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ (১১ : ৮৭) বলে বিদ্রূপ করল তখন এক ভীষণ বজ্রধ্বনি তাদেরকে চিরতরে নীরব করে দিল। সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন :

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৮৯) এর একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা শুআ'ইবের (আঃ) কাছে শাস্তির আহ্বান করে বলেছিল :

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৮৭) তাই আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে,

তাদের উপর আসমানী আযাব পৌঁছে গেল। তাদের উপর তিনটি শাস্তি একত্রিত হল। (১) আসমানী শাস্তি, তা এভাবে যে, তাদের উপর মেঘ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা বর্ষিত হল। (২) এক ভীষণ বজ্রধ্বনি হল। (৩) এক ভীষণ ভূমিকম্প সৃষ্টি হল, যার ফলে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল এবং তাদের আত্মাবিহীন দেহ তাদের গৃহ-মধ্যে পড়ে রইল। لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا মনে হল যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি।

৯৩। সে তাদের নিকট হতে এ কথা বলে বেরিয়ে এলো : হে আমার জাতি! আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি এবং সং উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করতে পারি?

۹۳. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ
لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي
وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ
ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ

কাফিরেরা যখন কোনক্রমেই মেনে নিলনা তখন শুআ'ইব (আঃ) সেখান হতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বললেন :

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى হে আমার কাওমের লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছি। আমি সদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার দ্বারা উপকার লাভ করলেনা। সুতরাং তোমাদের মন্দ পরিণতি দেখে দুঃখ করে আমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব কেন? তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আর লাভ কি!

৯৪। আমি কোন জনপদে নাবী রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসীদেরকে দুঃখ-দারিদ্র ও রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে থাকি,

۹۴. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ

<p>উদ্দেশ্য হল, তারা যেন নম্র ও বিনয়ী হয়।</p>	<p>نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ</p>
<p>৯৫। অতঃপর আমি তাদের দুরাবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। অবশেষে তারা খুব প্রাচুর্যের অধিকারী হয়, আর তারা (অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলে : আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এভাবে দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারলনা।</p>	<p>۹۵. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ</p>

পূর্ববর্তী জাতির প্রতি বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী যেসব উম্মাতের কাছে নাবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং সুখ-শান্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। **بِأَسَاءٍ** শব্দের অর্থ হচ্ছে শারীরিক কষ্ট এবং

দৈহিক রোগ, অসুস্থতা। আর **ضَرَّاءٌ** হচ্ছে ঐ কষ্ট যা দারিদ্রের কারণে হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হয়তো তার দিকে প্রত্যাভর্তন করবে, তাঁকে ভয় করবে এবং সেই বিপদ ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন ও প্রার্থনা করবে। মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট ও বিপদাপদের মধ্যে নিপতিত করেছিলেন, যেন তারা তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করে। কিন্তু তারা তা করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ এর পরেও আমি তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে দিলাম। এর দ্বারাও তাদেরকে পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ

জন্যই তিনি বলেন : ‘অতঃপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। রোগের স্থলে সুস্থতা দান করলাম। দারিদ্রতার স্থলে ধন-সম্পদ প্রদান করলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হয়তো তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তারা তা করলনা।’ **حَتَّىٰ عَفَوا** অর্থাৎ তারা ধনে-মালে ও সম্ভান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَالْغُرُّ فَأَخَذْنَاهُم بِغَتَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

আমি তাদেরকে আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় দ্বারাই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু না তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল এবং না ধৈর্য ও নম্রতা অবলম্বন করল। বরং বলতে শুরু করল : ‘এই সুখ-শান্তি ও বিপদাপদতো আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে চলে আসছে এবং সদা-সর্বদা এরূপ চক্রই হতে থাকবে।’ তাদের উচিত ছিল এই ইংগিতেই আল্লাহর শান্তি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাঁর পরীক্ষার দিকে নিজেদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নেয়া।

কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা ছিল তাদের বিপরীত। তারা সুখ-শান্তির সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মু'মিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তার জন্য যা কিছুরই ফাইসালা করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। যদি তার প্রতি বিপদ আপতিত হয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর যদি তার উপর সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং তখন সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাহলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর।’ (মুসলিম ৪/২২৯৫) সুতরাং মু'মিনতো ঐ ব্যক্তি যে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায়ই মনে করে যে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অপর এক হাদীসে এসেছে : ‘বিপদাপদ মু'মিনকে সদা পাপ থেকে পবিত্র করতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার ন্যায়। সে জানেনা যে, তার প্রভু তাকে কেন বেঁধে রেখেছে এবং কেনইবা খুলে দেয়া হয়েছে।’ (আহমাদ ২/৪৫০) এ জন্যই এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَأَخَذْنَاهُم بِغَتَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ আকস্মিকভাবে আমি তাকে শাস্তিতে

নিপতিত করেছি, যে শাস্তি সম্পর্কে তার কোন ধারণাও ছিলনা। যেমন হাদীসে রয়েছে : ‘আকস্মিক মৃত্যু মু'মিনের জন্য রাহমাত এবং কাফিরের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ।’ (আহমাদ ৬/১৩৬)

<p>৯৬। জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতে দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নাবী রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।</p>	<p>۹۶. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ</p>
<p>৯৭। রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে?</p>	<p>۹۷. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ</p>
<p>৯৮। অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে?</p>	<p>۹۸. أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ</p>
<p>৯৯। তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা।</p>	<p>۹۹. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ</p>

الْخَسِرُونَ

ঈমান শাস্তি বয়ে আনে, আর কুফর নিয়ে আসে গযব

আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ জনপদবাসীদের ঈমানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের কাছে রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৮) অর্থাৎ ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া অন্য কোন জনপদের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুসের (আঃ) কাওমের সমস্ত লোকই ঈমান এনেছিল এবং ওটা ছিল তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৪৭-১৪৮) যেমন তিনি বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি ... (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৪) ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِن كَانَتْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের উপর আকাশ ও যমীনের বারাকাত নাযিল করতাম। অর্থাৎ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং যমীন হতে ফসল উৎপাদন করতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদেরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি। অর্থাৎ তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন আমি তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদেরকে শাস্তির

যাঁতাকলে পিষ্ট করেছি। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় আদেশের বিরোধিতা এবং পাপ কাজে সাহসিকতা প্রদর্শন করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলেন :

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ এই জনপদবাসী কাফিরেরা কি আমার শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে? তারা শুইয়েই থাকবে, এমতাবস্থায় রাতেই আমি তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত করব। অথবা তারা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, দিবাভাগের কোন এক সময় শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং সেই সময় তারা নিজেদের কাজ কারবারে লিপ্ত থাকবে ও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে? তারা কি এতটুকুও ভয় করেনা যে, আমার প্রতিশোধ তাদেরকে যে কোন সময় পাকড়াও করবে এবং সেই সময় তারা খেল তামাশায় মগ্ন থাকবে?

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ মনে রাখবে যে, হতভাগা সম্প্রদায় ছাড়া কেহই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চিত থাকতে পারেনা। এ জন্যই হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন : 'মু'মিন বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং ভাল কাজ করতে থাকে, এরপরেও সে সदा আল্লাহর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত থাকে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।'

১০০। কোন এলাকার অধিবাসী ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার যারা উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি, আর তাদের অন্তঃকরণের উপর মোহর এটে দিতে পারি যাতে তারা কিছুই শুনতে পারেনা?

۱۰۰. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا এর অর্থ হচ্ছে তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি (আল্লাহ)

ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? (তাবারী ১২/৫৮০) ইব্ন জারীর (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন : কোন এলাকার অধিবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠে যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, যারা তাদেরই স্বভাব গ্রহণ করেছে, তাদেরই মত আমল করেছে এবং তাদেরই মত আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেও তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করতে পারি? وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিব। সুতরাং তারা কোন ভাল কথা শুনতেও পাবেনা এবং বুঝতেও সক্ষম হবেনা। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى

এটাও কি তাদেরকে সৎ পথ দেখালনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা তা-হা, ২০ : ১২৮) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ. وَكَانَتْ فِي مَسْكِ الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৪-৪৫) তিনি আরও বলেন :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا

তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৮)

১০১। ঐ জনপদগুলির কিছু ঘটনা আমি তোমার নিকট

১. ১. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ

<p>বর্ণনা করছি, তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা, এমনিভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসী-দের অন্তঃকরণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।</p>	<p>مِّنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ</p>
<p>১০২। আমি তাদের অধিকাংশকে অস্বীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি।</p>	<p>۱۰۲. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ</p>

নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), লূত (আঃ) ও শুআ'ইবের (আঃ)
কাওমের ধ্বংস সাধন, মু'মিনদেরকে রক্ষাকরণ, রাসূলদের মাধ্যমে মু'জিয়া ও
দলীল প্রমাণাদী পেশ করে তাদের দাবী পূর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার
পর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ هে মুহাম্মাদ! ঐ বসতিগুলোর অবস্থার কথা আমি
তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাদের কাছে নাবী রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে
আগমন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৫)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا

ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।

(সূরা হুদ, ১১ : ১০০-১০১)

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা। অর্থাৎ অহীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তারা ঈমান আনার হকদারই থাকলনা। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَتَقَلِّبُ أَعْيُنَهُمْ وَابْصُرْهُمْ

كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ : ১০৯-১১০) এ জন্যই এখানে তিনি বলেন :
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ
এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

مَنْ عَهْدٍ وَإِنْ جَدَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ আমি তাদের অধিকাংশকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মাতের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, বরং অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি। তারা ছিল আনুগত্য স্বীকার ও হুকুম মেনে চলার বাইরে। এটা ছিল ঐ অঙ্গীকার যা তাদের রূহ সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ওরই উপর তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঐ কথাটিই তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেও রাখা হয়েছে। সেই অঙ্গীকার ছিল এই 'আল্লাহই হচ্ছেন তাদের রাব্ব ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।' এটা তারা স্বীকার করেও নিয়েছিল এবং সাক্ষ্য প্রদানও করেছিল। কিন্তু পরে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে ঐ অঙ্গীকারকে পৃষ্ঠ-পিছনে নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে, যার না আছে কোন দলীল, না আছে কোন সাক্ষী প্রমাণ। এটা জ্ঞান ও শারীয়াত উভয়েরই পরিপন্থী। নিকলুয প্রকৃতি কখনও এই মূর্তি পূজাকে সমর্থন করেনা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবী ও রাসূল এই মূর্তি পূজা থেকে মানুষকে বিরত

রেখেছেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আমি আমার বান্দাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর শাইতান এসে তাদেরকে সত্য দীন থেকে সরিয়ে দেয় এবং আমি যা কিছু হালাল করেছিলাম তা তারা হারাম করে নেয়।' (মুসলিম ৪/২১৯৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী প্রকৃতির (ফিতরাত) উপর সৃষ্ট হয়। কিন্তু তার মাতা-পিতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা মাজুসী বানিয়ে দেয়।' (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

১০৩। অতঃপর আমি মূসাকে আমার আয়াত ও নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা যুল্ম করল। সুতরাং এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর।

۱۰۳. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : পূর্ববর্তী রাসূল নূহ, হুদ, সালিহ, লূত এবং শু'আইবের পরে আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ফির'আউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম। ফির'আউন ছিল মিসরের বাদশাহ। সে এবং তার লোকজন অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল! (সূরা নামল, ২৭ : ১৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি লক্ষ্য কর যে, যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করেছে, আমি তাদেরকে কেমন শাস্তিই না দিয়েছি! মূসার চোখের সামনে আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য কর, সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল! ফির'আউন ও তার লোকজনকে শাস্তি প্রদান এবং আল্লাহর বন্ধু মূসা ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে আরাম আয়েশ প্রদানের বর্ণনা কি সুন্দরভাবে দেয়া হয়েছে!

১০৪। মূসা বলল : হে ফির'আউন! আমি বিশ্বের রবের একজন রাসূল।

۱۰۴. وَقَالَ مُوسَىٰ يٰۤاِفْرِعَوْنُ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ

১০৫। আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবনা, আমি তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।

۱۰۵. حَقِیْقٌ عَلَیَّ اَنْ لَاْ اَقُوْلَ عَلَیْ اَللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِیْ بَنِیْۤ اِسْرٰٓءِیْلَ

১০৬। ফির'আউন বলল : তুমি যদি বাস্তবিকই স্পষ্ট দলীল ও কোন নিদর্শন এনে থাক তাহলে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

۱۰۬. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِبَآئِیَةٍ فَاتِّ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের মধ্যকার মুনাযারা বা তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিচ্ছেন। ফির'আউনের দরবারে ও তার সম্প্রদায়ের কিবতীদের সামনে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দলীল ও মু'জিয়া পেশ করা হচ্ছে। মূসা (আঃ) ফির'আউনকে সম্বোধন করে বললেন :

হে ফির'আউন! وَقَالَ مُوسَىٰ یٰۤاِفْرِعَوْنُ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ আমি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যিনি সারা জাহানের

সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুই মালিক। **حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا**।
الْحَقُّ আমার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য কথা পেশ করা। আমার উপর ওয়াজিব
ও হক হচ্ছে, আমি সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলবনা। **قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَةً مِّنْ**
رَّبِّكُمْ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলীল প্রমাণাদী নিয়ে তোমাদের নিকট
আগমন করেছি। বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে দিয়ে দাও। তাদেরকে বন্দী
জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দান কর। কেননা তারা হচ্ছে ইসরাঈল
(আঃ) অর্থাৎ ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর।’

তখন ফির'আউন বলল : **قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنْ**

الصَّادِقِينَ আমি তোমার রিসালাত ও নাবুওয়াতের দাবী মানিনা এবং তোমার
অনুরোধও রক্ষা করবনা। যদি তুমি সত্য সত্যই নাবী হও এবং কোন মু'জিযা
এনে থাক তাহলে তা প্রদর্শন কর। এরপর তোমার কথা ও দাবী সত্য বলে মেনে
নেয়া যেতে পারে।

১০৭। তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই ওটা এক জীবিত অজগরে পরিণত হল।	১০৭. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
১০৮। আর সে তার হাত বের করল, তৎক্ষণাৎই ওটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোকময় প্রতিভাত হল।	১০৮. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَظَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠিখানা সামনে নিক্ষেপ
করলেন। তখনই ওটা আল্লাহর কুদরাতে একটা বিরাট অজগর সাপে পরিণত হল
এবং ফির'আউনের দিকে বেগে ধাবিত হল। ফির'আউন তখন সিংহাসন থেকে
লাফিয়ে পড়ল এবং চীৎকার করে মূসা (আঃ) থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে
বলল : ‘হে মূসা! ওকে থামিয়ে দাও।’ তিনি তখন ওকে থামিয়ে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ ওটা লাঠি হয়ে গেল। সুদী (রহঃ) বলেন যে, যখন ঐ সাপটি হা করল তখন ওর নীচের চোয়াল ছিল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল ছিল দালানের দেয়ালের উপর। যখন ওটা ফির'আউনের দিকে ধাবিত হল তখন সে কেঁপে উঠল ও লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল এবং চীৎকার করে বলে উঠল : 'হে মূসা! ওকে ধরে নাও। আমি তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।' মূসা (আঃ) তখন ওটাকে ধরে নিলেন। ফলে ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। (তাবারী ১৩/১৫)

ইরশাদ হচ্ছে, মূসার (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা ছিল এই যে, যখন তিনি জামার মধ্যে হাত ভরে তা বের করতেন তখন ওটা সীমাহীন আলোকময় হয়ে উঠত এবং এমন চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হত যে, ওর দিকে তাকানো যেতনা। তার হাতে শ্বেত-কুষ্ঠ কিংবা অন্য কোন রোগের কারণে এটি হতনা। অন্যত্র তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ

তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। (সূরা নামল, ২৭ : ১২) ঐ আলোর মধ্যে কোনই ক্রটি ছিলনা। যখন তিনি তাঁর সেই হাতকে আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করাতেন তখন ওটা পূর্বরূপ ধারণ করত। (তাবারী ১৩/১৭)

১০৯। ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল : নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।	১০৭. قَالَ أَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
১১০। সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়, এখন তোমাদের পরামর্শ কি?	১১০. يُرِيدُ أَنْ تُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

ফির'আউনের পরিষদরা মূসাকে (আঃ) যাদুকর আখ্যা দিল

যখন ঐ লোকদের ভয় দূর হল এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো তখন ফির'আউন তার সভ্যদবর্গকে একত্রিত করে বলল :

إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ মূসাতো একজন বড় সুদক্ষ যাদুকর। দরবারের লোকেরা সবাই তার কথা সমর্থন করল এবং পরামর্শের জন্য সভায় বসল যে, এখন এ ব্যাপারে কি করা যায়? কিভাবে মূসার (আঃ) আলো নিভিয়ে দেয়া যায়? কিরূপেই বা তাকে বশীভূত করা যায়? সে যে মিথ্যাবাদী এ কথা প্রমাণ করার তাদবীর কি আছে? তারা আশঙ্কা করল যে, জনগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর যাদুর (তাদের ধারণায়) দিকে ঝুঁকে পড়বে। ফলে তিনি জয়যুক্ত হবেন এবং তাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে তারা আশঙ্কা করছিল সেটাই সত্য হয়ে পড়ল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ وَهَمَمْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬) যখন ঐ লোকগুলো মূসার (আঃ) ব্যাপারে পরামর্শের কাজ শেষ করল তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাদের একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা এর পরের আয়াতে দিচ্ছেন।

১১১। তারা বলল : তাকে এবং তার ভাইকে (হারুন) কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিন, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিন,

۱۱۱. قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

১১২। যেন তারা আপনার (ফির'আউন) নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।

۱۱۲. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ

عَلِيمٍ

সভাষদরা ফির'আউনকে পরামর্শ দিল : أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ

মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুনকে (আঃ) বন্দী রাখা হোক এবং রাজ্যের সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়ে প্রসিদ্ধ যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হোক। সেই যুগে যাদুর খুবই প্রচলন ছিল। সবারই এটা ধারণা হয়েছিল যে, মূসার (আঃ) এই মু'জিয়া ছিল যাদু ও প্রতারণা। সুতরাং সে (ফির'আউন) এ বিষয়ে

মূসার (আঃ) মু'জিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত করার জন্য সমস্ত যাদুকরকে একত্রিত করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফির'আউনের কথা উল্লেখ করে বলেন :

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسَحَرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ تُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى

আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবেনা। মূসা বলল : তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হোক। অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল, এবং তার কৌশলসমূহ একত্রিত করল ও অতঃপর ফিরে এলো। (সূরা তা-হা, ২০ : ৫৮-৬০)

<p>১১৩। যাদুকরেরা ফির'আউনের কাছে এসে বলল : আমরা যদি বিজয় লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?</p>	<p>১১৩. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ</p>
<p>১১৪। সে বলল : হ্যাঁ, তোমরাই হবে আমার দরবারের নিকটতম ব্যক্তি।</p>	<p>১১৪. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ</p>
<p>১১৫। অতঃপর যাদুকরেরা বলল : হে মূসা! তুমি কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ করব?</p>	<p>১১৫. قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ</p>

١١٦. قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ
وَأَسْتَرَهُبُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ
عَظِيمٍ

মূসা (আঃ) উত্তরে বললেন : قَالَ أَلْقُوا তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর। এতে মূসার (আঃ) নিপুণতা এই ছিল যে, প্রথমে জনগণ যাদুকরদের কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ করবে এবং ঐ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করবে। যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কার্যকলাপের মহড়া শেষ হবে তখন তারা মূসার (আঃ) সত্য ও বাস্তব কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ দিবে যার জন্য তারা অপেক্ষমান ছিল এবং সেটা তখন স্পষ্টরূপে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কেননা সত্য ও বাস্তব

ব জিনিস অনুসন্ধানের পর তা প্রাপ্ত হলে সেটা অন্তরের উপর বেশি দাগ কেটে থাকে। আর হলও তাই। এরপর আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا أَفْقَرُوا أَعْيَنَ النَّاسَ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ يَادُكُرُورَا যখন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল তখন তারা যাদুর মাধ্যমে দর্শকদের নয়রবন্দী করে দিল। তারা তখন এমনভাবে দেখতে থাকল যে, যা কিছু তারা দেখতে পাচ্ছিল তা যেন সবই বাস্তব। অথচ ঐ লাঠিগুলো ও রশিগুলো প্রকৃতপক্ষে লাঠি ও রশিই ছিল। দর্শকদের শুধুমাত্র এটা ধারণা ও খেয়াল ছিল যে, ঐগুলো সাপ।' তাই ইরশাদ হচ্ছে :

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম : ভয় করনা, তুমি প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ : ৬৭-৬৯) ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদুকরেরা মোটা মোটা রশি ও লম্বা লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করেছিল যা সাপ হয়ে সমস্ত মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছিল বলে মনে হচ্ছিল। এ সবই ছিল যাদুকরদের যাদুর ভেকীবাজির কারণে। (তাবারী ১৩/২৮)

১১৭। আমি মূসার নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর। মূসা তা নিক্ষেপ করলে ওটা (এক বিরাট অজগর হয়ে) সহসা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।

১১৭. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ

১১৮। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা

১১৮. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا

যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল।	كَانُوا يَعْمَلُونَ
১১৯। আর ফির'আউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাইদানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল।	۱۱۹. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ
১২০। যাদুকরেরা তখন সাজদাহবনত হল।	۱۲۰. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
১২১। তারা বলল : আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।	۱۲۱. قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
১২২। মূসা ও হারুণের রবের প্রতি।	۱۲۲. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

মূসা (আঃ) যাদুকরদের পরাস্ত করলেন, তারা ঈমান আনল

আল্লাহ তা'আলা এই ভীষণ পরীক্ষা ক্ষেত্রে মূসার (আঃ) নিকট অহী পাঠালেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করল। মূসা (আঃ) তাঁর ডান হাতে রাখা লাঠিখানা নিষ্ক্ষেপ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওটা ঐসব কাল্পনিক সাপকে গিলে ফেলল। ঐ ভেঙ্কীবাজীর সাপগুলোর একটিও রক্ষা পেলনা। ঐ যাদুকরেরা জেনে গেল যে, এটা যাদু নয়, বরং কোন আসমানী সাহায্য ও আল্লাহ তা'আলারই কাজ। সুতরাং তারা সবাই আল্লাহর সামনে সাজদায় পড়ে গেল এবং বলল :

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. رَبِّ الْعَالَمِينَ. আমরা মূসা (আঃ) ও হারুণের (আঃ) আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মূসার (আঃ) লাঠি নিষ্ক্ষেপের সাথে সাথে ওটা সাপ হয়ে যাওয়ার পর যাদুকৃত সমস্ত সাপকে একটির পর একটি গিলে ফেলতে থাকে যতক্ষণ না সব শেষ হয়ে যায়। মূসা (আঃ) যখন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন তখন তিনি সাপের উপর হাত লাগানো মাত্রই ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। যাদুকরেরা

সাজদায় পড়ে গিয়ে বলল : আমরা ঈমান আনলাম মূসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ) এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর রবের প্রতি। যদি তিনি নাবী না হতেন, বরং যাদুকর হতেন তাহলে তিনি কখনই আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারতেননা। কাসিম ইব্ন আবী বাযযাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন : আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করতে বলেন। যখন মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন উহা বিশাল ও ভয়ংকর সাপে রূপান্তরিত হল এবং ঐ সাপ তার মুখের ভিতর যাদুকরদের রশি ও লাঠিগুলি গলধঃকরণ করল। ইহা দেখে যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাথা উত্তোলন করল না যতক্ষণ পর্যন্ত না জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হল এবং প্রতিদান হিসাবে তাদের বাসস্থানকে দেখানো হল। (তাবারী ১৩/৩০)

১২৩। ফির'আউন বলল : আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে।

১২৩. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاْمَنْتُمْ بِهٖۤ قَبْلَ اَنْ ءَاْذَنَ لَكُمْؕ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَاؕ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

১২৪। অবশ্যই আমি তোমাদের বিপরীত হস্ত-পদ কর্তন করব, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি গুলে চড়াব।

১২৪. لَاۡقَطِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلْفٍ ثُمَّ لَاۡصِلَبْنَكُمْ اَجْمَعِيْنَ

১২৫। তারা (যাদুকরেরা) বলল : নিশ্চয়ই আমরা

১২৫. قَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا

আমাদের রবের নিকট ফিরে যাব।	مُنْقَلِبُونَ
১২৬। তুমি আমাদের মধ্যে এছাড়া কোনই দোষ পাচ্ছনা যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের রবের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রাক্ব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন!	<p>١٢٦. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتُ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ</p>

ঈমান আনার পর যাদুকরদের প্রতি ফির'আউনের ভয় প্রদর্শন এবং তাদের জবাব

যাদুকরগণ যখন মু'মিন হয়ে গেল এবং ফির'আউনের উদ্দেশ্য বিফল হল
তখন সে যাদুকরদেরকে হুমকি দিয়ে বলল :

আজ যে
মূসা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পারস্পরিক
সমঝোতা ও চক্রান্তের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে,
এভাবে হুকুমতের উপর বিজয় লাভ করে দেশের মূল অধিবাসীকে তাদের দেশ
থেকে তাড়িয়ে দেয়া। অন্যত্র বলা হয়েছে :

لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা
তা-হা, ২০ : ৭১) যার সামান্যতমও বিবেক রয়েছে সেও এটা বুঝে ফেলবে যে,
হুক্ক দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায় দেখে ফির'আউন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই
এই অপবাদমূলক কথা বলেছিল। মূসাতো (আঃ) মাদায়েন থেকে এসেই সরাসরি
ফির'আউনের নিকট পৌঁছে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন এবং বাহ্যিক
মু'জিয়াগুলি প্রকাশ করে নিজের রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।
এরপরে ফির'আউন স্বীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শহরে মনোনীত এলাকায় লোক প্রেরণ

করে মিসরের বিভিন্ন যাদুকরদেরকে একত্রিত করেছিল, যাদেরকে সে এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্বাচন করেছিল, আর তাদের সাথে ভাল ভাল পুরস্কার ও মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছিল। এ জন্যই ঐ যাদুকরগণ সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়েছিল যে, কি করে মূসার (আঃ) উপর বিজয় লাভ করে ফির'আউনের নৈকট্য লাভ করা যায়। মূসা (আঃ) কোন এক যাদুকরের সাথেও পরিচিত ছিলেননা। না তিনি তাদের কেহকেও কখনও দেখেছিলেন, আর না তাদের কারও সাথে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফির'আউন নিজেও এটা জানত। কিন্তু না জানি সর্বসাধারণ মূসার (আঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এটাকে রোধ করার জন্যই সে এ কথা বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ۖ فَاَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৪) ঐ লোকগুলো সাংঘাতিক বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিল যারা ফির'আউনের এই দাবী সমর্থন করেছিল :

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ২৪)

সুন্দী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন যে, যাদুকরদের প্রধানের সাথে মূসার (আঃ) সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বলেন : 'আমি যদি বিজয়ী হই এবং তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমরা আমার উপর ঈমান আনবে কি? আর এটা স্বীকার করবে কি যে, আমার পেশকৃত জিনিস হবে আল্লাহর মু'জিয়া?' সেই যাদুকর প্রধান উত্তরে বলল : 'আগামীকাল আমি এমন যাদু পেশ করব যে, কোন যাদুই ওর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনা। সুতরাং তুমি যদি জয়যুক্ত হও তাহলে আমি স্বীকার করে নিব যে, তুমি আল্লাহর রাসূল।' ফির'আউন তাদের এই কথোপকথন শুনেছিল। এ জন্যই সে পরে অপবাদ দিয়ে বলেছিল : 'তোমরা এ জন্যই একত্রিত হয়েছিলে যে, হুকুমতের উপর জয়লাভ করে তোমরা দেশের নেতৃস্থানীয় ও প্রধান প্রধান লোকদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই সিংহাসন দখল করবে। আমি তোমাদেরকে কি শাস্তি দিব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।' (তাবারী ১৩/৩৩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لَا أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ۖ (১৩/৩৩) জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে নিব অথবা এর বিপরীত। অতঃপর তোমাদের সকলকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিব। অন্যত্র বলা হয়েছে :

فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

সুতরাং আমি তোমাদেরকে খজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই। (সূরা তা-হা, ২০ : ৭১)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ফাঁসি এবং বিপরীত দিকের হাত পা কেটে নেয়ার শাস্তি-বিধান সর্ব প্রথম ফির'আউনই চালু করেছিল। (তাবারী ১৩/৩৪) যাদুকরগণ উত্তরে বলে : رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا آمَرَاتُوهَا এখন আল্লাহরই হয়ে গেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আজ তুমি আমাদেরকে যে শাস্তি প্রদানের হুমকি দিচ্ছ, আল্লাহর শাস্তি এর চেয়ে বহুগুণে কঠিন। আজ আমরা তোমার শাস্তির উপর ধৈর্য ধারণ করছি, যেন কাল কিয়ামাতের মাঠে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পেতে পারি। এ জন্যই তারা বলে উঠল :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে আমাদের প্রভু! আমরা যেন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং ফির'আউনের শাস্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আর আপনার নাবী মূসার (আঃ) অনুসরণ করিয়ে আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন। অতএব তারা ফির'আউনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল :

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئِينَ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যতো রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। (সূরা তা-হা, ২০ : ৭২-৭৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), উবাইদ ইব্ন উমাইর (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন

৪ তাদের দিনের শুরু হয়েছিল যাদুকর হিসাবে এবং দিনের শেষ হয় শহীদ হিসাবে। (তাবারী ১৩/৩৬)

১২৭। ফির'আউন সম্প্রদায়ের সর্দাররা তাকে বলল ৪ তুমি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মুক্ত ছেড়ে দিবে এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করে চলার সুযোগ দিবে? সে বলল ৪ আমি তাদের সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, তাদের উপর আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

১২৭. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ
فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ
لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَأَهْلِكَ ۚ قَالَ سَنُقْتِلُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

১২৮। মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল ৪ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য।

১২৮. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۚ
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

১২৯। তারা বলল ৪ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা

১২৯. قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا

(ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল : শীঘ্রই তোমাদের রাকব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।

جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

ফির'আউন বানী ইসরাঈলের শিশুদের হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর আল্লাহ তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেন

এখানে ফির'আউন ও তার দলবলের পারস্পরিক পরামর্শের সংবাদ দেয়া হচ্ছে। ঐ লোকদের অন্তরে মূসার (আঃ) প্রতি কত বেশি হিংসা ছিল তাদের এ পরামর্শের দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ফির'আউনকে তার পরিষদের লোকেরা বলছে :

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ আপনি কি মূসাকে এমন মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, সে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং দেশবাসীকে ফিতনা ফাসাদের মধ্যে নিষ্কেপ করবে, আর তাদের মধ্যে আপনার কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথা প্রচার করবে?

কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ লোকগুলো অন্যদেরকে মূসা (আঃ) ও মু'মিনদের ফাসাদ থেকে সাবধান করছে, অথচ তারা নিজেরাই ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই খেয়াল নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে সুদী (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেবতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল গরুসমূহ। কারণ যখনই ফির'আউন কোন সুন্দর ও নাদুস নুদুস গাভী দেখতে পেত তখনই সে তার লোকদেরকে উহার উপাসনা (পূজা) করতে আদেশ করত। এ কারণেই সামেরী বানী ইসরাঈলের জন্য গাভীর মূর্তি তৈরী করেছিল, যা হাম্বা ধ্বনি করত। (তাবারী ১৩/৩৮) মোট কথা, ফির'আউন তার দরবারের লোকদের কথা মেনে নিল এবং বলল :

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ আমি তার বংশ বিলোপ করার জন্য তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। এই

প্রকারের এটা ছিল দ্বিতীয় অত্যাচার। ইতোপূর্বেও মূসার (আঃ) জন্মের পূর্বে সে এরূপই করেছিল, যেন দুনিয়ায় তাঁর অস্তিত্বই না আসে। কিন্তু ঘটে গেল তার বিপরীত, ফির'আউন যার আশংকায় ভীত ছিল। শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং বেঁচেও থাকেন। দ্বিতীয়বারও সে এরূপ করারই ইচ্ছা করল। সে বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত করে তাদের উপর বিজয় লাভের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু এখানেও তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্মান দেন এবং ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করেন, আর তাকে ও তার দলবলকে নদীতে নিমজ্জিত করেন।

ফির'আউন যখন বানী ইসরাঈলের ক্ষতিসাধন করার দৃঢ় সংকল্প করে তখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেন : 'তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।' মূসা (আঃ) তাদের সাথে শুভ পরিণামের ওয়াদা করলেন। তিনি বানী ইসরাঈলকে বললেন : 'রাজ্য তোমাদেরই হয়ে যাবে। যমীন হচ্ছে আল্লাহর। তিনি যাকে চান তাকেই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং ভাল পরিণাম মুত্তাকীদেরই বটে।' মূসার (আঃ) সঙ্গী-সাথীগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলল : 'হে মূসা! আপনি আমাদের কাছে আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কঠিন দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আপনি আসার পরেও স্বচক্ষে দেখছেন যে, আমাদেরকে কতইনা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে!' বানী ইসরাঈল যে তাদের অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করছে সেই জন্য মূসা (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : 'অতি সত্বরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন।' এই আয়াতের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৩০। আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ, অজন্ম ও ফসলহানির মধ্যে বিপন্ন রেখেছিলাম, যাতে তারা ঈমান আনে।

১৩০. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

১৩১। যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা

১৩১. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ

বলত : এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মুসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। তোমরা জেনে রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা।

قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ
سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ
مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ
اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন : আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষে ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাদের ক্ষেতে ফসল হয়নি, গাছে ফল ধরেনি। (তাবারী ১৩/৪৬) আবু ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাজা ইব্ন হাইওয়াহ (রহঃ) বলেছেন যে, তাদের খেজুর গাছে একটি মাত্র খেজুর ধরত। (তাবারী ১৩/৪৬) এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, হয়ত তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যখন তাদের ভূমি খুব সবুজ শ্যামল থাকত এবং ফসল খুব বেশি হত তখন তারা বলত : 'আমরাতো এরই অধিকারী ছিলাম। এটাতো আমাদেরই প্রাপ্য। আমাদেরকে এটা দেয়া না হলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হত।' আর যদি তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হত এবং ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হত তখন তারা বলত : এটা মুসা ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণেই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : জেনে রেখ, এটা স্বয়ং তাদের নিজেদেরই ভাগ্য বিড়ম্বনা। কিন্তু মন্দ ভাগ্যের প্রকৃত কারণ জনগণ বুঝতনা।

১৩২। তারা বলল : আমাদেরকে যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শনই পেশ করনা কেন আমরা তাতে ঈমান

۱۳۲. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ
مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا

<p>১৩৩। অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাঙ্কিতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি।</p>	<p>۱۳۳. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ</p>
<p>১৩৪। তাদের উপর কোন বালা মুসীবাত ও বিপদাপদ আপতিত হলে তারা বলত : হে মুসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তার সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব।</p>	<p>۱۳۴. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدَعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ لِيِّنِ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَ لَكَ وَلِنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ</p>
<p>১৩৫। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল,</p>	<p>۱۳۵. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ</p>

তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি
ভঙ্গ করত।

إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদেব শাস্তি দেন

এখানে মহামহিমাবিত আল্লাহ ফির'আউন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও বিরোধিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা হক থেকে সরে গিয়ে একগুঁয়েমী দেখিয়েছিল এবং বাতিলের উপর থেকে হঠকারিতা করেছিল। তারা এ কথাও বলেছিল :

যদি মূসা এমন
নিদর্শনও প্রদর্শন করেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর যাদু করেন তবুও
আমরা ঈমান আনবনা। না আমরা তাঁর কোন দলীল কবুল করব, না তাঁর উপর
ঈমান আনব, আর না তাঁর মু'জিয়ার উপর ঈমান আনব। তাই আল্লাহ সুবহানু
ওয়া তা'আলা বলেন :

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
(রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে অধিক বৃষ্টিপাত যা ডুবিয়ে দেয় বা ক্ষেত ও বাগানের
ক্ষতি সাধন করে। তিনি এর দ্বারা সাধারণ মহামারীও বুঝিয়েছেন। মুজাহিদ (রহঃ)
বলেন যে, তুফান হচ্ছে ঐ প্লাবন যা সর্বত্র প্লেগের জীবানু ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ফড়িং খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুবিদিত হাদীস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত
আছে, তিনি বলেন : 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে
সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা ফড়িং খাওয়ার সুযোগ
পেয়েছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৩৫, মুসলিম ৩/১৫৪৬) ইমাম শাফিঈ (রহঃ),
ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা
করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমাদের জন্য দু'টি
মৃত ও দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে। (মৃত দু'টি হচ্ছে) মাছ ও ফড়িং, আর (রক্ত
দু'টি হচ্ছে) কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১০৭৩)

سَم্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে গমের ভিতরের পোকা
অথবা ওটা হচ্ছে ছোট ছোট ফড়িং যার পালক থাকেনা এবং উড়েনা। মুজাহিদ

(রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, قُمَّلٌ হচ্ছে কালো বর্ণের ক্ষুদ্র কীট। (তাবারী ১৩/৫৫)

অবাধ্যতার কারণে ফির'আউনীদে প্রতী অন্যান্য শাস্তির বর্ণনা

ইবন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মূসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেছিলেন : 'হে ফির'আউন! বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও'। কিন্তু ফির'আউন অস্বীকার করল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল এবং মুশলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। ফির'আউন ও তার লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে, এটা আল্লাহর শাস্তি। তাই তারা বলেছিল : 'হে মূসা! আল্লাহর নিকট দু'আ করে এই ঝড়-তুফান বন্ধ করে দাও। আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।' মূসা (আঃ) তখন দু'আ করলেন এবং আল্লাহর আযাব তাদের থেকে দূর হয়ে গেল। কিন্তু না তারা ঈমান আনল, আর না বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিল।

এ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। তারা তখন বলতে লাগল : 'বাহ! বাহ! আমাদের আকাজ্জাতো এটাই ছিল।' কিন্তু ঈমান না আনার কারণে ফড়িংকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। ওরা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেতে লাগল এবং শাক সব্জী নষ্ট করে দিচ্ছিল। তারা বুঝে নিল যে, এখন আর কোন ফসল অবশিষ্ট থাকবেনা। সুতরাং তারা মূসার (আঃ) শরণাপন্ন হয়ে বলল :

قَالُوا يَا مُوسَى اذْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَنِ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
হে মূসা! এই শাস্তিকে সরিয়ে দাও, আমরা ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিব। মূসার (আঃ) দু'আয় ফড়িং দূর হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি তারা ঈমান আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকেও ছেড়ে দিলনা। বরং তারা ফসল ঘরে জমা করে রাখল এবং বলতে শুরু করল : ভয় কিসের? শস্যের গুদাম বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে। হঠাৎ গমের পোকার শাস্তি তাদের উপর পতিত হল। এমন অবস্থা হল যে, কেহ দশ সের গম পেষণের জন্য নিয়ে গেলে তিন সেরও বাকী থাকতনা। আবার তারা মূসার (আঃ) কাছে আযাব সরানোর আবেদন করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকার করল। কিন্তু সেই قُمَّلٌ এর শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা বিরোধিতা করতেই থাকল।

কোন এক সময় মূসা (আঃ) ফির'আউনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এমন সময় ব্যাঙয়ের ডাক শোনা গেল। তিনি ফির'আউনকে বললেন : তোমার উপর ও তোমার কাওমের উপর এ কী শাস্তি! সে বলল : এতে ভয়ের কোনই কারণ নেই। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জনগণের সারা দেহে ব্যাঙ লাফালাফি শুরু করে দিল। কেহ কথা বলার জন্য মুখ খুললে ব্যাঙ তার মুখে প্রবেশ করত। পুনরায় তারা ঐ শাস্তি অপসারণের জন্য মূসার (আঃ) নিকট আবেদন জানাল। কিন্তু সেই শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনলনা।

এরপর নাযিল হল রক্ত আযাব! তারা নদী থেকে বা কূপ থেকে পানি এনে রাখলে তা রক্তে পরিণত হত। কোন পাত্রে রাখলেও সেই একই অবস্থা। পান করার মত কোন পানি তাদের কাছে থাকতনা। ফির'আউনের কাছে লোকেরা এ অভিযোগ করলে সে তাদেরকে বলল : তোমাদের উপর মূসা যাদু করেছে। তারা বলল : আমাদের উপর কে যাদু করল? আমাদের পাত্রে শুধু আমরা রক্তই পাচ্ছি! অথচ আমরা নিজেরাই পাত্রগুলি পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখছি। অতএব আবার তারা মূসার (আঃ) কাছে এলো এবং ঐ আযাব দূর হলে ঈমান আনবে ও বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে এই ওয়াদা করল। মূসার (আঃ) দু'আয় তখন ঐ শাস্তি দূর হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তারা ঈমানও আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠালনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী আলেমদের আরও কয়েকজন হতে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন যাদুকরগণ ঈমান আনল এবং ফির'আউন পরাজিত হল ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল, তখনও সে অবাধ্যতা ও কুফরী থেকে ফিরলনা। ফলে তাদের উপর পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হল। দুর্ভিক্ষ, বৃষ্টিযুক্ত ঝড়-তুফান, ফড়িং, গমের পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এসব শাস্তি পর্যায়ক্রমে তাদের উপর নাযিল হতে থাকল। ঝড়-তুফানের ফলে সমস্ত ভূমি পানিতে ডুবে গেল। না তারা তাতে লাঙ্গল চালাতে পারল, না কোন ফসলের বীজ বপন করতে সক্ষম হল। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তারা মূসার (আঃ) কাছে আযাব সরানোর অনুরোধ করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল। মূসা (আঃ) আযাব সরানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার নিকট আবেদন জানালেন।

আযাব সবে গেল বটে, কিন্তু তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার পূরা করলনা। এরপরে এলো ফড়িংয়ের শাস্তি, যা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলল এবং তাদের ঘরের দরজাগুলোর পেরেক চাটতে থাকল। ফলে তাদের ঘরগুলি পড়ে গেল।

এরপরে এলো কীটের শাস্তি। মূসা (আঃ) বললেন : 'এই টিলার দিকে এসো।' তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে একটি পাথরের উপর লাঠি মারলেন। তখন ওর মধ্য থেকে অসংখ্য কীট বেরিয়ে পড়ল। ওগুলো ঘরের সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। খাদ্যদ্রব্যের গায়ে ওগুলো লেগে থাকল। লোকগুলো না ঘুমোতে পারছিল, না একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল। তারপর তাদের উপর ব্যাঙ-এর শাস্তি নেমে এলো। খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, ভাতের থালায় ব্যাঙ, কাপড়ে ব্যাঙ। এরপরে এলো রক্তের শাস্তি। পানির প্রতিটি পাত্রে পানির পরিবর্তে রক্তই দেখা যায়। মোট কথা, তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তির শিকারে পরিণত হল। (তাবারী ১৩/৬৩)

১৩৬। সুতরাং আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আর এই ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ গাফিল বা উদাসীন।

۱۳۶. فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

১৩৭। যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল

۱۳۷. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ^ع وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ
করেছিল। আর ফির'আউন
ও তার সম্প্রদায়ের
কীর্তিকলাপ ও উচ্চ
প্রাসাদসমূহকে আমি
ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি।

اَلْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيۤ اِسْرَءٰىلَ بِمَا
صَبَرُوْا وَاَدْمَرْنَا مَا كَانَتْ يَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا
يَعْرِشُوْنَ

ফির'আউনীদেব সলিল সমাধি এবং বানী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে পুনর্বাসন

ফির'আউনের কাওমের উপর পর্যায়ক্রমে নিদর্শনাবলীর আগমন এবং একের পর এক শাস্তি অবতরণ সত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকল। ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হল। সেখানে মূসার (আঃ) জন্য রাস্তা বানিয়ে দেয়া হল। তিনি ঐ রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁকে পার করে নেয়া হল। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলও ছিল। অতঃপর ফির'আউন এবং তার সেনাবাহিনীও তাদের অনুসরণ করে ঐ পথে নেমে পড়ল। যখনই তারা মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে তখনই দু'দিকের পানি মিলে গেল এবং তারা ডুবে মরলো। এটা ছিল আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ওগুলো প্রতি উদাসীন থাকারই ফল। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, যাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হত এবং যারা দুর্বল হওয়ার কারণে ফির'আউনের গোলামী করত। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) **غَرْبٌ** ও **شَرْقٌ** দ্বারা শাম বা সিরিয়া দেশ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার কল্যাণময় বাণী বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে পূর্ণ হল। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : আমি ঐ কাওমের উপর ইহসান করতে চাই যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি তাদেরকে বাদশাহ ও সরদার বানাতে চাই। তাদেরকে আমি আমার যমীনের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করব। আর ফির'আউন

ও তার কাওম যে শাস্তির আশংকা করত ঐ শাস্তিই আমি তাদের উপর নাযিল করব। অন্যত্র তিনি বলেন :

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫-৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ
অট্টালিকা ও উদ্যানসমূহ তৈরী করেছিল এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, সবগুলিকেই আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। ইব্ন জারীর (রহঃ) ও অন্যান্যদের হতে ইহা বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই প্রকাশমান।

১৩৮। আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা মূর্তি পূজারত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল : হে মুসা! তাদের যেরূপ মা'বুদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বুদ বানিয়ে দাও। সে বলল : তোমরা একটি মুখ সম্প্রদায়।

۱۳۸. وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ
الْبَحْرَ فَاتَوَّأ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۚ قَالُوا يَمُوسَىٰ
أَجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءِلَٰهَةٌ
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

১৩৯। এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা

۱۳۹. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَّبَرُّوْنَ مَا هُمْ

করছে তা অমূলক ও বাতিল
বিষয়।

فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

বানী ইসরাঈল সমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাবার পরেও মূর্তি পূজা থেকে তাদের মন বিরত থাকেনি

বানী ইসরাঈলের অজ্ঞ লোকদের বাসনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার এই বিরাট নিদর্শন স্বচক্ষে দেখল তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করল যারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, তারা ছিল কিনআনী গোত্র বা লাখম গোত্র। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, তারা গাভীর ন্যায় জন্তুর মূর্তি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ওরই উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই পরবর্তীতে ওরই সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বাছুরের উপাসনায় তারা জড়িয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল :

هَـ يَا مُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

মূসা! আমাদের জন্য একটি মা'বুদ বানিয়ে দিন, যেমন এই লোকগুলোর মা'বুদসমূহ রয়েছে। (তাবারী ১৩/৮০) মূসা (আঃ) বললেন : তোমরা বড়ই মূর্খ। তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে গেছ। তিনি এসব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক ও সমতুল্য কেহ হতে পারেনা। যারা তা করে তাদের মতাদর্শও ভিত্তিহীন এবং আমলও অকার্যকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ هَـؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَّا فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কাজে লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়।

আবু ওয়াকিদ আল লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাক্কা থেকে হুলাইনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি কুল বৃক্ষ আমাদের সামনে পড়ে যাকে তারা অত্যন্ত পবিত্র মনে করত এবং তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঐ গাছে বেঁধে রাখত।

ঐ গাছটিকে ذَاتُ أَنْوَاطٍ 'যাতু আনওয়াত' বলা হত। যখন আমরা অপূর্ব সবুজময় কুল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের জন্যও একটা أَنْوَاطُ 'যাতু আনওয়াত' এর ব্যবস্থা করে দিন, যেমন তাদের রয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাতো ঐ কথাই বলছ যে কথা মূসার (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল। তারা বলেছিল :

اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ هُم مূসা (আঃ)! আপনি আমাদের জন্যও একটি মা'বুদ বানিয়ে দিন, যেমন ঐ লোকদের রয়েছে। তখন মূসা (আঃ) বলেছিলেন : তোমরাতো বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ। তাদের পস্থা ও আমল সবই মিথ্যা ও বাতিল। (তাবারী ১৩/৮২)

১৪০। সে বলল : আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা'বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!

١٤٠. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

১৪১। স্মরণ কর সেই সময়টির কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের অনুসারীদের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে অতিশয় মর্মান্তিক, কষ্টদায়ক ও ন্যাঙ্কারজনক শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা ছিল তোমাদের জন্য

١٤١. وَإِذْ أَخَجْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقْتَتِلُونَ أِبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে
বিরাট পরীক্ষা।

مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন : 'আল্লাহ তোমাদেরকে ফির'আউনের বন্দীত্ব ও প্রভুত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রেহাই দিয়েছেন অপমানজনক কাজ থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন মর্যাদা ও সম্মান। তোমাদের শত্রুদেরকে তিনি তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেছেন। সুতরাং তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কে হতে পারে? এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারায় দেয়া হয়েছে।

১৪২। আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের জন্য এবং আরও দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল : আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা।

١٤٢. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ
ثَلَاثِينَ لَّيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
لَّيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي
وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ

تَرَنِى وَلَٰكِن اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ

ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে
তাহলে তুমি আমাকে দেখতে
পারবে। অতঃপর তার রাব্ব
যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান
হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ
বিচূর্ণ করে দিল, আর মুসা
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।
যখন চেতনা ফিরে এলো তখন
সে বলল : আপনি মহিমাময়,
আপনার পবিত্র সত্তার কাছে
আমি তাওবাহ করছি এবং
আমিই সর্বপ্রথম ঈমান
আনলাম।

فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ
صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

মূসার (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মূসা (আঃ) ওয়াদার স্থানে এলেন এবং আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা'আলার সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন :

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي ۚ হে আমার রাব্ব! আমি আপনাকে দেখতে চাই। আপনাকে দেখার সুযোগ আমাকে দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন : 'তুমি কখনই আমাকে দেখতে পারনা।' لَنْ تَرَانِي এর মধ্যে যে لَنْ শব্দটি রয়েছে, এটা আলিমদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কেননা لَنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য এসে থাকে। এর উপর ভিত্তি করেই মু'তাযিলা সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আল্লাহ তা'আলার দর্শন অসম্ভব। কিন্তু তাদের এই উক্তি খুবই দুর্বল। কেননা এ ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ

সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২২-২৩) এর দ্বারা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে পরকালে দেখতে পাবে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) বলেন : 'হে মুসা! কোন জীবিত প্রাণী মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দেখতে পাবেনা। শুধু জিনিসও আমার আলোকসম্পাতের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا রাব্ব যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় আলোকসম্পাত করলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মুসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّىٰ অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন। এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ইশারা করে তুলে ধরেন। (আহমাদ ৩/১২৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৪৫১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে হামাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তিনি এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩২০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু কনিষ্ঠাঙ্গুলি বরাবর আলোকসম্পাত করেন, এর ফলেই মুসা (আঃ) অচেতন হয়ে পড়েন। হুশ ফিরে এলে মুসা (আঃ) বললেন : 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখতে পারেনা। আপনাকে দেখতে চেয়ে আমি যে ভুল করেছি তার জন্য তাওবাহ করছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।' এখানে ঈমান দ্বারা ঈমান ও ইসলাম উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে বুঝানো হয়েছে : 'আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার মাখলুক আপনাকে দেখতে পারেনা।'

وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا এই আয়াত সম্পর্কীয় আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, একজন ইয়াহুদী এসে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করল : 'আপনার একজন আনসারী সাহাবী আমার মুখের উপর এক থাপ্পড় মেরেছে।' ঐ সাহাবীকে ডেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এই লোকটিকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছেন।' আমি তখন বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও কি? সে বলল : 'হ্যাঁ।' এতে আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। তাই আমি তাকে এক থাপ্পড় মেরে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর মর্যাদা দিওনা। মানুষ কিয়ামাতের দিন অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম চৈতন্য লাভ আমারই হবে। কিন্তু আমি দেখব যে, মুসা (আঃ) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি জানিনা যে, আমার পূর্বে তাঁরই চৈতন্য লাভ হয়েছে, নাকি তিনি অজ্ঞানই হননি। কেননা তুরে আলোক সম্প্রাপ্তের সময় তিনি একবার সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫২, ১৩/৪৫৫; বুখারী ৪৬৩৮, ২৪১২, ৬৯১৭, ৩৩৯৮, ৭৪২৭, ৬৫১৮; মুসলিম ৪/১৮৪৪, ২৩৭৪; আবু দাউদ ৪৬৬৮, আহমাদ ২/২৬৪)

১৪৪। আল্লাহ বললেন : হে মুসা! আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

۱۴۴. قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ

১৪৫। অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ়

۱۴۵. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا

হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং
তোমার সম্প্রদায়কে এর
সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে
চলতে আদেশ কর। আমি
ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের
আবাসস্থান শীঘ্রই
তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব।

بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ
الْفَاسِقِينَ

মূসাকে (আঃ) আল্লাহর মনোনয়ন এবং ফলক প্রদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন : 'হে মূসা! আমি তোমাকে রিসালাতের জন্য ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য সমস্ত লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি।' তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানের সরদার বা নেতা। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খাতিমুল আশিয়া বানিয়েছেন। তাঁর শারীয়াত কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং তাঁর উম্মাতের সংখ্যা সমস্ত নাবীর উম্মাতের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে। মর্যাদা ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে তাঁর পরে ইবরাহীম খলীলের (আঃ) স্থান। অতঃপর মূসা ইবন ইমরান কালীমুল্লাহর (আঃ) স্থান। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন :

فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ আমি তোমাকে যে কালাম দান করেছি তা তুমি গ্রহণ কর এবং সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যা সহ্য করার তোমার শক্তি নেই তা যাখণ্ড করনা। এরপর সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, এই তাখতী বা ফলকে প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক হুকুমের ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাতে উপদেশাবলী ও নির্দেশাবলী বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত হারাম এবং হালালও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই ফলকের উপর তাওরাত লিখিত ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৩)

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ 'দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর' অর্থাৎ আনুগত্যের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর এবং স্বীয় সম্প্রদায়কেও নির্দেশ দাও যে, তারা যেন, উত্তমরূপে এর উপর আমল করে। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, আবু সা'দ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ করেন যে, তাঁকে যা প্রদান করা হয়েছে তা যেন তিনি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেন এবং ওর উপর আমল করেন, এবং তাঁর লোকদেরকেও তিনি যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দেন। (তাবারী ১৩/১১০)

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ হে মূসা! যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে ও আমার আনুগত্যের বাইরে চলে যাবে তাদের পরিণাম কি হবে অর্থাৎ কিভাবে তারা ধ্বংস হবে তা আমি শীঘ্রই তোমাকে দেখাব।

১৪৬। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রাখব, প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখার পরেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা, তারা যদি সৎ পথ দেখতে পায় তবুও সেই পথ সৎ পথ বলে গ্রহণ করবেনা। কিন্তু তারা ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখলে তাকেই তারা গ্রহণ করবে। এর কারণ হল, তারা আমার নিদর্শন-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা তা থেকে

١٤٦. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

সম্পূর্ণ রূপে অমনোযোগী ছিল।	بِأَيَّتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ
১৪৭। যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতে সাক্ষাত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের সমুদয় 'আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।	۱۴۷. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অহংকারী কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়না

সَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ : আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন : যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে এবং বিনা কারণে মানুষের কাছে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি শারীয়াত ও আহকাম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত করে দিব যা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও একাত্ত্ববাদের উপর অকাট্য প্রমাণ। অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَنُقَلِّبُ أَفْعَدِيهِمْ وَأَبْصِرُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۖ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৫)

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের থেকে কুরআন বুঝার মূল জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন এবং স্বীয় নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন। (তাবারী ১৩/১১২) এটা হচ্ছে ইব্ন উয়াইনার (রহঃ) চিন্তাধারা। ইব্ন জারীর (রহঃ) সুফিয়ানের (রহঃ) বরাতে বলেন যে, এই আয়াতের ইঙ্গিত এই উম্মাতের দিকেও রয়েছে। (তাবারী ১৩/১১৩) কিন্তু এটা অবশ্যস্যাবী নয়। ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) এটাকে প্রত্যেক উম্মাতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে থাকেন এবং উম্মাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননা। আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী। ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا তারা যতই আয়াত শ্রবণ করুক না কেন, ঈমান আনবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا যদি তারা সৎ পথ দেখতেও পায় তবুও সেই পথ গ্রহণ করবেনা, কিন্তু তারা যদি ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখতে পায় তাহলে ওকেই জীবন পথরূপে গ্রহণ করবে। এর কারণ এই যে, আমার আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী থেকেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ আমার আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তাদের সৎ আমলের সাথে সাথে ঈমান না থাকার কারণে তাদের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এ সবগুলি ছিনিয়ে নেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদের আমল অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব। অর্থাৎ ঈমানের সাথে ভাল আমল করলে ভাল প্রতিফল দেয়া হবে এবং মন্দ আমল করলে মন্দ প্রতিফলই দেয়া হবে। যেমন কর্ম তেমনই ফল।

১৪৮। আর মূসার চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করল, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হত। তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখিয়ে দেয়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করল। বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।

١٤٨. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمَرُّ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

১৪৯। আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল : আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।

١٤٩. وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

বাছুরের পূজা করার ঘটনা

আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করছেন যে, বানী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকেরা বাছুর পূজা করেছিল। কিবতীদের নিকট থেকে যেসব অলংকার ধারে নেয়া হয়েছিল সেগুলো দ্বারা সামিরী একটি বাছুর তৈরী করেছিল। ওর ভিতর ঐ মুষ্টি মাটি

নিষ্ক্ষেপ করেছিল যা সে জিবরাঈলের (আঃ) ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন থেকে গ্রহণ করেছিল। ঐ বাছুরের মধ্য থেকে গাভীর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতে লাগল। এ সবকিছুই মূসার (আঃ) অনুপস্থিতির সময় ঘটেছিল। তুরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই ফিতনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তাই মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করা হচ্ছে :

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (সূরা তা-হা, ২০ : ৮৫) ঐ বাছুরটিকে রক্ত-মাংস দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, নাকি ওর মধ্য থেকে শব্দ বের হচ্ছিল, না কি ওটাকে সোনা দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করেছিল কিনা, ফলে ওর মধ্য থেকে গাভীর শব্দ বের হচ্ছিল, এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে যে, ঐ বাছুরটিকে তৈরী করার পর যখন ওটা গাভীর মত শব্দ করতে শুরু করল তখন জনগণ ওর চতুর্দিকে নাচতে নাচতে প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং তারা বড় রকমের ফিতনায় পতিত হল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করল : 'এটাই আমাদের মা'বুদ এবং মূসারও (আঃ) মা'বুদ। মূসা (আঃ) ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন।'

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

তাহলে কি তারা দেখেনা যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখেনা? (সূরা তা-হা, ২০ : ৮৯) তাই ইরশাদ হচ্ছে :

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا তারা কি এটুকুও বুঝেনা যে, ওটা শব্দ করছে তাতে কি হয়েছে? ওটাতো তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারেনা! না তাদের কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে! সূতরাং অত্র আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : 'তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করল, বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।' তারা বাছুরকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করার ফলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে গেল। তাদের অন্তরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা পড়ে গেছে।

অতঃপর যখন তারা নিজেদের কর্মের উপর লজ্জিত হল এবং বুঝতে পারল যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগল :

وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তাহলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব ও ধ্বংস হয়ে যাব। যা হোক, তারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করে নিল এবং অনুশোচনা করল।

১৫০। মূসা রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বলল : আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ, তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তাড়াহুড়া করতে গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের মস্তক (চুল) ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। সে (হারুণ) বলল : হে আমার মাতার পুত্র! এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি আমাকে শত্রু সমক্ষে হাস্যসম্পদ করনা, আর এই যালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করনা।

١٥٠. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

১৫১। তখন মূসা বলল : হে আমার রাক্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন!

١٥١. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي

আর আমাদেরকে আপনার
রাহমাতের মধ্যে দাখিল
করুন! আপনি সব চেয়ে
দয়াবান।

وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করে স্বীয় কাওমের নিকট ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত ও ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

قَالَ بِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي তোমাদের নিকট থেকে আমার বিদায়ের পর বাছুর-পূজায় লিপ্ত হয়ে তোমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ করেছ। أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ তোমরা কি অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহর শাস্তি ডেকে আনার ইচ্ছা করেছিলে? আর আল্লাহর বাক্যালাপ থেকে সরিয়ে আমাকে সত্বর ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলে? আল্লাহ বলেন :

وَأَلْفَى الْاَلْوَا ح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ কঠিন রাগতঃ স্বরে তিনি ফলকগুলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন এবং ভাই হারুণের (আঃ) মাথা ধরে নিজের দিকে সজোরে টেনে আনেন। এই ঘটনাটি নিম্নের হাদীসটিকে প্রমাণিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : كَالْمُعَايِنَةِ 'শ্রুত সংবাদ দৃশ্যের মত নয়।' (আহমাদ ১/২৭১) আর প্রকাশ্য বচন হচ্ছে এই যে, মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফলকগুলি তাঁর কাওমের সামনে নিক্ষেপ করেন। এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনদের উক্তি। মূসা (আঃ) যে স্বীয় ভাই হারুণকে (আঃ) তাঁর মাথা ধরে টেনেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, তাঁর ধারণায় হারুণ (আঃ) জনগণকে বাছুর পূজায় বাধা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা করেছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا. أَلَّا تَتَّبِعَ أَفْعَصَيْتَ
أَمْرِي. قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنَّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ
فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

মূসা বলল : হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারুণ বলল : হে আমার সহোদর! আমার শৃঙ্গ ও কেশ ধরে আকর্ষণ করনা; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে : তুমি বানি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি। (সূরা তা-হা, ২০ : ৯২-৯৪) এখানে বলা হয়েছে, তখন হারুণ (আঃ) বলেছিলেন :

ابْنُ أُمِّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَظْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ
 وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি বা মাথার চুল ধরে টানবেনা, আমার এ ভয়তো ছিলই যে, তুমি না জানি বলবে : তুমি আমার জন্য কেন অপেক্ষা করনি এবং বানী ইসরাঈলকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেন নিষ্ক্ষেপ করেছ? হে আমার ভাই! এ লোকগুলো আমার কোনই পরওয়া করেনি। তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল। এমন কি তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। শত্রুদের সামনে তুমি আমাকে হাস্যস্পদ করনা এবং আমাকে এই অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য করনা। 'হে আমার মায়ের পুত্র' হারুণের (আঃ) এ ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল মূসার (আঃ) মনকে আকর্ষণ করা, যেন তাঁর প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। নচেৎ, তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেইতো মূসার (আঃ) ভাই ছিলেন। যখন মূসার (আঃ) কাছে তাঁর ভাই হারুণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন তখন তিনি হারুণকে (আঃ) ছেড়ে দিলেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَنْقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
 الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

হারুণ তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারাতো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে; তোমাদের রাব্ব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (সূরা তা-হা, ২০ : ৯০) এ জন্যই মূসা (আঃ) বলেছিলেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন। আমাদের উভয়কে আপনার রাহমাতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা মূসার (আঃ) উপর দয়া করণ। দর্শকের কথা ও শ্রোতার কথা পৃথক হয়ে থাকে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন, ‘তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার কাওম শিরকের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।’ এ কথা শুনে তিনি ফলকগুলি নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু যখন তিনি স্বচক্ষে তাদেরকে শিরকের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখেন তখন তিনি ক্রোধভরে ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন।’ (ইবন মাজাহ ২/৩৮০)

১৫২। যারা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা এই পার্থিব জীবনে তাদের রবের গযব ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে, মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

۱۵۲. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيْنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

১৫৩। যারা খারাপ কাজ করে, এরপর তাওবাহ করলে ও ঈমান আনলে, তোমার আল্লাহতো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

۱۵۳. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَعَٰمَنُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

গো-বৎস পূজার শাস্তিস্বরূপ বানী ইসরাঈলের উপর যে গযব নাযিল হয়েছিল তা ছিল এই যে, তাদের তাওবাহ ঐ পর্যন্ত কবুল হবেনা যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে। সূরা বাকারায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে :

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অতএব তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও, তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৫৪)

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ মিথ্যা রচনাকারীদেরকে (বিদ'আতী) আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। এই অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যেক মিথ্যা রচনাকারীর জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুফইয়ান ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বিদ'আতপন্থী এভাবেই অপমানিত হবে। যে বিদ'আত চালু করবে সে এই শাস্তিই পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা এবং বিদ'আতের বোঝা তার অন্তর থেকে বের হয়ে তার স্কন্ধের উপর এসে পড়বে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, সে পার্থিব জগতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করলেও তার চেহারায়ে অপমানের ছাপ লেগে যাবে। আইউব আল সাখসিয়ানী (রহঃ) আবু কিলাবাহ আল যারমী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিথ্যা রচনাকারী/বিদ'আতী কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ শাস্তি পেতে থাকবে। (তাবারী ১৩/১৩৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَغْفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবুলকারী। যত বড় পাপীই হোক না কেন, তাওবাহর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি কেহ কুফরী, শিরক ও নিফাকের কাজও করে, অতঃপর আস্তরিকতার সাথে তাওবাহ করে তাহলে সেই পাপও আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি লোক কোন এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করল, অতঃপর তাকে সে বিয়ে করল, এর কি হবে? উত্তরে তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করলেন :

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবাহ করে এবং ঈমান আনে, জেনে রেখ যে, এর পরেও তোমার রাব্বকে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) দশবার এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি তাদেরকে এর নির্দেশও দিলেননা এবং তা থেকে নিষেধও করলেননা। (দুররুল মানসুর ৩/৫৬৬)

১৫৪। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে প্রস্তর ফলকগুলি তুলে নিল, তাতে লিখা ছিল : যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও রাহমাত।

۱۵۴. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاَحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

শান্ত হওয়ার পর মূসা (আঃ) ফলকগুলি আবার তুলে নেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যখন মূসার (আঃ) ক্রোধ প্রশমিত হল তখন তিনি প্রস্তর ফলকগুলি উঠিয়ে নিলেন যেগুলি তিনি কঠিন ক্রোধের কারণে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এ কাজটা ছিল মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের কারণে। ইরশাদ হচ্ছে, এর মধ্যে হিদায়াত ও রাহমাত ছিল ঐ লোকদের জন্য যারা তাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করে। অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন যে, যখন তিনি ওগুলি নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর তিনি সেগুলি একত্রিত করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন যে, ঐ ভাঙ্গা ফলকগুলিতে হিদায়াত ও রাহমাতের আহকাম লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তফসীল সম্পর্কিত আহকাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় যে, ইসরাঈলী বাদশাহদের পুস্তকাগারে ইসলামী শাসনের যুগ পর্যন্ত এই খণ্ডগুলি বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৫৫। মূসা তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোক আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করল, যখন ঐ লোকগুলি একটি কঠিন ভূ-কম্পনে আক্রান্ত হল তখন মূসা বলল : হে আমার রাব্ব!

۱۵۵. وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ۖ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ

আপনি ইচ্ছা করলে এর পূর্বেও ওদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন, আমাদের মধ্যকার কতক নির্বোধ লোকের অন্যায়ের কারণে কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটাতো আপনার পরীক্ষা, আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সং পথে পরিচালিত করেন, আপনিইতো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ক্ষমাকারীদের মধ্যে আপনিইতো উত্তম ক্ষমাকারী।

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّيَ ^ع أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ^ع السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا ^ع فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ^ع أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ^ع وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

১৫৬। অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ায় ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন : যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের

١٥٦. وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي ^ع أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ^ع وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ^ع فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

প্রতি ঈমান আনে ।

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمْ بِأَيِّتِنَا يُؤْمِنُونَ

বানী ইসরাঈলের ৭০ জন লোকের নির্দিষ্ট স্থানে গমন এবং তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে মৃত্যু

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা (আঃ) এরূপ সত্তরজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করল তখন নিম্নরূপ কথা বলল :

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান করুন যা আপনি ইতোপূর্বে কেহকে দান করেননি এবং না আমাদের পরে কেহকেও দান করবেন।’ তাদের এই প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হলনা। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ঘিরে ফেললো। সুদী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) এমন ত্রিশজনসহ আসতে বলেছিলেন যারা গো-বৎস পূজার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং দু'আর জন্য একটা সময় ও স্থান নির্ধারণ করেছিল। মূসা (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করলেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বের হলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে অঙ্গীকার স্থলে পৌঁছলেন তখন তারা তাঁকে বলল :

حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً

আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা।
(সূরা বাকারাহ, ২ : ৫৫) এই স্পর্দ্ধামূলক কথার শাস্তি হিসাবে :

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ

অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। (সূরা নিসা, ৪ : ১৫৩) মূসা (আঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন :

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلِ وَيَٰئِيْ هে আমার রাব্ব! আমি এখন বানী ইসরাঈলের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি জবাব দিব? এরাতো তাদের মধ্যে ভাল লোক ছিল, আপনি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিলেন। হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতেন। (তাবারী ১৩/১৪১)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন : মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সন্তরজন খুবই ভাল লোককে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন : ‘চল, আল্লাহর কাছে যাই। তোমরা কাওমের অবশিষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তাওবাহ কর, সিয়াম পালন কর এবং শরীর ও কাপড় পবিত্র করে নাও।’ অতঃপর তিনি নির্ধারিত দিনে তাদেরকে নিয়ে তুরে সিনাইর দিকে চললেন। এর সবকিছুই আল্লাহর অবগতি ও অনুমতিক্রমে হয়েছিল। যে সন্তরজন লোক যারা মূসার (আঃ) পরিচালনাধীনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে এসেছিল তারা বলল : হে মূসা! আল্লাহর সাথে আপনার বাক্যলাপ হয়ে থাকে, আমাদেরকে তা শুনতে দিন। মূসা (আঃ) বললেন : আচ্ছা, ঠিক আছে। অতঃপর যখন মূসা (আঃ) পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি একটা অত্যন্ত ঘন মেঘখণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পাহাড়টিও মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মূসা (আঃ) মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তাঁর লোকগুলোকে বললেন : তোমরাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও। আল্লাহ তা‘আলা যখন মূসার (আঃ) সাথে কথা বলতেন তখন এমন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত যে, কেহই তা সহ্য করতে পারতনা। এ জন্য তিনি তাঁর অবস্থানের নিচে পর্দা ফেলে দিতেন। ঐলোকগুলো যখন মেঘখণ্ডের নিকট এসে ওর মধ্যে প্রবেশ করল তখন তারা সাজদায় পড়ে গেল। তারা মূসা (আঃ) ও আল্লাহর কথা শুনতে লাগল। তিনি মূসাকে (আঃ) আদেশ ও নিষেধ করে বলেছিলেন : ‘এটা কর এবং ওটা করনা।’ যখন তিনি ওটা থেকে মুক্ত হলেন এবং মেঘ সরে গেল তখন তিনি ঐ লোকদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারা তাঁকে বলল : হে মূসা! যে পর্যন্ত না আপনি আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবনা। তাদের এই ঔদ্ধত্যের কারণে বিজলী তাদেরকে পাকড়াও করল। তাদের প্রাণপাখী দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। এ দেখে মূসা (আঃ) বিলাপের সুরে বলতে লাগলেন :

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ হে আল্লাহ! আপনি যখন এদেরকে ধ্বংস করারই ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করলেননা কেন? (তাবারী ১৩/১৪০) এরা বোকামীর কাজ করেছে। বানী ইসরাঈলের যারা আমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কি আপনি ধ্বংস করে দিবেন?

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : 'ঐ লোকগুলোর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাদের সামনে গো-বৎসের পূজা চলছিল, অথচ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। তাদের কাওমকে তারা ঐ শিরকের কাজ থেকে নিষেধ পর্যন্ত করেনি।' (তাবারী ১৩/১৪৩-১৪৪) এ জনাই মূসা (আঃ) তাদেরকে নির্বোধ নামে অভিহিত করে বলেছিলেন :

إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ হে আল্লাহ! আপনি কি নির্বোধদের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন? তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন : হে আল্লাহ! এটা আপনার একটা পরীক্ষা। নিম্নরূপে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেছিলেন :

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ হে আল্লাহ! এটাতো আপনার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। একমাত্র আপনারই হুকুম চলে থাকে। আপনি যা চান তাই হয়। হিদায়াত দান ও পথভ্রষ্টকরণ আপনারই হাতে। আপনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ কুপথ দেখাতে পারেনা। আপনি যাকে দান থেকে বিমুখ করেন তাকে কেহ দান করতে পারেনা। পক্ষান্তরে আপনি যাকে দান করেন তা তার থেকে কেহ ছিনিয়ে নিতে পারেনা। রাজ্যের মালিক আপনিই। হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আপনারই রয়েছে। খাল্ক ও আমর আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

ওَأَنْتَ خَيْرُ هে আল্লাহ! আপনিই আমাদের অলী বা অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা আপনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।

وَاكْتُبْ 'এর সঙ্গে যখন رَحْمَةً যুক্ত হয় তখন ভাবার্থ হয় 'ক্ষমা করে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার তাকে আগামীতে পুনরায় পাপে জড়িত না করা।' هَذَا الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ দুনিয়ায়ও কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ নির্ধারিত করুন। هَذَا এর তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে إِلَيْكَ এর অর্থ করেছেন, আমরা অনুতপ্ত এবং তোমারই কাছে ফিরে এসেছি। (তবারী ১৩/১৫৪-৫৫)

আল্লাহর দয়া তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া এবং তাঁর ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) প্রতি ঈমান

তিনি (আল্লাহ) বলেন : قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যই অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। মূসা (আঃ) বলেছিলেন :

إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ হে আল্লাহ! এটা আপনার পরীক্ষা। তাই ইরশাদ হচ্ছে : شَاقِي عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ যাকে শাস্তি দেয়ার আমি ইচ্ছা করি এবং মনে করি যে, তার শাস্তি হওয়াই উচিত। নচেৎ আমার করুণাতো প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আমি যা চাই তাই করি। প্রতিটি কাজে নিপুণতা ও ন্যায় পরায়ণতার অধিকার আমারই। রাহমাতযুক্ত আয়াত খুবই বিরাট ও ব্যাপক এবং সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরশ বহনকারী মালাইকার মুখে উচ্চারিত হয় :

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

হে আমাদের রাক্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। (সূরা গাফির, ৪০ : ৭)

জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক বেদুঈন এলো। সে তার উটটি বসিয়ে বাঁধলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে উষ্ট্রটিকে খুলে সে ওর উপর সাওয়ার হল এবং দু’আ করতে লাগল : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দয়া করুন। এই দয়ায় আপনি অন্য কেহকেও শরীক করবেননা।’ তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন : ‘আচ্ছা বলত, এই লোকটি বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ, নাকি তার উটটি? সে যা বলছে তা তোমরা শুনেছ কি?’ সাহাবীগণ বললেন : ‘হ্যাঁ শুনেছি।’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহর রাহমাত অতি প্রশস্ত। তিনি স্বীয় রাহমাতকে একশ’ ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ তিনি সমস্ত মাখলূকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। দানব, মানব এবং চতুষ্পদ জন্তু সবাই এক ভাগের অংশ থেকেই অংশ পেয়েছে। বাকী নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন। এবার বলতো, এই উভয়ের মধ্যে কে বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ?’ (আহমাদ ৪/৩১২, আবু দাউদ ৫/১৯৭)

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাহমাতকে একশ’ ভাগে ভাগ করেছেন। এই একশ’ ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ দেয়ার কারণেই সৃষ্টজীব একে অপরের উপর করুণা ও মমতা দেখিয়ে থাকে। এমন কি এ কারণেই সমস্ত জীব-জন্তু নিজেদের সন্তান ও বাচ্চাদের উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে থাকে। বাকী নিরানব্বই ভাগ করুণা তাঁর কাছেই রয়েছে যা তিনি কিয়ামাত দিবসে প্রদর্শন করবেন। (আহমাদ ৫/৪৩৯, মুসলিম ৪/২১০৮)

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন : فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ঐ ব্যক্তিই আমার রাহমাতের হকদার হবে, যে আমাকে ভয় করে ও পরহেজগারী অবলম্বন করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

তোমাদের রাক্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ : ৫৪)

‘তারা তাকওয়া অবলম্বন করে’ অর্থাৎ শির্ক ও বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকে। আর ‘তারা যাকাত প্রদান করে।’ বলা হয়েছে যে, এখানে যাকাত দ্বারা নাফসের যাকাত অথবা মালের যাকাত বুঝানো হয়েছে কিংবা দু’টিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা হচ্ছে মাকী আয়াত।

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। অর্থাৎ ওগুলির সত্যতা স্বীকার করে।

১৫৭। যারা সেই নিরক্ষর রাসুলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সং কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও

۱۵۷. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَهُمْ عَلَيْهِمْ
الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ

পরকালে) সাফল্য লাভ
করবে।

الْمُفْلِحُونَ

বিভিন্ন নাবীদের কিতাবে রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) বর্ণনা

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي

التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ যারা নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে এবং মুসলিম হয়, তারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সম্যক অবগত যে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে করা হয়েছে। নাবীগণের গ্রন্থসমূহে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী উল্লিখিত আছে। ঐসব গ্রন্থে নাবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর মাযহাব গ্রহণ করার হিদায়াত করে গেছেন। তাদের আলেম ও ধর্মযাজকরা তা অবগত আছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবু শাখর আল উকাইলী (রহঃ) বলেছেন : একজন বেদুইন বর্ণনা করেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার আমি দুধেল উট বিক্রি করার উদ্দেশে মাদীনায গমন করি। উটটি বিক্রি করে আমি মনে মনে বলি, এবার ঐ লোকটির (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখের কিছু বাণী শুনে নেই। আমি দেখি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) সাথে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পিছু পিছু চললাম। তাঁরা তিনজন এমন এক ইয়াহুদীর বাড়ী পৌঁছলেন যে তাওরাতের জ্ঞান রাখত। তার ছেলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। ছেলেটি ছিল নব যুবক এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। ইয়াহুদীটি তার ছেলের পাশে বসে তাওরাত পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! সত্য করে বলত, এতে আমার নাবুওয়াতের কোন সংবাদ আছে কি নেই?’ সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল : ‘না।’ তখন তার মরণাপন্ন ছেলেটি বলে উঠল : ‘তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলী ও নাবুওয়াতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।’ অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এই ইয়াহুদীকে (পিতাকে) তার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এবং তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের

(দাফনের) ব্যবস্থা কর। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থেকে তার কাফন ও জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করলেন। (আহমাদ ৫/৪১১) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীস থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ফাতহুল বারী ৩/২৫৯)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন : 'আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বললেন : 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তাওরাতে তাঁর গুণাবলীর এরূপই বর্ণনা রয়েছে যেরূপ কুরআনে রয়েছে।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। (সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৮) তদ্রূপ তাওরাতেও রয়েছে, 'তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল, তুমি কঠোরও নও এবং সংকীর্ণমনাও নও। (তাবারী ১৩/১৬৪) ইমাম বুখারীও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৪/৪০২) আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐ পর্যন্ত নিজের কাছে আহ্বান করবেননা যে পর্যন্ত না তুমি ভুল পথে পরিচালিত কাওমকে সোজা পথে পরিচালিত করতে পার। আর যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায়, কান শ্রবণকারী ও চক্ষু দর্শনকারী হয়।' অতঃপর কা'বের (রহঃ) সাথে 'আতার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে তাকেও তিনি এই প্রশ্ন করেন। তিনি যা বর্ণনা করেন তাতে একটি অক্ষরেরও গরমিল হয়নি। তবে তিনি নিম্নের বাক্যটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন : 'তিনি বাজারে শোরগোল করেননা, মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দেননা, বরং ক্ষমা করে দেন।' তারপর বললেন : পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের ভাষায় 'তাওরাত' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ আহলে কিতাবের কিতাবগুলির উপর হয়ে থাকে এবং হাদীসের কিতাবগুলিতেও এরূপই কিছু এসেছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

দেন এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে উল্লেখ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও

অবস্থা এই ছিল যে, তিনি কল্যাণকর কথা ছাড়া কিছুই বলতেননা এবং যা অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হত তা থেকে তিনি মানুষকে বিরত রাখতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘যখন তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে বলতে শোন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** তখন কান খাড়া করে দাও। হয়তো কোন কল্যাণকর জিনিসের হুকুম করা হচ্ছে অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি নাবীদেরকে এই বার্তাসহ পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করবেনা এবং শুধু তাঁরই ইবাদাত করবে। সমস্ত নাবী এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) ইরশাদ হচ্ছে, :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ সে তাদের জন্য পবিত্র

বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে। অর্থাৎ তিনি তাদের এমন বস্তুসমূহ হালাল করেন যা তারা নিজেরাই নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন ‘বাহিরাহ’, ‘সাইবাহ’, ‘ওয়াসীলাহ’ এবং ‘হাম’। এসব জন্তু হালাল, কিন্তু তারা জোরপূর্বক এগুলোকে হারাম করে নিয়েছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদের উপর সংকীর্ণতা এনেছে। আর যে অপবিত্র ও খারাপ বস্তুগুলো আল্লাহ তা‘আলা হারাম করেছেন যেমন শূকরের মাংস, সুদ এবং খাদ্য জাতীয় জিনিস যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সেগুলোকে তারা হালাল করে নিয়েছে। (তাবারী ১৩/১৬৬) আল্লাহ তা‘আলা যেসব জিনিস হালাল করেছেন ওগুলি খেলে শরীরের উপকার হয় এবং দীনের সহায়ক হয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ঘোষিত হচ্ছে :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ মানুষের অন্তরে যে

বোঝা ছিল, রাসূল তা হালকা করেন এবং প্রথার যে শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দূর করেন। তিনি সহজ পছন্দ, দান ও ক্ষমা নিয়ে এসেছেন। যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন : 'আমি সহজ এবং দীনে হানিফ (ভেজালবিহীন দীন) নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ ৫/২৬৬, ৬/১১৬)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআ'য (রাঃ) ও আবু মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) আমীর করে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন : 'তোমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেনা। তাদেরকে সহজ পস্থা বাতলে দিবে, কঠিন করবেনা। একে অপরকে বিশ্বাস করবে। নিজেদের মধ্যে যেন মতানৈক্য সৃষ্টির খেয়াল না জাগে। (ফাতহুল বারী ৫/১৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করেছি এবং তাঁর সহজ পস্থা বাতলানোর পস্থা সুন্দরভাবে অবলোকন করেছি। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে বড়ই কঠিন্য ছিল। এই উম্মাতের উপর সবকিছু হালকা করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ আমার উম্মাতকে তাদের অন্তরের খেয়াল ও বাসনার জন্য পাকড়াও করেননা যে পর্যন্ত না তারা মুখে তা প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। (ফাতহুল বারী ৯/৩০০) তিনি আরও বলেছেন : আমার উম্মাতের ভুলত্রুটি ও বিস্মরণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তারা যদি ভুল বশতঃ কিছু করে অথবা জোরপূর্বক তাদেরকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়া হয়। (ইবন মাজাহ ১/৬৫৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে নিম্নরূপ কথা প্রার্থনা করতে বলেছেন :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَئِيئًا أَوْ آخِطَانًا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেননা। হে

আমাদের রাক্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, এ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া হলে তিনি প্রত্যেক যাপ্ণর সময় বলেন : আমি কবূল করলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
যারা তাঁর প্রতি (রাসূলের প্রতি) ঈমান রাখে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি দেখায়, আর সেই নূরকে অনুসরণ করে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভ করবে।

১৫৮। বল : হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরঙ্কর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

۱۵۸. قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত সর্বকালের জন্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا : হে নাবী! আরাব, অনারাব এবং দুনিয়ার লোকদেরকে বলে দাও, আমি সকলের জন্য নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। এটা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলীল যে, তাঁর উপর নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং তখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত তিনি সারা দুনিয়ার পয়গাম্বর। তাঁকে আরও বলতে বলা হচ্ছে :

قُلِ اللَّهُ شَهِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

তুমি বলে দাও : আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৯) ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ : ১৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ؕ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল : তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০) এ বিষয়ে এত বেশি আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, সেগুলির সংখ্যা অনেক। আর এ কথাতো সবারই জানা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ার (জিন ও মানব জাতির) জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবু দারদা (রাঃ) হতে বলেন : আবু বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) মধ্যে কোন

এক বিষয় নিয়ে তর্ক হয়। আবু বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) রাগান্বিত করেন। উমার (রাঃ) দুঃখিত হয়ে ফিরে যান। আবু বাকর (রাঃ) এটা অনুভব করেন। সুতরাং তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁর পিছু পিছু গমন করেন। কিন্তু উমার (রাঃ) তাঁকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আবু বাকর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেন। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমিও সেই সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : 'তোমাদের এই সঙ্গী আজ একজনকে রাগান্বিত করেছেন।' অতঃপর উমারও (রাঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ার কারণে লজ্জিত হন। তিনিও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হাযির হন। তিনি সালাম দিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়েন এবং তাঁর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) প্রতি রাগান্বিত হন। আর এটা লক্ষ্য করে আবু বাকর (রাঃ) বলতে থাকেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! বাড়াবাড়ি আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আপনারা কি আমার বন্ধু ও সঙ্গীকে (আবু বাকরকে রাঃ) একাকী ছেড়ে দিতে চান? আমি বলেছিলাম, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি! তখন আপনারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। অথচ আবু বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৩)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আজ রাতে পাঁচটি জিনিস আমাকে বিশিষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে এই বিশেষত্ব অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। এবং এটা আমি গর্ব/অহংকার করে বলছি না যে, (১) আমি সারা জাহানের সাদা-কালো সকল লোকদের কাছে নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। (২) আমি শুধু ভীতির মাধ্যমেই শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে থাকি, যদিও তার ও আমার মধ্যে এক মাসের পথের ব্যবধান হয়। (৩) যুদ্ধলব্ধ মাল আমার জন্য ও আমার উম্মাতের জন্য হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল ছিল না। (৪) সমস্ত যমীনই আমার জন্য পবিত্র ও সাজদাহর স্থান এবং এর মাটিকে পবিত্র করার বস্তু করা হয়েছে। (৫) আমাকে শাফাআ'তের অধিকার দেয়া হয়েছে। আমি এটা কিয়ামাতের দিনের জন্য আমার উম্মাতের উদ্দেশে জমা রেখেছি। এই

শাফা'আত ঐ ব্যক্তির জন্য হবে যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। (আহমাদ ১/৩০১) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ। তবে দুই শায়খ (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি : **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا**

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তাই নির্দেশ হচ্ছে :

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন : মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। তাঁর উপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে এরই ওয়াদা নেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে এরই শুভ সংবাদ রয়েছে। ঐ কিতাবগুলিতে 'নাবী উম্মী' এই শব্দ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ যে (রাসূল) আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৫৯। মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে।

১৫৯. **وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ**

সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সঠিক ও সত্য কাজের অনুসরণ করে, নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও ন্যায়কে সামনে রেখে বিচার কাজ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৩) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৯) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۖ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান আনি, এটি আমাদের রাক্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫২-৫৪) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ۖ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

বল : তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে : আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমন্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৭-১০৯)

১৬০। আমি বানী ইসরাঈলকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানির দাবী জানাল, তখন আমি মূসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে ওটা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান জেনে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া বিস্তার করলাম এবং তাদের জন্য আকাশ হতে 'মান্না' ও 'সালওয়া' খাদ্যরূপী নি'আমাত অবতীর্ণ করলাম। সুতরাং (আমি বললাম) তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর। (কিন্তু ওরা আমার শর্ত উপেক্ষা করে যুলুম করল) তারা আমার উপর কোন যুলুম

১৬০. وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ ۖ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُ ۖ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুলুম করেছে।	يَظْلِمُونَ
১৬১। যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম : এই (বাইতুল মুকাদ্দাস ও তৎসংশ্লিষ্ট) জনপদে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর, আর তোমরা বল : (হে রাক্ব!) ক্ষমা চাই, আর দ্বারদেশ দিয়ে নত শিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীল লোকদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।	<p>١٦١. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ</p>
১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ও সীমা লংঘনকারী ছিল, তারা সেই কথা পরিবর্তন করে ফেললো যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল, সুতরাং তাদের সীমা লংঘনের কারণে আমি আসমান হতে তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম।	<p>١٦٢. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ</p>
১৬৩। আর তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবারের	<p>١٦٣. وَسَأَلُهُم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ</p>

শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সীমা লংঘন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ছিল :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৬৫) এই আয়াতের আলোকেই সূরা আ'রাফের ১৬০ থেকে ১৬২ নং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন :

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَائِهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا হে নাবী! যেসব ইয়াহুদী তোমাদের পাশে রয়েছে তাদেরকে ঐ লোকদের ঘটনা জানিয়ে দাও যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার কারণে আকস্মিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এসব ইয়াহুদীকে খারাপ পরিণাম থেকে ভয় প্রদর্শন কর যারা তোমার সেই গুণাবলীকে গোপন করছে যা তারা তাদের কিতাবে পাচ্ছে, না জানি তাদের উপরও ঐ শাস্তি এসে পড়ে যা তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের উপর এসে পড়েছিল। ঐ বস্তি বা জনপদের নাম ছিল আইলাহ। ওটা কুলযুম সাগর (লোহিত সাগর) তীরে অবস্থিত ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) দাউদ ইবনুল হুসাইন (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা

করেন যে, এই আয়াতে সমুদ্রের তীরবর্তী যে জনপদের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী ওর নাম হচ্ছে 'আইলাহ' যা মাদইয়ান ও তুরের (যা সিনাইয়ে অবস্থিত) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। (তাবারী ১৩/১৮০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) একই বর্ণনা পেশ করেছেন। (তাবারী ১৩/১৮১)

يَعْدُونَ এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ দিন মাছগুলি স্বাধীনভাবে পানির উপর ভেসে উঠত এবং কিনারায় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্য দিন নদীর তীরে কখনই আসতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : আমি এরূপ কেন করেছিলাম? كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা করা যে, আমার আদেশ তারা মেনে চলছে কি-না! যেদিন (শনিবার) মৎস্য শিকার হারাম ছিল সেদিন মাছগুলি আশাভীতভাবে নদীর তীরে এসে জমা হত। আবার যেদিনগুলিতে মাছ ধরা হালাল ছিল ঐ সময় ঐগুলি লুকিয়ে যেত। এটা ছিল একটা পরীক্ষা। يَفْسُقُونَ কেননা তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অনুসন্ধান করেছিল এবং নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য গোপন পথে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিল। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইব্ন বাত্তাহ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা এমন কাজে জড়িয়ে পড়না যে কাজে ইয়াহুদীরা জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা কূট-কৌশল খুঁজে খুঁজে হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। (আদাব আয য়াফাফ ১৯২)

১৬৪। যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল : ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তারা উত্তরে বলল : তোমাদের রবের নিকট

۱۶۴. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُم

<p>দোষমুক্তির জন্য এবং এই আশা করছি যে, হয়তো তারা তাঁকে ভয় করবে।</p>	<p>وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ</p>
<p>১৬৫। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম।</p>	<p>١٦٥. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْنَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ</p>
<p>১৬৬। অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল তখন আমি বললাম : তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।</p>	<p>١٦٦. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ</p>

ইয়াহুদীদের মধ্যের সীমা লংঘনকারীরা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অন্যায় কাজে বাধাদানকারীরা রক্ষা পায়

ইরশাদ হচ্ছে যে, এই জনপদবাসী তিন ভাগে ভাগ হয়েছিল। প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐসব লোক যারা শনিবার মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করে নিষিদ্ধ কাজ করেছিল, যেমন সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা ঐ পাপী লোকদেরকে ঐ পাপকাজ করতে নিষেধ করেছিল এবং নিজেরাও ঐ কাজ থেকে দূরে রয়েছিল। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ দল যারা নিজেরা ঐ কাজে লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে নিষেধও করেনি। বরং যারা নিষেধ করেছিল তাদেরকে তারা বলেছিল :

لَمْ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا যে লোকদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে চান বা শাস্তি দিতে চান তাদেরকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি? তোমরাতো জেনেছে যে, এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এদের ব্যাপারে উপদেশ মোটেই ক্রিয়াশীল হবেনা। নিষেধকারীরা জবাবে বলেছিল : مَعذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ আমরা তো কমপক্ষে আল্লাহর কাছে এ কৈফিয়ত দিতে পারব যে, আমরা তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। কেননা ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কর্তব্যতো বটে। আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা হয়তো এ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

أَحْيَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا তাদের উপদেশ গ্রহণ করলনা, বরং ঐ পাপকাজ করতেই থাকল তখন ঐ কাজ করতে নিষেধকারীদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু ঐ পাপ কাজে লিপ্ত যালিমদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করলাম।

এখানে নিষেধকারীদের মুক্তি ও পাপীদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যারা ঐ পাপকাজে জড়িতও হয়নি এবং নিষেধও করেনি তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা কাজ যেমন হবে প্রতিদান তেমনই হবে। সুতরাং তারা প্রশংসার যোগ্য হলনা, কারণ তারা প্রশংসার যোগ্য কাজ করেনি। আর তারা নিন্দারও পাত্র হলনা, কেননা তারা ঐ পাপকাজে জড়িত হয়নি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আমি জানিনা ঐ লোকেরা রক্ষা পাবে কি পাবেনা যারা বলে لَمْ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন। সুতরাং আমি তাকে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, তারাও রক্ষা পাবে। অতঃপর তিনি খুশি হয়ে আমাকে কিছু কাপড় উপহার দিলেন। (তাবারী ১৩/১৮৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزِّهِمْ (আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম) অর্থাৎ যারা তা থেকে বিরত ছিল তারা রক্ষা পেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, بِئْسَ শব্দের অর্থ হল 'মারাত্মক'

(তাবারী ১৩/২০২) কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন 'যন্ত্রণাময়'। (তাবারী ১৩/২০২) এই উভয় অর্থই দাঁড়াচ্ছে একই ধরনের। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

১৬৭। তোমার রাব্ব ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন যারা তাদেরকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্ত হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।

১৬৭. وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكَ
لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

ইয়াহুদীদের উপর রয়েছে আল্লাহর চিরস্থায়ী গযব

تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত কঠিন শাস্তি নাযিল হতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং প্রতিটি কাজে কর্মে প্রতারণার কারণে তারা লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি পেতে থাকবে। কথিত আছে যে, মুসা (আঃ) তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর পর্যন্ত খিরাজ ধার্য করেছিলেন। আর তিনিই সর্বপ্রথম খিরাজ চালু করেছিলেন। অতঃপর ঐ ইয়াহুদীদের উপর গ্রীক, খুশদানীন এবং কালদানীরা আধিপত্য লাভ করে। (তাবারী ১৩/২০৫) তারপর তারা খৃষ্টানদের ক্রোধের শিকার হয়। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে থাকে। তাদের নিকট থেকে তারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করতে থাকে। যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। তারা যিম্মী ছিল এবং জিযিয়া কর প্রদান করত। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীদের 'লাঞ্ছিত ও অপমানিত' হওয়া হল দয়া দাক্ষিণ্যের উপর বেঁচে থাকা এবং কর (ট্যাক্স) প্রদান করা। সর্বশেষে

তারা দাজ্জালের সাহায্যকারী রূপে বের হবে। কিন্তু মুসলিমরা ঈসাকে (আঃ) সাথে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে। এসব কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্ত্বরই পাপীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। যে তাওবাহ করে তাকে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। এখানেও একই কথা যে, আযাব ও রাহমাতের বর্ণনা সাথে সাথেই হয়েছে। যেন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শনের কারণে মানুষ নৈরাশ্যের মধ্যে হাবুডুবু না খায়। তিনি উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন একই সাথে করেছেন, যাতে মানুষ ভয় ও আশার মধ্যে থাকতে পারে।

১৬৮। আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে দুনিয়ায় বিস্তৃত করেছি, তাদের কতক লোক সদাচারী, আর কিছু লোক ভিন্নতর। আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে।

۱۶۸. وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ
أُمَمًا ۖ مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ
وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُمْ
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

১৬৯। অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসূরীরা একের পর এক তাদের জ্বলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু তারা এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত্ব করে আর বলে : আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

۱۶۹. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ
هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ
لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ

বস্তুতঃ ওর অনুরূপ সামগ্রী আবার তাদের নিকট এলে ওটাও তারা গ্রহণ করে। তাদের নিকট হতে কি কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবেনা? আর কিতাবে যা রয়েছে তাতো তারা অধ্যয়নও করে। মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু লোকদের জন্য পরকালের সামগ্রী, তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবণ করতে পারনা?

يَا خُذُوهُ ۖ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَىٰ
اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ
وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১৭০। যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে; আমি তো সৎ কর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করিনা।

۱۷۰. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

অভিশাপের কারণে ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে দলে দলে বিভক্ত করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اأَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جَعَلْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম : তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৪) مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ

وَمِنْهُمْ دُونَ এই বানী ইসরাঈলের মধ্যে ভাল লোকও রয়েছে এবং মন্দ লোকও রয়েছে। যেমন জীনেরা বলত :

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا

এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (৭২ : ১১) আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন : وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : আমি তাদেরকে শান্তি ও আরামের যুগ দিয়ে এবং ভয় ও বিপদের যুগ দিয়ে দু'প্রকারেই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى

এরপর তাদের অযোগ্য উত্তরসূরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে। এই স্থলাভিষিক্ত লোকদের মধ্যে কোনই মঙ্গল নিহিত নেই, তারা শুধু নিজেরাই তাওরাত পাঠ করার ওয়ারিস হয়। অপরকে তারা পাঠ করায়নি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হারাম ও হালালের মোটেই পরওয়া করেনা। দুনিয়ার হারাম বস্তু তারা গ্রহণ করে এবং পরে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করে। কিন্তু আবার যখন দুনিয়ার কোন সম্পদ তাদের সামনে আসে তখন তারা ঐদিকে পা বাড়িয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/২১২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! এরা অতি নিকৃষ্ট উত্তরসূরী। নাবীগণের পরে এরাইতো ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের উত্তরাধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তাদের কাছে অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে :

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৯) দুনিয়া কামাইয়ের কোন সুযোগ এলে তখন তারা (হারাম-হালাল) কিছুই দেখেনা। কোন জিনিসই তাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। যা পায় তা'ই খায়। না হালালের কোন পরওয়া করে, আর না হারামের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে। (তাবারী ১৩/২১৩)

সুন্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন : বানী ইসরাঈলরা যখন কোন বিচারক নিয়োগ করত, সেই বিচারক লোকদের কাছ থেকে ঘুষ খেত। তাদের ভিতর যাকে উত্তম মনে করা হত তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হত যে, সে ঘুষ গ্রহণ করবেনা। কিন্তু যখন তাকে ঘুষ নেয়ার কারণে জবাবদিহি করা হত : কি ব্যাপার! বিচার কাজের জন্য তুমি কেন ঘুষ নিচ্ছ? তখন সে উত্তরে বলত : এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং তখন অন্যান্য লোকেরা তার এ কাজের জন্য তিরস্কার করত। অতঃপর সে যখন মারা যেত অথবা অন্য লোককে যদি তার স্থলাভিষিক্ত করা হত তখন সেও তার পূর্বসূরীর মত ঘুষ খেত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, অন্য পক্ষ (যারা ঘুষ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করে) যদি দুনিয়ার সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ পেত তাহলে তারাও তা করত। (তাবারী ১৩/২১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

তাদের নিকট হতে কি কিতাবের ওয়াদা নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবেনা? অতঃপর আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

فَبَذَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ

আর আল্লাহ যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৭) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : তারা আল্লাহর কাছে পাপমোচনের আশা রাখে বটে, কিন্তু পাপকাজ ছাড়তে চায়না এবং তাওবাহর উপর কায়ম থাকেনা। (তাবারী ১৩/২১৫) ইরশাদ হচ্ছে :

وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তাহলে আখিরাতের ঘর তোমাদের জন্য উত্তম। দুনিয়ার উপর উহাকে তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ কেন? তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পারনা? আল্লাহ তা'আলা বড় ও উত্তম পুরস্কারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন এবং পাপের মন্দ পরিণাম থেকে ভয় দেখাচ্ছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রশংসা

করছেন যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, যে কিতাব তাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের দিকে আহ্বান করেছে। এ সবকিছু তাদের কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ

الْمُصْلِحِينَ যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, তাঁর আদেশ নিষেধকে পূর্ণভাবে মেনে চলে, আর পাপকাজ থেকে বিরত থাকে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনও বিনষ্ট করিনা।

১৭১। যখন আমি বানী ইসরাঈলের উপর পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করেছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে। তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ। আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে।

۱۷۱. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তুর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : আমি যখন বানী ইসরাঈলের মাথার উপর (তুর) পাহাড়কে ছাদের মত লটকিয়ে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলার (সূরা বাকারাহ, ২ : ৯৩) এই উক্তি দ্বারা এটা প্রকাশিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/২১৮) মালাইকা এই পাহাড়টিকে উঠিয়ে তাদের মাথার উপর স্থির করে রেখেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পবিত্র

ভূমির দিকে যাচ্ছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর ফলকগুলি উঠিয়ে নিয়েছিলেন, আর দা'ওয়াতের কর্তব্য সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ তাদেরকে শুনিয়েছিলেন তখন তাদের কাছে কঠিন ঠেকেছিল বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর পাহাড়কে এনে খাড়া করে রেখেছিলেন, যেমন মাথার উপর চাদোয়া থাকে। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

১৭২। যখন তোমার রাব্ব বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমি কি তোমাদের রাব্ব (প্রভু) নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল : 'হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।' (এটা এ জন্য যে) যাতে তোমরা কিয়ামাত দিবসে বলতে না পার, 'আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।'

۱۷۲. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي
ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۚ
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا
كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

১৭৩। অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না পার : আমাদের পূর্ব-পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে শিরুক করেছিল, আমরা ছিলাম (শুধুমাত্র) তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুণ ধ্বংস করবেন?

۱۷۳. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ
ءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ
مَنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُونَ

১৭৪। এভাবেই আমি
নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত
করি যাতে তারা ফিরে আসে।

۱۷۴. وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ
الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আদম সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) সন্তানদেরকে তারই পৃষ্ঠদেশ হতে বের করেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদের রাব্ব ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) স্বীকারোক্তি এবং এটাই তাদের স্বভাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রুম, ৩০ : ৩০) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী মাযহাবের উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু ভাল ও নিখুঁতভাবেই সৃষ্ট হয়, কোনটি কি কানকাটা রূপে সৃষ্ট হয়? (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আইয়ায ইব্ন হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদের উপর সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ইবলীস শাইতান এসে আমি যা তাদের জন্য বৈধ করেছি তা অবৈধ করে তাদেরকে ধর্ম থেকে বিপথে নিয়ে যায়। (হাদীস নং ৪/২১৯৭)

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করা হয় এবং তাদেরকে ডানদিক ওয়ালা ও বামদিক ওয়ালা বানানো হয়। আর তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয় যে, আল্লাহই তাদের রাব্ব।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন একজন জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস করা হবে : যদি তুমি যমীনের সবকিছুর মালিক হয়ে যাও তাহলে এ

সবকিছু মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েও কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাবে? সে উত্তরে বলবে : হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : 'আমিতো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক কম চেয়েছিলাম! আমি আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকেই তোমার কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। কিন্তু তুমি শরীক করেছিলে। (আহমাদ ৩/১২৭, ফাতহুল বারী ৬/৪১৯, মুসলিম ৪/২১৬০)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানগুলি বেরিয়ে আসে যাদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করা হবে। প্রত্যেকের কপালে একটা করে আলোর ব্যবস্থা করেন যা চমকাচ্ছিল। সমস্ত সন্তানকে আদমের (আঃ) সামনে পেশ করা হয়। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন : হে আমার রাব্ব! এরা কারা? তিনি উত্তরে বলেন : এরা তোমারই বংশধর। আদম (আঃ) দেখতে পেলেন যে, একটি লোকের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য খুবই বেশি ছিল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রাব্ব! ইনি কে? আল্লাহ উত্তর দিলেন : বহু যুগ পরে ইনি তোমারই বংশের এক লোক হবে যার নাম হবে দাউদ। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! এর বয়স কত হবে? উত্তর হয় : ষাট বছর। তখন আদম (আঃ) বলেন : হে আমার প্রভু! আমি আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দান করলাম। কিন্তু আদমের (আঃ) বয়স যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালাকুল মাউত এসে তাঁর কাছে হাযির হলেন। তিনি মালাইকা/ফেরশেতাকে বললেন : 'এখনই কেন এলেন? এখনওতো আমার বয়সের চল্লিশ বছর বাকী রয়েছে?' তখন তাঁকে বলা হয়, এই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান দাউদকে (আঃ) দান করেননি? তখন আদম (আঃ) তা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তাঁর সন্তানদেরও অস্বীকার করার স্বভাব হয়ে গেছে। আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। আদম (আঃ) ভুল করেছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুল করে। (তিরমিযী ৮/৪৫৭, হাসান সহীহ)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ৮/৪৫৭) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এটি তার মুসতাদারক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিমের শর্তে তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। (হাকিম ২/৩২৫)

এ হাদীসটি সহ অনুরূপ আরও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদেরকে বের করার পর দুই ভাগে ভাগ করা

করেছিলাম, কিন্তু সে উহা
বর্জন করে। ফলে শাইতান
তার পিছনে লেগে যায়, আর
সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে शामिल
হয়ে যায়।

ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَاوِينَ

১৭৬। আর আমি ইচ্ছা করলে
তাকে এই আয়াতসমূহের
সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু
সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে
পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার
(প্রবৃত্তির) অনুসরণ করতে
থাকে। তার উদাহরণ একটি
কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি
কষ্ট দাও তাহলে জিহ্বা বের
করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না
দিলেও জিহ্বা বের করে
হাঁপাতে থাকে। যারা আমার
আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন
করে, এই উদাহরণ হল সেই
সম্প্রদায়ের জন্য। তুমি
কাহিনী বর্ণনা করে শোনাতে
থাক, হয়ত তারা এটা নিয়ে
চিন্তা-ভাবনা করবে।

۱۷۶. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ
أَوْ تَتْرَكَهُ يَلْهَثَ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

১৭৭। কতই না মন্দ উদাহরণ
সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা
প্রতিপন্ন করে এবং তারা

۱۷۷. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ

নিজেরাই নিজেদের উপর
অত্যাচার করতে থাকে।

كَانُوا يَظْلِمُونَ

অভিশপ্ত বাল'আম ইব্ন বা'উরার ঘটনা

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে, সে ছিল বানী ইসরাঈলের মধ্যকার একটি লোক। তার নাম ছিল বালআ'ম ইব্ন বাউরা। (আবদুর রায্যাক ২/৪৪৩) কাতাদাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল সাইফী ইব্ন রাহিব। কা'ব (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বালকাবাসী (জর্ডানের একটি প্রদেশ) এক লোক। সে ইসমে আ'যম জানত। সে ইয়াহুদী আলিমদের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় নিদর্শনাবলী ও কারামাত দান করেছিলেন। কিন্তু সে ঐগুলোর মর্যাদা দেয়নি। (তাবারী ১৩/২৬১) মালিক ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বানী ইসরাঈলের এক লোক যার প্রার্থনা কবুল করা হত। জনগণ বিপদাপদের সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনার জন্য তাকেই দু'আ করার অনুরোধ করত। মূসা (আঃ) দীনের দা'ওয়াতের জন্য তাকে মাদইয়ান দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানকার বাদশাহ তাকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং জমি-জমা ও বহু উপঢৌকন প্রদান করে। সে মূসার (আঃ) দীন পরিত্যাগ করে বাদশাহর মতাদর্শ কবুল করে নেয়। ইমরান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুসাইন (রহঃ) বলেন, ইমরান ইব্নুল হারিস (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : সে হল 'বাউরা' এর ছেলে 'বালআম' (তাবারী ১৩/২৫৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। অতএব এ থেকে জানা গেল যে, এ আয়াতটি প্রাচীন যুগের বানী ইসরাঈলের এক লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমনটি বলেছেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং সালাফগণের অনেকে। (তাবারী ১৩/২৫৩)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) যখন জাব্বারীনের (জেরুযালেম) শহরে আগমন করেন তখন বালআ'মের কাছে তার লোকেরা এসে বলে : 'মূসা (আঃ) একজন লৌহমানব। তাঁর সাথে বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে। যদি তিনি আমাদের উপর জয়যুক্ত হন তাহলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা

করুন যেন মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিপদ আমাদের থেকে দূর হয়।' সে বলল : 'যদি আমি এই দু'আ করি তাহলে আমার দীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে।' কিন্তু জনগণ পীড়াপীড়ি করায় সে ঐরূপ দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার বুয়ুর্গী ও কারামাত ছিনিয়ে নেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন : **فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ** সে কারামাত থেকে বঞ্চিত হল এবং শাইতান তার পিছনে লেগে গেল। (তাবারী ২৩/২৬০) ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে। সে এমনভাবে দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে যায় যেভাবে কোন অজ্ঞান লোক পড়ে থাকে। সে শাইতানের সহকর্মী হয়ে যায় এবং নীচতা ও হীনতা অবলম্বন করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি আবু নাযর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মূসা (আঃ) যখন সিরিয়া হতে বানী কিনআ'নে আসেন তখন বালআ'মকে তার কাওমের লোকেরা বলে : 'মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়সহ আমাদের দেশে আসছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের এখানে তাঁর লোকদেরকে বসিয়ে দেয়া। আমরা আপনার কাওমেরই লোক। আমাদের অন্য কোন বাসস্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করে থাকেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বদ দু'আ করুন।' সে বলল : 'তোমরা নিপাত যাও! মূসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নাবী। তার সাহায্যার্থে মালাইকাও রয়েছেন এবং মু'মিনরাও রয়েছেন। সুতরাং আমি তাঁদের উপর কিরূপে বদ দু'আ করতে পারি? আমি যা জানি তা জানিই।' তার লোকেরা তখন বলল : 'তাহলে আমরা থাকব কোথায়?' এভাবে সব সময় তারা তার উপর চাপ দিতে থাকে এবং বিনীতভাবে বদ দু'আ করার জন্য তার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় নিষ্ফল হয়। সে স্বীয় গর্দভীর উপর সাওয়ার হয়ে একটি পাহাড় অভিমুখে গমন করে, যে পাহাড়ের পিছনে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। ঐ পাহাড়টিকে হুসবান পাহাড় বলা হয়। কিছু দূর গিয়ে তার গর্দভীটি বসে পড়ে। সে তখন নেমে গর্দভীকে মারতে শুরু করে যতক্ষণ না সে উঠে দাঁড়ায়। কিছু দূর গিয়ে আবার সে বসে পড়ে। এভাবেই সে বার বার যখন তাকে মারতে থাকে তখন সে আবার উঠে দাঁড়ায়। অবশেষে সে হুসবান নামক পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ওখানে পৌঁছে বাল'আম মূসা (আঃ) ও মু'মিনদের উপর বদ দু'আ করতে শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জিহ্বাকে এমনভাবে ঘুড়িয়ে দিলেন যে, তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করতে গেলে তা বদ দু'আ হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত এবং বানী ইসরাঈলের জন্য বদ দু'আ করলে উত্তম দু'আ হয়ে বেরিয়ে আসত। তার লোকেরা বলল : ওহে বালআম! তুমি একি করছ! তুমিতো বানী ইসরাঈলের জন্য দু'আ করছ, আর আমাদের জন্য বদ দু'আ করছ! সে বলল : ইহা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে যাচ্ছে। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে। তার জিহ্বা লম্বা হয়ে মুখের বাইরে বেরিয়ে এল। সে তাদেরকে বলল : আমি তো ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারালাম। **وَأُتِلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا**

فَانْسَلَخَ مِنْهَا এ আয়াতটি বাল'আম ইব্ন বাউরার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

إِ هِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ এই

আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেছেন যে, বালআ'মের জিহ্বা লটকে তার বক্ষে গিয়ে পড়েছিল। তাই তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কুকুরের সঙ্গে যে, যদি তাকে কষ্ট দেয়া হয় তাহলে সে হাঁপাবে এবং কষ্ট না দিলেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মেরও অবস্থা যে, তার উপর কারামাত নাযিল হোক অথবা দুঃখ-বেদনা নাযিল হোক, একই কথা। অথবা এই দৃষ্টান্ত তার পথভ্রষ্টতা এবং তাকে ঈমানের দিকে ডাকা বা না ডাকা উভয় অবস্থায়ই তার দ্বারা উপকৃত না হওয়ার ব্যাপারে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তাকে তাড়ালেও সে জিহ্বা লটকিয়ে হাঁপাবে এবং না তাড়ালেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মকেও যদি ঈমানের দিকে আহ্বান করা হয় তাহলে তার দ্বারা সে উপকার লাভ করবেনা এবং আহ্বান না করলেও উপকার লাভ করবেনা। এই ধরনেরই একটি কথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৬) এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৮০) অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, কাফির, মুনাফিক এবং পথভ্রষ্ট লোকের অন্তর দুর্বল হয় এবং তা হিদায়াতশূন্য থাকে। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবেনা। হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে অনুরূপ বর্ণনা নকল করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন :

فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ হে রাসূল! তুমি জনগণকে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দাও, যাতে তারা বানী ইসরাঈলের অবস্থা অবহিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে চলে এবং বালআ'মের অবস্থা কি হয়েছিল তাও চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান রূপ মহামূল্যবান সম্পদকে সে দুনিয়ার নগণ্য আরাম ও বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শেষে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদী আলেমরা যারা তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর হিদায়াত পাঠ করছে এবং তোমার গুণাবলী তাতে লিপিবদ্ধ দেখছে, তাদের উচিত নয় দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত হয়ে শিষ্যদেরকে ভুল পথে চালিত করা। নতুবা তারাও ইহকাল ও পরকাল দুইই হারাবে। তাদের কর্তব্য হবে, তারা যেন তাদের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে এবং তোমার (রাসূলের সাঃ) আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অন্যদের কাছেও যেন সত্য কথা প্রকাশ করে দেয়। দেখ! কাফিরদের দৃষ্টান্ত কতই না জঘন্য যে, তারা কুকুরের মত শুধু খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে! সুতরাং যে কেহই ইল্ম ও হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে যাবে সেই হবে কুকুরের মত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জঘন্য দৃষ্টান্ত যেন আমাদের উপর প্রযোজ্য না হয়। কেহকে দেয়ার পর তা যে ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা খেয়ে নেয়। (ফাতহুল বারী ৫/২৮৮) ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلُمُونَ তারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।
 কেননা তারা হিদায়াতের অনুসরণ করেনি। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ
 বিলাসের মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা আল্লাহর অত্যাচার করা নয়।

১৭৮। আল্লাহ যাকে পথ
 দেখান সেই পথ প্রাপ্ত হয়,
 আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন
 হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও
 ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

۱۷۸. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
 الْمُهْتَدِى ۖ وَمَنْ يَضِلَّ
 فَلَا تُنْكِرُ لَهُمُ الْخَسِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, যাকে তিনি সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে
 কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কার এমন শক্তি
 আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান
 না তা হয়না। এ জন্যই ইব্ন মাসউদের (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
 مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
 يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি; তাঁরই কাছে
 সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট হিদায়াত কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা
 করছি। আমরা আমাদের নাফসের অকল্যাণ হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং
 মন্দ আমল হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে
 কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ
 দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।
 তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ
 সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (আহমাদ ১/৩৯২, আবু
 দাউদ ২/৫৯১, তিরমিযী ৪/২৩৭, নাসাঈ ৩/১০৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬০৯)

১৭৯। আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা। তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন।

১৭৯. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ
هُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ
ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ
كَأَلَّا نَعْمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ
هُم الْغَافِلُونَ

অবিশ্বাস এবং এর পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন **وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ** আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি) অর্থাৎ আমি ইহা তাদের জন্যই তাদের আমলের ক্রমানুপাত হিসাবে তৈরী করে রেখেছি। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন ঐ সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার আগেই তিনি জানেন যে, তার আমল কেমন হবে। তিনি এসব কিছুই তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাঁর সৃষ্টি জীবের তাকদীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। (মুসলিম ৪/২০৪৪) এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তাকদীরের মাসআলাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই। ইরশাদ হচ্ছে :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا

يَسْمَعُونَ بِهَا তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তারা অনুধাবন করেনা। চক্ষু রয়েছে, কিন্তু দেখেনা। কান রয়েছে, কিন্তু শোনেনা। এ জিনিসগুলিকে হিদায়াত লাভ করার জন্য কারণ বানানো হয়েছিল। কিন্তু ওগুলি দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَتَّبِعُونَ بَغَايَتِ اللَّهِ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৬) মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাভূত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮) আর কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৩) অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَرُ وَلَٰكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষঃস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৬) আরও বলেন :

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬-৩৭) এখন এখানে ইরশাদ হচ্ছে, :

وَلَيْكَ كَالِإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত। তারা সত্য কথা শোনেওনা এবং সত্যের পথে চলতে সাহায্যও করেনা। তারা হল তৃণভোজী পশুর মত যারা এর দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনা, শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে এর দ্বারা উপকার লাভ করা হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭১) তদ্রূপ এই লোকগুলোকেও ঈমানের দিকে ডাকা হলে তারা এর উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তারা শুধু তাদের রাখালের ডাকের শব্দই শুনে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَيْكَ كَالِإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ এই লোকগুলো হল পশুর মত, না বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। কেননা পশু তার রাখালের কথা না বুঝলেও কমপক্ষে তার দিকে মুখ ফিরে তাকায়। তাছাড়া ঐ জন্তুগুলো দ্বারা অনুধাবন করতে না পারার যে কাজ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তাদের প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত ব্যাপার। পক্ষান্তরে কান্দিদেরকে কোন অংশী স্থাপন করা ছাড়াই আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুফরী ও শিরক করেছে। আর এ জন্যই যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা কুফরী করে তারা পশুর মত কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর বলে গণ্য হবে।

১৮০। আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

۱۸۰. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলিকে বিশেষ সময়ে পাঠ করবে বা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং বেজোড় (এক)। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন। (ফাতহুল বারী ৫/৪১৭, ১১/২১৮; মুসলিম ৪/২০৬২) তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলার শুধু এই নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, আর কোন নাম নেই এমনটা সঠিক নয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি কেহ দুঃখ কষ্টে পতিত হয় এবং আল্লাহর কাছে নিম্ন লিখিত দু’আটি পাঠ করে দু’আ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুঃখ কষ্ট দূর করবেন এবং এর পরিবর্তে তাকে আনন্দিত করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হল : আমরা কি এটা মুখস্থ করবনা? তিনি উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, বরং যে এটা শুনবে তারই মুখস্থ করে নেয়া উচিত। (আহমাদ ১/৩৯১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ
بِيَدِكَ، مَا ضَلَّ فِيْ حُكْمِكَ، عَدَلْتُ فِيْ قَضَاؤِكَ، اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ
لَكَ، سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ، اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ
خَلْقِكَ، اَوْ اَسْتَاثَرْتُ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
الْعَظِيْمَ رِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذِهَابَ هَمِّىْ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, বান্দার সন্তান, আমার ভাগ্য তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার কাছেই আমার ফাইসালা। তোমার যে নামসমূহ রয়েছে এবং যে নামসমূহ তুমি তোমার কিতাবে বর্ণনা করেছ, অথবা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা কেহকে শিক্ষা না দিয়ে তোমার কাছেই গোপন রেখেছ তার অসীলা দিয়ে বলছি, মহান কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের স্মরণ করে দাও, আমাদের বক্ষের নূর করে দাও এবং আমার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও। ইরশাদ হচ্ছে :

وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يَارَا আল্লাহর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ওَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। যেমন বলা যে, লাত (একটি মূর্তি) আল্লাহর নাম থেকেই উৎসারিত। (তাবারী ১৩/২৮২) কাফিরেরা আল্লাহর নামের সাথে 'লাত' শব্দটিকেও যোগ করে দেয়। তারা 'লাত'-কে আল্লাহর স্ত্রীলিঙ্গ বলে (নাউয়বিলাহি মিন যালিকা)। 'উয'যা' শব্দটিকে তারা 'আযীয' থেকে বের করে থাকে এবং এটাকেও স্ত্রী খোদা বলে। 'ইলাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর আরাবদের পরিভাষায় মধ্যম পস্থা থেকে সরে যাওয়াকে 'ইলহাদুন' বলা হয়। 'লাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কাবর। কাবরকে 'লাহাদ' এ জন্যই বলা হয় যে, ওটা গর্তের ভিতর আর একটি গর্ত করে তৈরী করা হয়ে থাকে।

১৮১। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য পথের দাওয়াত দেয় এবং ন্যায় বিচার করে।

۱۸۱. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ আমার সৃষ্ট কাওমের মধ্যে কোন কোন কাওম কথায় ও কাজে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সত্য কথা বলে, সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং সত্যের দ্বারা ফাইসালাও করে। এই উম্মাত দ্বারা উম্মাতে

মুহাম্মাদীয়াকে বুঝানো হয়েছে। মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে একটি কাওম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শেষ পর্যন্ত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। ঐ দলটি সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। কোন বিরুদ্ধবাদী দল তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কিয়ামাত আসা পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৫১, মুসলিম ৩/১৫২৪)

<p>১৮২। যারা আমার আয়াত-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাদের অজ্ঞাতে তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।</p>	<p>১৮২. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>১৮৩। আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত।</p>	<p>১৮৩. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ</p>

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ এর ভাবার্থ এই যে, তাদের জীবিকার দরজাগুলি খুলে যাবে এবং পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা এর দ্বারা প্রতারিত হবে এবং ধারণা করবে যে, তাদের ঐ অবস্থা চিরকালই থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন

হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য। (সূরা আন'আম, ৬ : ৪৪-৪৫) এ জন্যই তিনি বলেন : وَأُمْلِي لَهُمْ আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা খুবই বলিষ্ঠ ও অটুট।

১৮৪। তারা কি এটা চিন্তা করেনা যে, তাদের সঙ্গী পাগল নয়? সে নিছক একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী!

۱۸۴. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا
بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍێ إِنَّ هُوَ إِلَّا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ

এই মিথ্যা প্রতিপন্থকারীরা এটাও চিন্তা করেনি যে, তাদের বন্ধু ও সঙ্গী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেই পাগল নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল, যিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। যার স্থির বুদ্ধি রয়েছে এবং তা যে কাজে লাগায় সে'ই পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ

এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়। (সূরা তাকউইর, ৮১ : ২২) অন্যত্র তিনি বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةٍۙ أَنَّ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتْنًىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا
مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍێ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

বল : আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৬) খাঁটি অন্তরে আল্লাহকে ডাকতে থাক। গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে হাকীকাত তোমাদের কাছে খুলে যাবে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য এবং তোমাদের শুভাকাংখী।

কাতাদাহ ইব্ন দিআমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন : আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা 'সাফা' পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন। সেখানে তিনি কুরাইশদেরকে একত্রিত করেন এবং এক এক গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর শান্তি এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি বলতে শুরু করে যে, তাঁকেতো পাগল বলে মনে হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত সে এভাবে চীৎকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৩/২৮৯)

১৮৫। তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করেনা? এবং তাদের জীবনে নির্দিষ্ট মেয়াদটি পূর্ণ হওয়ার সময়টি হয়তো বা নিকটে এসে পড়েছে, তারা কি এটাও চিন্তা করেনা? এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

১৮৫. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ
يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ
حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ

ইরশাদ হচ্ছে, আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থকারীরা এ কথা কি চিন্তা করে দেখেনা যে, আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে সবগুলির উপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে? তাদের উচিত ছিল এগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলেই তারা এ শিক্ষা লাভ করত যে, এ সবকিছুই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন। তাঁর সাথে কারও কোন তুলনা চলেনা এবং তাঁর সাথে কারও কোন সাদৃশ্যও নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। তাদের আরও উচিত তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর অনুসরণে ঝুঁকে পড়া, মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং এই ভয় করা যে, মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, সুতরাং যদি কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ এর পরও তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে? অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন মূলক হুমকি দেয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহী ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করে যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন তাহলে তারা আর কোন্ কথার সত্যতা স্বীকার করবে?

১৮৬। যাদেরকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন।

۱۸۶. مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম পথভ্রষ্ট হিসাবে লিখে দিয়েছেন তাদেরকে কেহই পথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। তারা যতই নিদর্শনসমূহ অবলোকন করুক না কেন, তাদের কোনই উপকার হবেনা। আল্লাহ যাকে ফিতনায় পতিত করেন তাকে কে সত্য পথে আনবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪১)

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

বলে দাও : তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০১)

১৮৭। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও : এ

۱۸۷. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন, তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও : এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝেনা।

أَيَّانَ مَرْسَلَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا تُجَلِّيهَا لَوْفَتَهَا إِلَّا
هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

কিয়ামাত দিবসের আলামতসমূহ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অথবা ইয়াহুদীদের একটি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটিই সঠিকতর। কেননা এটি মাক্কী আয়াত। আর ইয়াহুদীরাতো ছিল মাদীনার অধিবাসী। আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা'আলা বলেন :

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ

লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৩) আসলে তা কিন্তু বিশ্বাস করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দৃষ্টিকোণ নিয়েই প্রশ্ন করছে। যেমন নিম্নের আয়াতে দেখা যাচ্ছে :

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আর তারা বলে : (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৮) অন্য জায়গায় বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِؤْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা তুরাশ্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতন্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা শুরা, ৪২ : ১৮)

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন : হে নাবী! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এবং দুনিয়া কখন শেষ হবে? আর ওর নির্ধারিত সময় কোন্টা? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও :

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ
আমার রাব্ব আল্লাহরই রয়েছে! আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই এ সময় সম্পর্কে অবহিত নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُثْقَلُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
অজ্ঞাত। হাসান (রহঃ) এর ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন যমীন ও আসমানবাসীর ওটা অত্যন্ত ভারী ও কঠিন বোধ হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন কোন জিনিস থাকবেনা যার উপর কিয়ামাতের কষ্ট পৌছবেনা। ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন : আকাশ ফেটে যাবে, তারকারাজী খসে পড়বে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, পাহাড় উড়তে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন সবই হবে। আকাশবাসীদেরও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন : لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْةٌ
ওটা এমনভাবে হঠাৎ এসে পড়বে যে, ওর কোন ধারণাও কেহ করবেনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হঠাৎ করেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, যখন লোকদের কেহ পানির পাত্রের ছিদ্র মেরামত করতে থাকবে, কেহ তার পশুকে পানি পান করাতে থাকবে, কেহ বিক্রির জন্য মালামাল বাজারে উপস্থিত করবে অথবা (কেনা-বেচার জন্য) দাড়িপাল্লা ঠিকঠাক করতে থাকবে। (তাবারী ১৩/২৯৭)

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে তখন সবাই ওটা অবলোকন করে ঈমান আনবে। কিন্তু ঐ সময়ে ঈমান আনা কারও কোন উপকারে আসবেনা। পাপীদের সেই সময়ের সৎ কাজ মোটেই ফলদায়ক হবেনা। ঐ সময় দু'ব্যক্তি কাপড় আদান প্রদান করতে থাকবে, এই উদ্দেশ্যে কাপড়ের মূল্য পরিশোধ কিংবা কাপড় গুটিয়ে ফিরাব সময় থাকবেনা; দুধ দোহন করে পান করারও সময় পাওয়া যাবেনা, পশুকে পান করার পানির পাত্র পরিষ্কার করতেই থাকবে, তার খাদ্য-খাস মুখে দেয়ার জন্য হাত তুলতে যাবে ইত্যবসরে কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ১১/৩৬০)

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا এর অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা কিয়ামাতের রহস্য তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বড় বন্ধু। আর তারা তোমাকে এটা এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছে যেন তিনি কিয়ামাত সংঘটনের তারিখ অবগত রয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা এই রহস্য নিজের নিকটতম কোন মালাক কিংবা কোন রাসূলের কাছেও প্রকাশ করেননি। (তাবারী ১৩/২৯৮)

এ মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্ন নাযিহ (রহঃ) يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, আপনি যেমন এ প্রশ্ন করেছেন তেমনি এর অর্থও আপনারই জানার কথা।

একজন বেদুঈনের রূপ ধারণ করে একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন, যেন জনগণ দীনী শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি হিদায়াত অনুসন্ধিৎসু একজন প্রশ্নকারীর মত তাঁর পাশে বসে পড়েন এবং তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে। তারপর জিজ্ঞেস করেন : 'কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে?' এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি নেই।

অর্থাৎ আপনি যেমন এটা জানেননা, তেমনই আমিও জানিনা। কোন লোকই এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা বা জানতে পারেনা।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৪)

অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) একজন বেদুঈনের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কিয়ামাতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তিনি নিদর্শনগুলি বলে দেন। তারপর তিনি বলেন : পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। তাঁর প্রতিটি উত্তরের উপর জিবরাঈল (আঃ) বলে যাচ্ছিলেন : 'আপনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন।' সুতরাং সাহাবাগণ এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ইনি কি ধরনের প্রশ্নকারী? তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন, আবার উত্তরের সঠিকতা স্বীকার করছেন! যখন সেই প্রশ্নকারী চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন : ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে দীর্ঘ মাসআলাগুলি শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। এর পূর্বে যখন তিনি রূপ পরিবর্তন করে আসতেন তখন আমি তাঁকে চিনতে পারতাম। এবার কিন্তু আমিও তাঁকে চিনতে পারিনি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরাবের বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত এবং প্রায়ই প্রশ্ন করত : কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন এক শিশু সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন : 'যদি আল্লাহ একে পূর্ণ বয়স দান করেন তাহলে এ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমার কিয়ামাত এসে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৬৯) এখানে কিয়ামাত দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে এই দুনিয়া হতে সরিয়ে আলামে বারযাখে নিয়ে যাবে। শব্দের কম বেশি কিছু পরিবর্তনসহ এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, এসব হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামাত আসবে এবং অবশ্যই আসবে। কিন্তু সময়ের নির্ধারণ সম্ভব নয়।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইন্তিকালের এক মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : 'তোমরা আমাকে

কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছ। কিয়ামাত আসতে আর কত সময় বাকি আছে এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে আমি শপথ করে বর্ণনা করছি যে, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী রয়েছে, একশ' বছর পরে এগুলোর একটিরও অস্তিত্ব থাকবেনা।' (মুসলিম ৪/২২৭০) ইব্ন উমার (রাঃ) এর ভাবার্থ করেছেন, কিয়ামাতের দিন যেমন সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করবে, তদ্রূপ একশ' বছর পরে বর্তমানের সমস্ত লোকের জন্য কিয়ামাত এসে যাবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করি। তারা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং এ বিষয়ে ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন : 'এ ব্যাপারে আমার কোনই জ্ঞান নেই।' এরপর তারা মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন যে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। অতঃপর তারা ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন : এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। তবে এর আলামত সম্পর্কে আমার রাব্ব আমাকে জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল বের হবে। আমার সাথে দু'টি বল্লম থাকবে। সে (দাজ্জাল) আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত গলে যাবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি গাছ কিংবা পাথরও বলে উঠবে : হে মুসলিম! আমার আড়ালে একজন কাফির লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং তুমি এসে তাকে হত্যা কর। অতএব আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর লোকেরা নিজ নিজ শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। ইতোমধ্যে ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে। তারা শহর-পল্লী ধ্বংস করে চলবে। প্রতিটি জিনিস তাদের ঘুরা-ফিরা কারণে ধ্বংস ও নষ্ট হতে থাকবে। যেখান দিয়ে তারা চলবে সেখানের প্রস্রাবের পানি পান করে ওকে শূন্য করে ফেলবে। জনগণ তখন আমার কাছে তাদের অভিযোগ নিয়ে আসবে। আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করব। আল্লাহ তা'আলা সব ইয়াজুজ ও মাজুজদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে প্রতিটি স্থান তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে এবং ওগুলো পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের মৃতদেহগুলি ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবেন। ঐ সময় পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে যাবে এবং যমীন বিস্তৃত হয়ে পড়বে। ঐ সময় কিয়ামাত এমনই

নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে দিন-রাত যে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করবে। (আহমাদ ১/৩৭৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৬৫) বড় বড় নাবী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেননা। ঈসাও (আঃ) শুধুমাত্র ওর আলামতগুলি বলে দিয়েছেন। কেননা এই উম্মাতের শেষ যুগে তিনি অবতরণ করবেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহকাম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁরই বদ দু'আয় ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করবেন।

হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : কিয়ামাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমি তোমাদেরকে কিয়ামাতের নিদর্শনগুলি বলছি। তা এই যে, ওর সামনে বড় বড় ফিতনা ও 'হারাজ' সংঘটিত হবে।' সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা ফিতনাতো বুঝলাম। কিন্তু 'হারাজ' কি?' তিনি উত্তরে বললেন : 'হাবশের আরাবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে হত্যা।' অতঃপর তিনি বলেন : জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা এত বৃদ্ধি পাবে যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলবে : 'আমি তোমাকে চিনি।' (আহমাদ ৫/৩৮৯) সহীহায়িন এবং চারটি সুনান গ্রন্থে এ কথাটিকে এই ধারা বর্ণনায় বর্ণিত হয়নি।

তারিক ইব্ন সিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লোকেরা প্রায়ই কিয়ামাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করত। অবশেষে **يَسْأَلُونَكَ عَنْ**

السَّاعَةِ আঁন مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও : এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী। এ আয়াতটি নাযিল হয়। (তাবারী ৩/২৯২, নাসাই ৬/৫০৬) আমাদের উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিঈন, যিনি রাহমাত ও তাওবাহর নাবী, বলেছেন : 'আমি ও কিয়ামাত এই দু'টি অঙ্গুলির মত।' ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টি মিলিত দেখিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫) মোট কথা, **عِلْمُ**

السَّاعَةِ বা কিয়ামাতের ইল্ম শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই রয়েছে।

১৮৮। তুমি বল : আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তাহলে আমি রবের কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা, আমিতো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী।

۱۸۸. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكَاشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

রাসূল (সাঃ) গাইবের খবর জানতেননা, তিনি নিজের ভাল-মন্দেরও পরিবর্তন করতে পারতেননা

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : হে নাবী! তুমি সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও। নিজের সম্পর্কে তুমি বলে দাও, ভবিষ্যতের জ্ঞান আমারও নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যেটা বলে দেন একমাত্র সেটাই আমি বলতে পারি। যেমন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা। (৭২ : ২৬) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার উক্তি :

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি যদি অদৃশ্যের বিষয় জানতাম তাহলে আমি নিজের জন্য অনেক কিছু কল্যাণ জমা করে নিতাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) خَيْر এর অর্থ ধন-সম্পদ নিয়েছেন এবং এটাই উত্তমও বটে। অন্য বর্ণনায় যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, এর ভাবার্থ হবে : যে জিনিস ক্রয়ে লাভ বা উপকার রয়েছে তা আমার জানা থাকলে ওটা অবশ্যই ক্রয় করতাম। আর কোন জিনিস বিক্রয় করতামনা যে পর্যন্ত না ওর লাভ জানতাম। অথবা দারিদ্রতা বা সংকীর্ণতা আমাকে কখনও স্পর্শ করতনা। (দুররুুল মানসুর ৩/৬২২) ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ অর্থও নিয়েছেন : দুর্ভিক্ষ আসার খবর জানলে পূর্বেই বহু খাদ্য জমা করে রাখতাম এবং দুর্মূল্যের সময় তা ব্যবহার করতাম। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : তাহলে যে কোন অনিষ্টতা আমার কাছে আসার পূর্বেই আমি তা এড়িয়ে চলে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হতাম। (তাবারী ১৩/৩০২)

إِنَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ আমিতো শুধু (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শনকারী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুভাক্কীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতভা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৭)

১৮৯। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই মহিলাটি এক গোপন ও লঘু গর্ভ ধারণ করে, আর ওটা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় তখন তারা উভয়েই তাদের

১৮৯. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ

<p>রবের কাছে প্রার্থনা করে : আপনি যদি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হব।</p>	<p>ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ</p>
<p>১৯০। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে সৎ ও সুস্থ সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তার অনেক উর্ধ্বে।</p>	<p>۱۹۰. فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ</p>

সমস্ত মানবগোষ্ঠীই আদম সন্তান

ইরশাদ হচ্ছে যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই আদমের (আঃ) বংশের মাধ্যমে
সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ) তাঁরই মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন।
তাঁদের দু'জনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া
তা'আলা বলেন :

يَتَّيٰهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ
لِّتَعَارَفُوْٓا۟ ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে,
পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে
অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট
অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর
খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

يَتَّيٰهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا তিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার সাথে বসবাস করে এবং সাহচর্য লাভ করে আনন্দ পায়। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রুম, ৩০ : ২১) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, এর চেয়ে অধিক ভালবাসা আর কোথাও হতে পারেনা। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেন : ‘যাদুকর তার যাদুর মাধ্যমে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালায় যে, কি করে সে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে।’ মোট কথা, স্বামী যখন তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলা মেশা করে তখন তার স্ত্রী প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এটা হল গর্ভের সূচনার সময়। এই সময় নারীর কোন কষ্ট হয়না। কেননা এই গর্ভতো সবেমাত্র নুফা বা মাংসপিণ্ড। এখন ওটা হালকা পাতলা অবস্থায় রয়েছে।

আইউব (রহঃ) বলেন : আমি হাসানকে (রহঃ) مَرَّتْ بِهِ এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ‘যদি আমি আরাববাসী হতাম এবং তাদের ভাষা বুঝতাম তাহলে এর অর্থ জানতাম। এর অর্থ এই হতে পারে যে, সে এই গর্ভ নিয়ে আরামেই চলাফিরা করে।’

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, এই গর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ইবন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ গর্ভ নিয়ে সে সহজেই উঠাবসা করতে পারে। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : এই প্রাথমিক সময় হচ্ছে এমন এক সময় যখন তার নিজেরই এই সন্দেহ থেকে যায় যে, তার গর্ভ আছে কি নেই। মোট কথা, এরপর নারী তার পেটের গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। তখন মাতা-পিতা

দু'জনই আল্লাহর কাছে এই কামনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর সন্তান দান করেন তাহলে এটা তাঁর বড়ই ইহসান হবে! ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : 'মা-বাবার এই ভয়ও থাকে যে, সন্তান না জানি হয়তো কোন পশুর আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে যায়! (তাবারী ১৩/৩০৬) আবু বাখতারী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : তারা ভয়ে ভীত থাকেন যে, না জানি মানব সন্তান না হয়ে অন্য কিছু জন্ম লাভ করে। (তাবারী ১৩/৩০৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'যদি আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন। (তাবারী ১৩/৩০৬) মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে সৎ ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে ওটাকে মূর্তি/প্রতিমাগুলোর অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর সত্তা এরূপ শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা আদমের (আঃ) ঘটনা নয়, বরং এটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা কোন আদম সন্তানের মুশরিক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এরূপ করে থাকে। (তাবারী ১৩/৩১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) বলতেন যে, এটা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের কাজের বর্ণনা, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের রীতিনীতির উপর পরিচালিত করে যা তাদেরকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বানিয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/৩১৪) এই আয়াতের যেসব তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটাই উত্তম তাফসীর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান। এই আয়াতগুলির বর্ণনা, ইতোপূর্বে আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) বর্ণনাক্রমিক বর্ণনার মত। প্রথমে মূল মা-বাবার বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ অন্যান্য মা-বাবা ও তাদের শির্কের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর ব্যক্তিগত বর্ণনা শেষ করে শ্রেণীগত বর্ণনার দিকে মোড় ফিরানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৫) আর এটা স্পষ্ট কথা যে,

সৌন্দর্যের জন্য যে তারকাগুলি নির্দিষ্ট রয়েছে সেগুলি ছিটকে পড়েনা। ঐগুলি দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়না। এখানেও কথার মোড় ফিরানো হচ্ছে যে, তারকারাজির স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর আরও বহু দৃষ্টান্ত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন।

<p>১৯১। তারা কি এমন বস্তুকে (আল্লাহর সাথে) অংশী করে যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করেনা, বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহর দ্বারা) সৃষ্টি?</p>	<p>১৯১. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ</p>
<p>১৯২। তারা যেমন তাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেনা, তেমনি নিজেরাও কোন সাহায্য করতে পারেনা।</p>	<p>১৯২. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ</p>
<p>১৯৩। তোমরা যদি ওদেরকে সৎ পথে ডাক তাহলে তারা তোমাদের অনুসরণ করবেনা, তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ করে থাকা উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান।</p>	<p>১৯৩. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰمِتُونَ</p>
<p>১৯৪। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকেই ডাক, তারাতো তোমাদেরই মত বান্দা। সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাদেরকে উপাস্য হিসাবে ডাকতে থাক, দেখ</p>	<p>১৯৪. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ</p>

তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি না!	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
১৯৫। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা চলছে? তাদের কি হাত আছে যদ্বারা কোন কিছু ধরে থাকে অথবা চক্ষু আছে যা দ্বারা দেখতে পায়? তাদের কি কর্ণ আছে যা দ্বারা শুনে থাকে? তুমি বল : আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর (সকলে একত্রিত হয়ে) আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক, আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিওনা।	<p>১৯৫. اَللّٰهُمَّ اَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَا^ط اَمْ هُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُونَ بِهَا^ط اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا^ط اَمْ لَهُمْ اِذَا بَ يَسْمَعُونَ بِهَا^ط قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْظِرُوْنَ</p>
১৯৬। আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎ কর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।	<p>১৯৬. اِنْ وَلِىَّ اَللّٰهُ الَّذِى نَزَلَ اَلْكِتٰبَ^ط وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ</p>
১৯৭। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা।	<p>১৯৭. وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ</p>

১৯৮। যদি তুমি তাদেরকে (মূর্তি) হিদায়াতের পথে ডাক তাহলে সে ডাক তারা শুনবেনা। আর তুমি দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আসলে তারা কিছুই দেখছেনা।

۱۹۸. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ
الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ

মূর্তি/প্রতিমা কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, কেহকে সাহায্য করারও ক্ষমতা নেই

যে মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে এখানে ভর্তসনা করা হচ্ছে যে, এই মূর্তিগুলোও আল্লাহর সৃষ্ট এবং মানুষই এগুলো নির্মাণ করেছে। এদের কোনই ক্ষমতা নেই। এগুলো কারও কোন ক্ষতি করতে পারেনা এবং কোন উপকারও করতে পারেনা। এদের দেখারও শক্তি নেই এবং যারা এদের ইবাদাত করে তাদের এরা কোন সাহায্যও করতে পারেনা। বরং এ মূর্তিগুলোতো জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেনা। এমন কি যারা এদের ইবাদাত করে তারাও এদের চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

তারা কি ঐ পাথরের মূর্তিগুলোকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিচ্ছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা? বরং তারা নিজেরাইতো সৃষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

হে লোকসকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা; পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল! তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৩-৭৪) তারা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। তাদের উপাস্যরা এতই দুর্বল ও শক্তিহীন যে, মাছি একটা নিকৃষ্ট খাবারও যদি তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উড়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে তা কেড়ে নেয়ারও শক্তি এদের নেই। যাদের বিশেষণ এরূপ তারা কি করে জীবিকা দান করতে পারে বা সাহায্য করতে পারে? ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন :

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মান কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৯৫) ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ তারা তাদের উপাসনাকারীদের সামান্য পরিমাণও সাহায্য করতে পারেনা। এমন কি কেহ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তা থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারেনা। যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং পূর্ণ মাত্রায় ওদেরকে লাঞ্ছিত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম (আঃ) ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ

অতঃপর সে তাদের উপর সবলে ডান হাত দিয়ে আঘাত হানলো। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৯৩) কিঞ্চি ভূতখানার সবচেয়ে বড় মূর্তিকে অক্ষত রেখে দিলেন, যেন জনগণ এসে ঐ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করে যে, এটা কি হয়েছে এবং কে করেছে?

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলিকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৫৮)

মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ (রাঃ) এবং মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ) দু'জন যুবক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পর তাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন। রাতে তাঁরা মাদীনায় মুশরিকদের মূর্তিগুলোর নিকট যেতেন এবং ওগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতেন। ওগুলো কাঠের নির্মিত হলে ওগুলো ভেঙ্গে জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহারের জন্য গরীব বিধবা নারীদেরকে দিয়ে দিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন মুশরিকরা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের আমল ও আকীদার উপর চিন্তা ভাবনা করে। আমর ইব্ন জামূহ (রাঃ) ছিলেন স্থায়ী গোত্রের নেতা। তাঁর একটা মূর্তি ছিল। তিনি ঐ মূর্তির পূজা করতেন এবং ওর গায়ে তিনি সুগন্ধি মাখাতেন। রাতে ঐ দুই যুবক তার ভূতখানায় যেতেন এবং ঐ মূর্তি/প্রতিমার মাথার উপর পশুর মল-মূত্র রেখে দিতেন। আমর ইব্ন জামূহ মূর্তিটিকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতেন এবং ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে পুনরায় সুগন্ধি মাখাতেন। অতঃপর ওর পার্শ্বে তরবারী রেখে দিয়ে বলতেন : 'এর দ্বারা তুমি নিজেকে রক্ষা করবে।' পরের রাতে যুবকদ্বয় আবার ঐ কাজই করতেন এবং ইব্ন জামূহ (রাঃ) ওটা ধুয়ে মুছে সাফ করতেন এবং পুনরায় ওর পাশে তরবারী রেখে দিতেন। অবশেষে একদিন যুবকদ্বয় ঐ মূর্তিটিকে বের করে আনেন এবং একটি কুকুরের মৃতদেহের সাথে ওকে বেঁধে একটি রশির মাধ্যমে একটি কুয়ায় লটকে দেন। আমর ইব্ন জামূহ (রাঃ) এসে মূর্তিটিকে এ অবস্থায় যখন দেখলেন তখন তাঁর জ্ঞান এলো যে, তিনি মূর্তি পূজায় লিপ্ত থেকে এতদিন বাতিল আকীদার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাই তিনি মূর্তিটিকে সম্বোধন করে বললেন : 'তুমি যদি সত্যিই উপাস্য হতে তাহলে এই কুয়ার মধ্যে মৃত কুকুরটির সাথে পড়ে থাকতেনা।' অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন ভাল মুসলিম রূপে জীবন অতিবাহিত করেন। উহ্দের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতবাসী করুন। ইরশাদ হচ্ছে :

تُؤْتِيهِمْ مِنْهُمْ جَ وَانْ تَذْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ

তাহলে ওরা তোমার অনুসরণ করবেনা। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কারও ডাক শুনতে পায়না। ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন :

يَأْتَبْتُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا

হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা বলেন : মূর্তিপূজকের মত এই মূর্তিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্টি। এমন কি এই মূর্তিপূজকরাই বরং মূর্তিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু মূর্তিরা তা পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْظَرُوْنَ. اِنَّ وَلِيََّ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ

الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ হে নাবী! তুমি বলে দাও : আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর সকলে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক এবং আমাকে মোটেই কোন অবকাশ দিওনা। আর আমার বিরুদ্ধে মন খুলে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন ঐ আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। ঐ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে শুধু আমার নয়, বরং আমার পরেও সকল সৎকর্মশীল লোকেরই অভিভাবক ও বন্ধু। যেমন হুদ (আঃ) স্বীয় কাওমের কথার প্রতিউত্তরে বলেছিলেন, যখন তারা তাকে অপবাদ দিয়ে বলেছিল :

اِنْ نَّقُولُ اِلَّا اَعْرَضْنَا عَنْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوْرَةٍۭ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَشْهَدُ اَللهُ وَاَشْهَدُوْا اَنِّيْٓ بَرِيْءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. مِنْ دُوْنِهٖۤ ۚ فِكَيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ. اِنِّيْٓ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَابَّةٍۭ اِلَّا هُوَ ؕ اَخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ

عَلٰٓی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আমাদের কথাতো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, তোমরা যে ইবাদাতে তাঁর (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করছ তা থেকে আমি মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত। (সূরা হুদ, ১১ : ৫৪-৫৬) ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা? তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রাব্ব ব্যতীত। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ৭৫-৭৮) আরও যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা এবং কাওমের লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২৬-২৮) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

তোমাদের সাহায্য করতে পারে, না পারে নিজেদেরকে সাহায্য করতে। যদি তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহলে তারা তোমার ডাক শুনতে পাবেনা। তুমি মনে করছ যে, ওরা (মূর্তিগুলো) তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু আসলে কিছুই দেখেনা। ওরা ছবির চক্ষু দ্বারা তোমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। কিন্তু বাস্তবতো ওরা নির্জীব। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৪) কেননা ওগুলো হচ্ছে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট এবং মানুষের মতই মনে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : তুমি দেখছ যে, তারা যেন মনোযোগের সাথে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ ওগুলোতো জড়

পদার্থ ও নির্জীব। ওদেরকেতো মানুষের আকারে তৈরী করা হয়েছে এবং দু'টি চোখ বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

<p>১৯৯। তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।</p>	<p>۱۹۹. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ</p>
<p>২০০। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।</p>	<p>۲۰۰. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ</p>

দয়াপরবশ হওয়া

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম করেছেন এবং দশ বছর পর্যন্ত এই ক্ষমার নীতি কার্যকর রাখতে বলেন। এরপর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। এটা হচ্ছে ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, লোকদেরকে তাদের চরিত্র ও কাজের ব্যাপারে ক্ষমার চোখে দেখ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র ও কাজ কারবারের খোঁজ খবর নিওনা। (তাবারী ১৩/৩২৭) হাশিম ইব্ন উরওয়াহ (রহঃ) বলেন : ভাবার্থ হচ্ছে, লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং খারাপ সাহচর্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১৩/৩২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে, তাদের ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাকে যে ক্ষমা করতে বলেছি তুমি তা অবলম্বন কর।

হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) خُذِ الْعَفْوَ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, এটি কলুষ চরিত্রের লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫) অনুরূপ আর একটি হাদীস মুগিরাহ (রহঃ) হিশাম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে,

তিনি ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। উভয় হাদীসের বর্ণনা একই ধরণের। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইউনুস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন যে, উমেই (রহঃ) বলেছেন : আল্লাহ যখন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন : হে জিবরাঈল! এর উদ্দেশ্য কি? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন : আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেহ আপনার উপর অত্যাচার করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে আপনাকে দান থেকে বঞ্চিত করে তাকে আপনি দান করবেন এবং যে আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবেন। (তাবারী ৬/১৫৪, ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৬৩৮) এদের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ছেদ রয়েছে। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, অন্যান্যদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, আর রিফাই (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উয়াইনা ইব্ন হিসন ইব্ন হুয়াইফা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়সের (রাঃ) নিকট আগমন করেন। হুর ইব্ন কায়স (রাঃ) উমারের (রাঃ) একজন কাছের লোক ছিলেন। কুরআন কারীমে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি উমারের (রাঃ) মাজলিসের কারী ও আলিমদের অন্যতম কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন। উমারের (রাঃ) মাজলিশের আলিমগণ যুবকও ছিলেন, বৃদ্ধও ছিলেন। উয়াইনা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন : 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছের লোক। সুতরাং তুমি তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এসো।' তখন হুর (রাঃ) উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমার (রাঃ) উয়াইনাকে হাযির হওয়ার অনুমতি দিলেন। উয়াইনা যখন আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন : 'হে খাতাবের পুত্র! আপনি আমাকে যথেষ্ট টাকাও দেননি এবং আমার প্রতি আদল বা ন্যায় বিচারও করেনি।' আদলের কথা শোনা মাত্রই উমার (রাঃ) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং উয়াইনাকে মারতে

উদ্যত হন। তখন হুর (রাঃ) বলে উঠলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন :

تُؤْمِرُ بِالْعَفْوِ وَأُمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ তুমি বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর, জনগণকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে জড়িয়ে পড়না (বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও)। আর ইনিতো মূর্খদেরই অন্তর্ভুক্ত! আল্লাহর শপথ। যখন উমারের (রাঃ) সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হল তখন তিনি খেমে গেলেন এবং উয়াইনাকে কোন শাস্তি দিলেননা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাবে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫)

কোন কোন আলিমের উক্তি রয়েছে যে, মানুষ দু' প্রকারের। প্রথম হচ্ছে উপকারী মানুষ। সে তোমাকে খুশি মনে যা কিছু দান করে তা তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ কর এবং সাধ্যের অতিরিক্ত ভার তার উপর চাপিয়ে দিওনা যার ফলে নিজেই সে পিষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে হতভাগ্য ব্যক্তি। তুমি তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দাও। কিন্তু যদি তার বিভ্রান্তি বেড়েই চলে এবং সে তার অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাকে এড়িয়ে চল। সম্ভবতঃ এই ক্ষমাই তাকে তার দুষ্কার্য থেকে বিরত রাখবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

أَدْفَعْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ تَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল : হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৯৬-৯৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪-৩৬)

وَمَا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করছে এবং বাড়াবাড়ি করছে তাদের সাথেও যেন তিনি উত্তম ব্যবহার করেন; হতে পারে যে তাঁর এ ব্যবহারের কারণে তারা তাদের খারাবী থেকে বিরত হবে। এ ব্যাপারেই আল্লাহ রাব্বুল ইয়্যাত বলেন :

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করছেন যে, জিন শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেন তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। যদি কেহ শাইতানের প্রতি উদার হয় তাহলে সে তার কোন ক্ষতি করবেনা। কারণ শাইতান এটাই চায় যে, এভাবে তার ধ্বংস ও মৃত্যু হোক। আল্লাহ বলেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, যেমন সে শত্রু ছিল তোমাদের আদি পিতার।

ইব্ন জারীর (রহঃ) وَمَا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, শাইতান তোমাকে রাগান্বিত করতে চেষ্টা করে এভাবে যে, তুমি মূর্খদের ক্ষমা করবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি দিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন فَاسْتَعِذْ

إِنَّهُ তুমি শাইতানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছ আশ্রয় চাবে। কারণ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ তিনিই সেই সত্তা যিনি সবার কথা শোনেন। তোমার প্রতি মূর্খদের অন্যায় আচরণ, শাইতানের কুমন্ত্রণা এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ব্যাপারেও তিনি অমনোযোগী নন। (তাবারী ১৩/৩৩২)

<p>২০১। যারা আল্লাহ্‌ভীরু, শাইতান যখন তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে পায়।</p>	<p>۲۰۱. اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْۤا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ</p>
<p>২০২। শাইতান যাদের অনুগত সাথী, তারা আরও বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে প্রবেশ করে, এ প্রচেষ্টায় তারা আদৌ থেমে থাকেনা।</p>	<p>۲۰۲. وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغٰیِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ</p>

আল্লাহ্‌ভীতি বনাম শাইতানের ইবাদাত

যে সব বান্দা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে যদি কোন সময় শাইতান কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে তাহলে সত্বরই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। এই লোকদের আল্লাহর শাস্তি দান, সাওয়াব, তাঁর ওয়াদা, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি স্মরণ হয়ে যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা তাওবাহ করে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর ঐ মুহূর্তেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে। সাথে সাথেই তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে।

মানুষের মধ্যের শাইতানের বন্ধুরা মিথ্যা কুমন্ত্রণা দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি : **وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ** তাদের সঙ্গী মানবরূপী শাইতানরা তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الْمُبْذَرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ

নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৭)
অর্থাৎ শাইতান তাদের অনুসারীদেরকে ও তাদের কথা মান্যকারীদেরকে

গুমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পাপকাজ তাদের কাছে তারা সহজ করে দেয় এবং তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে।

ثُمَّ لَا يُفْصِرُونَ এই শাইতানরা তাদের চেষ্টায় মোটেই কোন ত্রুটি করেনা।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে— মানুষ অসৎ কাজ সম্পাদনে আদৌ অবহেলা প্রদর্শন করেনা এবং শাইতানরাও তাদেরকে বিপথে চালিত করার কাজে মোটেই ত্রুটি করেনা। (তাবারী ১৩/৩৩৮) গুমরাহীর দিকে আকৃষ্টকারীরা হচ্ছে জিন ও শাইতান, যারা নিজেদের মানব বন্ধুদের কাছে কুমন্ত্রণা দানের কাজে মোটেই ত্রুটি করেনা। কারণ তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবই এরূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْمَرْتَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَرْأَى

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৩)

২০৩। তুমি যখন কোন নিদর্শন ও মু'জিযা তাদের কাছে পেশ করনা, তখন তারা বলে : আপনি এ সব মু'জিযা কেন পেশ করেননা? তুমি বল : আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে যা কিছু প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমার রবের নিকট থেকে বিশেষ নিদর্শন, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।

۲۰۳. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجَبْتَيْنَاهَا^ع قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي^ع هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

মূর্তি পূজকদের মু'জিয়ার দাবী

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন : **قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا** হে নাবী! এই লোকগুলো কোন মু'জিয়া বা নিদর্শন দেখতে চায় এবং তুমি তা তাদের সামনে পেশ না করার কারণে তারা বলে, 'কোন নিদর্শন আপনি পেশ করছেননা কেন? নিজের পক্ষ থেকে তা বানিয়ে নিচ্ছেন না কেন? (তাবারী ১৩/৩৪১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ كُنَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ৪) এই কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন লাভ করার চেষ্টা আপনি করেননা কেন? তাহলে আমরা তা দেখে ঈমান আনতাম! তাই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يوحىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي হে নাবী! তুমি বলে দাও : আমি এ ব্যাপারে কোন ধরনের চেষ্টা করতে চাইনা। আমার কাছে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে আমি তা'ই পালনকারী। যদি তিনি স্বয়ং কোন মু'জিয়া পাঠান তাহলে আমি তা পেশ করব। আর যদি তিনি তা প্রেরণ না করেন তাহলে আমি তা চাইতে পারিনা। তাই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন : **هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ** : এই কুরআনই হচ্ছে তোমার রবের বিরাট দলীল ও নিদর্শন বিশেষ, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও অনুগ্রহের প্রতীক বিশেষ।

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।

۲۰۴. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়ার আদেশ

যখন এই বর্ণনা সমাপ্ত হল যে, কুরআন হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত এবং লোকদের বুঝার বিষয়, তখন ইরশাদ হচ্ছে : তোমরা এই কুরআন পাঠের সময় নীরব থাকবে, যেন এর মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে। এমন হওয়া উচিত নয় যেমন কুরাইশরা বলত :

لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ

তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি কর। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২৬) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘আমরা সালাতের মধ্যে একে অপরকে **عَلَيْكَ سَلَامٌ** বলতাম। এ জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।’

<p>২০৫। তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিন্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর (হে নাবী!) তুমি এ ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হয়োনা</p>	<p>২০৫. وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ</p>
<p>২০৬। যারা তোমাদের রবের সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ মালাক/ ফেরেশতা) তারা তাঁরই গুণগান ও মহিমা প্রকাশ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সাজদাহ্বনত হয়। [সাজদাহ]</p>	<p>২০৬. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾</p>

আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে সকাল-সন্ধ্যায়, সব সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, দিনের প্রথম ভাগে এবং শেষ ভাগে আল্লাহকে খুব বেশি বেশি করে স্মরণ কর, যেমন তিনি এই দুই আয়াতের মাধ্যমে এই দুই সময়ে তাঁর ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা কাফ, ৫০ : ৩৯) এটা শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয হওয়ার পূর্বের কথা। এটি মাক্কী আয়াত। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে :

تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ তোমার রাব্বকে অন্তরেও স্মরণ কর এবং মুখেও স্মরণ কর। তাঁকে ডাক জান্নাতের আশা রেখে এবং জাহান্নামের ভয় করে। উচ্চ শব্দে তাকে ডেকনা। মুস্তাহাব এটাই যে, আল্লাহর যিক্র হবে নিম্ন স্বরে, উচ্চঃস্বরে নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনগণ জিজ্ঞেস করল : 'আল্লাহ আমাদের কাছে রয়েছেন, নাকি দূরে রয়েছেন? যদি তিনি নিকটে থাকেন তাহলে কি আমরা তাঁকে চুপে চুপে সম্বোধন করব? আর যদি দূরে থাকেন তাহলে কি তাকে উচ্চঃস্বরে ডাকব?' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও : নিশ্চয়ই আমি সন্নিহিতবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৬)

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সফরে জনগণ উচ্চ শব্দে দু'আ করতে শুরু করে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'হে লোকসকল! নিজেদের জীবনের উপর ইহা সহজ করে নাও। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছনা। যাকে ডাকছ তিনি শুনতে রয়েছেন এবং তিনি নিকটে রয়েছেন। তিনি তোমাদের গ্রীবার প্রধান রগ থেকেও নিকটে রয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৬/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৭) এ আয়াতে কারীমায় এই

বিষয়ই রয়েছে : তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যার ইবাদাতে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করনা এবং ঐ মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করেছে। তারা যেন কোন অবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র থেকে বিস্মরণ না হয় এবং উদাসীন না থাকে। এ জন্যই ঐসব মালাইকার প্রশংসা করা হয়েছে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্রের কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করেননা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَالِفِينَ থাকে (অর্থাৎ মালাইকা) তারা অহংকারে তাঁর ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে, 'মালাইকা যেমন আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান, তদ্রূপ তোমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও। তারা প্রথম সারি পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় সারি পূর্ণ করেন। কারণ তারা সারি বা কাতারকে সোজা করার প্রতি খুবই খেয়াল রাখেন।' (মুসলিম ১/৩২২) এখানে যে সাজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে এটা হচ্ছে কুরআনের সর্বপ্রথম সাজদায়ে তিলাওয়াত। এটা আদায় করা পাঠক ও শ্রোতা সবারই জন্য শারীয়াতসম্মত কাজ। এতে সমস্ত আলিম একমত।

সূরা আ'রাফ এর তাফসীর সমাপ্ত।